গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক লাইব্রেরী ও প্রাইজবুকের
জন্য মনোনীত।

স্বর্গের জ্যোতিঃ



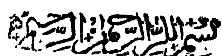
মিসেস্ সারা তয়ফুর
প্রণীত।

Fourth Edition.

1930

মূল্য ১৲ টাকা।

স্বর্গের জ্যোতিঃ



উপক্রমণিকা।

যাঁহার অসীম কৃপায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত, যাঁহার অপার করুণায় সমগ্র প্রাণিজগৎ প্রতিপালিত; প্রত্যেক নিশ্বাস প্রশ্বাসের ক্ষমতা প্রদান হেতু যে প্রভুর কৃতজ্ঞতা রাশি সারাটি জীবন গাহিয়া বেড়াইলেও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়; যাঁহার স্নেহ চক্ষে রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, দুর্ব্বল-সবলের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই; প্রাণিজগতের কল্যাণ কামনায় যিনি অহর্নিশ রত; যিনি তাঁহার দরবারে অভিযুক্ত ঘোর কৃতঘ্ন বিদ্রোহীকেও ক্ষমা বিতরণ দ্বারা বারম্বার অনুতাপ ও সংশোধনের সুযোগ প্রদান করিতেছেন; যাঁহার আহার নাই, নিদ্রা নাই, শ্রান্তি নাই, বিশ্রাম নাই, যিনি সুতীক্ষ্ণ ও সতর্ক চালকের ন্যায় তাঁহার স্বর্গ-মর্ত্তের বিশাল সাম্রাজ্যকে অনবরত,

গভীর কৌশলে পরিচালনা করিতেছেন; পৃথিবীর প্রাচীর ও তোরণ গাত্রে যাঁহার অক্ষয় গৌরব ও অবিনশ্বর বিজয় বাণী উজ্জ্বল অক্ষরে অঙ্কিত; যিনি সামান্য ইঙ্গিতে ধূম্রবর্ণ মেঘমালাকে স্বচ্ছ সলিল ধারায় প্রবাহিত করাইয়া উদ্ভিদ-জগৎকে সঞ্জীবিত করতঃ তাহাতে মানবজাতির হিতার্থে স্তরে স্তরে সজ্জিত শ্যামল শস্যরাজি উৎপাদন করিয়াছেন, যিনি পৃথিবীর উদ্যানে বিচিত্র পল্লবশোভিত ঘন সন্নিবিষ্ট তরু-লতা-গুল্মাদি উৎপাদন করিয়া তাহাতে দোদুল্যমান দ্রাক্ষা, কমলা, সেব, আনার, খর্জ্জূর, আম্র প্রভৃতি সুবর্ণ ও সুস্বাদু ফল সজ্জিত করিয়াছেন; কাননে কাননে মনোহর সুরভি কুসুমরাজি, বিহঙ্গম ও পতঙ্গের বিচিত্র পক্ষাবলী যে অদ্বিতীয় শিল্পীর কারুকার্য্যের নিদর্শন; বুলবুল ও পাপিয়া সুললিত মধুর তানে যে প্রেমময়ের মহিমাগান গাহিয়া জগৎ বিমোহিত করিতেছে; যে অতুলনীয় সৌধশিল্পী ও বৈজ্ঞানিকের অগাধ ক্ষমতার নিকট পৃথিবীর যাবতীয় অনুকরণ শক্তি, হীন, দুর্ব্বল ও নিস্তেজ; যাঁহার রোষ কটাক্ষে এই বিশ্বজগৎ মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্মসাৎ হইয়া এক অঙ্গার স্তূপে পরিণত হইতে পারে; যিনি মানবজাতিকে জ্ঞানরত্নে বিভূষিত করিয়া তাহাতে অহিত হইতে হিত বাছিয়া লওয়ার শক্তি প্রদান করতঃ তাহাকে সমগ্র প্রাণিজগতের উপর প্রাধান্য প্রদান করিয়া, 'আশ-

রফ্-উল্-মখ্লুকাত' (জীবশ্রেষ্ঠ) রূপে সৃজন করিয়াছেন: যাঁহার জ্ঞান নির্ঝরিণীর একটি ক্ষুদ্র প্রবাহ ধরিয়া মানব-জাতি সদাই উন্নতির মার্গে ধাবিত ও যাঁহার অশেষ অনুগ্রহ রাশি হইতে হিত সঞ্চয় করিবার জন্য তাহাতে প্রবল আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিয়াছেন ; সেই প্রেমময় বিশ্বপালক, সেই করুণাময়, অনুকম্পাশীল, অনাদি, অনন্ত, এক ও শরিকশূন্য, নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ 'রব্বেল আলমীনের' স্তুতিগানে আমার এই কৃতজ্ঞতার ভারবাহী শির মৃত্তিকায় স্থাপন করিতেছি।

তৎপর সেই বিশ্বপালকের আজ্ঞাবহ শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ মোহাম্মদ (দঃ) যিনি মানবজাতিকে আত্মার পবিত্রতা ও কল্যাণ সাধনা এবং সভ্যতা ও সদাচারের সরল পথ দেখাইবার জন্য সৃজনকর্ত্তার অনুজ্ঞাবাণী কোরাণপাক-রূপ অমূল্যরত্ন প্রদান করিয়াছেন ; যিনি নিজে সেই সকল সদনুষ্ঠানের মূর্ত্তিমান আদর্শরূপে মানবজাতিকে তাঁহার পবিত্র পদাঙ্কের অনুসরণ করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন ; এই পুস্তিকা যে নরকুলোত্তম মহাজনের অসাধারণ গুণ-কীর্ত্তনের একটি নিস্তেজ চেষ্টা মাত্র ; কোরাণপাক যাঁহার ভূয়সী গুণরাশির সাক্ষ্য দিতেছে, তাঁহার প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম প্রেরণ করিতেছি।

আমাদের দেশের কোন কোন মুসলমান ভ্রাতা বঙ্গভাষায় হজরত মোহাম্মদের জীবনী লিখিয়া বাঙ্গালার মুসলমান সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা সমাজের নিকট ধন্যবাদার্হ। কয়েকজন হিন্দু মহোদয়ও হজরতের জীবনী লিখিয়া তাঁহাদের মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে হজরতের নিষ্কাম চরিত্রের আদর্শ শুধু তাঁহার অনুগামী সম্প্রদায়েরই নিজস্ব নহে, সমগ্র মানবজাতিই তাঁহার উদাহরণ দৃষ্টে আত্মার উন্নতি ও জীবনের উৎকর্ষ সাধনে অধিকারী। আমার এই পুস্তিকাখানি উক্ত মহোদয়গণের সহিত সাহিত্যিক প্রতিযোগিতা উদ্দেশ্যে লিখিত হয় নাই। হজরতের আদর্শ জীবনের কথা মানব সমক্ষে বিবৃত করিতে চেষ্টা করাও আমাদের ধর্ম্মে পুণ্যকার্য্য বলিয়া পরিগণিত। সেই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াই আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তকে হজরতের জীবনের ঘটনাবলী অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া আমাদের দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার সম্মুখে ধরিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

এতদ্দেশীয় মুসলমানবৃন্দ প্রায়ই বাঙ্গালাভাষাভিজ্ঞ। আরবী ফার্সিযুক্ত ~~কঠিন~~ উর্দ্দু ভাষায় লিখিত হজরতের জীবনকাহিনী তাঁহারা খুব অল্পই বুঝিতে পারেন। হজরত

মানব ছিলেন, মানবের রক্তমাংসে তাঁহার শরীর গঠিত ছিল, আত্মার পবিত্রতা ও নিষ্পাপ চরিত্রগুণে খোদাতালা তাঁহাকে নষ্ট ও ভ্রমান্ধ জাতির মুক্তি ও উদ্ধারার্থে নবী নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। কোরাণ পাকে আছে ঃ—

"(মোহাম্মদ) বল, নিশ্চয় আমিও তোমাদেরই মত একজন মানুষ! তোমাদের খোদাতালা এক ও অদ্বিতীয়, তিনি আমাদ্বারা তোমাদের কাছে এই সুসংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন মাত্র"।* এই কথা এবং হজরতের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য তাঁহার চরিত্রের অতুলনীয় গুণরাশি সকলের নিকট বিবৃত করার জন্যই আমার মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জনার এই প্রয়াস।

বর্দ্ধিত আয়তনের গ্রন্থ ভাবে ও ভাষায় বয়স্থ লোকের পক্ষে বিশেষ উপভোগের জিনিস হইলেও বালকবালিকাগণ তাহা পাঠ করিয়া কিছুই বুঝিতে পারে না। আমার এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকাখানি যাহাতে বালকবালিকাগণ সাদরে গ্রহণ করিতে পারে, তন্নিমিত্ত ইহার ঘটনাবলী তদুপযোগী করিয়া বর্ণনা করিতে বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছি, এবং তাহাদের চরিত্র গঠন মানসে এই পুস্তিকার উপসংহার ভাগে হজরতের 'চরিত্র' শীর্ষক প্রবন্ধ কিছু বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছি।

---

* কোরাণ পাক ১৮ সুরা।

যে উদ্দেশ্য লইয়া আমি এই পুস্তক রচনা করিয়াছি তাহাতে ইহার আয়তন বৃদ্ধি করা আমার অভিপ্রেত নহে, সেইজন্যই হজরতের জীবনের কোন কোন ঘটনা আমি ইহাতে উল্লেখ করি নাই। বিশেষতঃ জনাব পয়গম্বর সাহেবের জীবনের যে সমস্ত ঘটনা অবলম্বনে বিজাতীয়গণ নির্ব্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতা হেতু তাঁহার প্রতি অলীক ও মিথ্যা দোষারোপ প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহা আমি ইচ্ছা করিয়াই পরিত্যাগ করিয়াছি। কারণ সেই সমস্ত বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে গেলে ইহার কলেবর অনেক বৃদ্ধি করিতে হয়। হজরতের জীবনী সম্বন্ধে এই পুস্তিকা-খানিকে আমি প্রথমপাঠরূপে পরিগণিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। জানি না আমার শ্রম সার্থক হইয়াছে কি না।

আমি আরবী ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা। সেইজন্য এই পুস্তক প্রণয়নে নানাবিধ উর্দ্দু পুস্তকের ও কোরাণ পাকের উর্দ্দু অনুবাদের সাহায্য লইয়াছি। আমার এক পরম পূজনীয় হিতাকাঙ্ক্ষী মহোদয়ের সহায়তায় কোন কোন ইংরাজী গ্রন্থের সাহায্যও আমাকে লইতে হইয়াছে। স্থানে স্থানে যে আরবী, পার্সি ও উর্দ্দু কবিতা সংযোগ করিয়াছি তাহার অধিকাংশই উর্দ্দু পুস্তকের অনুসরণ মাত্র।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা আমার বঙ্গসাহিত্যে প্রথম প্রয়াস মাত্র। সুতরাং অনেক স্থলে আমার ভ্রমপ্রমাদ হওয়াই খুব সম্ভব। সহৃদয় পাঠকগণ যদি আমাকে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেন, তবে পরম কৃতার্থ হইব এবং ভবিষ্যতে সংশোধনে যত্নবান হইব।

আমার এই পুস্তিকা প্রণয়নে ভূতপূর্ব্ব 'নব-নূর' পত্রিকা সম্পাদক বঙ্গভাষাবিদ্ শ্রদ্ধাস্পদ মৌলবী সৈয়দ এম্‌দাদ আলি সাহেব আমাকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট হইতে আমি যে অকৃত্রিম সহানুভূতি লাভ করিয়াছি তজ্জন্য আমি তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আমার অনুজোপম কনিষ্ঠ দেবর মৌলবী সৈয়দ আবুল বতুল মোহাম্মদ নুরল হক্ 'তালা ওম্‌রহু' (দীর্ঘ-জীবেষু) যে বহুবিধ ঐতিহাসিক উর্দ্দু গ্রন্থ দ্বারা সাহায্য করতঃ আমার উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছে, তজ্জন্য তাহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

'ফ্লোরাহাউস', বরিশাল।
১লা অক্টোবর, ১৯১৬।

(মিসেস্) সারা তয়ফুর।

চতুর্থ সংস্করণ

সে আজ চৌদ্দ বছরের কথা—আমার বরিশালের বাড়ীতে ব'সে 'স্বর্গের জ্যোতির' Finishing touch দেই। আমার মনে আছে বইখানা এক মাস সতর দিনে লিখে সারা ক'রেছিলাম। আজ তা ভাব্‌লেও অসম্ভব মনে হয়। তখন মাসিক পত্রিকায় প্রায়ই প্রবন্ধ লিখ্‌তাম্। সে সময় উৎসাহ ছিল, উদ্যম ছিল; লিখ্‌বার সখ ছিল—এখন সব গেছে। তারপর অনেক বার মনে ক'রেছি বইখানার এবারত আরও কিছু বাড়াব ও ভাষা একটুক সহজ করিব। সে জন্য অনেক বইও ঘাটিয়াছি। কিন্তু বার বার পীড়ায় এমন দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়েছি (কয়েকবার মর্‌তে মর্‌তে বেঁচেছি) যে এক ছতর লিখ্‌তেও ইচ্ছা করে না। মস্তিষ্ক দুর্ব্বল—দু'মিনিট ভাব্‌লেও হয়রান হ'য়ে পড়ি। এ ছাড়া সাংসারিক আবল্য এবং আমার দুনিয়ার ধনরত্ন শিশুগুলির আব্দার ও চেচানী। মেহেরবান পাঠকগণ, মাফ ক'র্‌বেন। আল্লাহ্‌তা'লা এদের বাঁচিয়ে রাখ্‌লে বড় হ'য়ে এরা আমার যায়গায় ব'সে আমাহতে শতগুণ উৎসাহে লিখনী হাতে নিতে সমর্থ হবে এই আমার একান্ত বাসনা।

আর একটি কথা। শুনে আমি বড়ই খুসী হ'য়েছি যে বাংলার কোন কোন গ্রামের শিক্ষিত যুবকগণ আমার এই বইখানা মিলাদ শরিফের মহ্‌ফেলে পাঠ করিয়া থাকেন। এতে আমার সম্মান ত নিশ্চয়ই বে'ড়েছে। তা ছাড়া সময়ের এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখে আমি বড়ই উৎসাহিত হ'য়েছি। খোদা তালার কাছে তা'দের কল্যাণ কামনা করি।

—সারা—।

কওস্‌র হাউস, ঢাকা।
১৯ অক্টোবর, সন ১৯৩০।

স্বর্গের জ্যোতিঃ

—:*:—

প্রথম পরিচ্ছেদ

—:*—

মক্কার ইতিবৃত্ত

প্রভো! আমি তোমার এই পবিত্র গৃহের নিকটে এই বিজন উপত্যকায় আমার বংশধরকে রাখিয়া গেলাম। হে দয়াময়, যেন ইহারা এথায় তোমার উপাসনায় রত থাকে। তুমি মানব-হৃদয়কে তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট করিও এবং নানা দেশের উৎপন্ন-জাত হইতে তাহাদের আহার্য্য যোগাইও, যেন তাহারা তোমার অনুগ্রহ রাশির জন্য চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকে।

(কোরাণ পাক, সুরা এব্রাহীম)

And as for Ishmael, I have heard thee; Behold, I have blessed him, and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly; twelve princes shall he beget, and I will make him a great nation.

—(Gen, XVIII—20).

স্বর্গের জ্যোতিঃ

এসিয়ার পশ্চিম প্রান্তে আরব দেশ অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে আরব সাগর, পূর্ব্বে ওমান ও পারস্য উপসাগর, পশ্চিমে লোহিত সমুদ্র এবং উত্তরে শাম (সিরিয়া) ও এরাক (মেসোপটামিয়া) প্রদেশ। আরবের মধ্যস্থিত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড এক বিশাল মরুভূমি। এই দেশ উরুজ, এয়ামেন, তাহামা, নজ্‌দ এবং হেজাজ প্রভৃতি পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত। এই হেজাজ প্রদেশে লোহিত সমুদ্রের প্রধান বন্দর জেদ্দা হইতে কিছু পূর্ব্বদিকে গিরিমালা বেষ্টিত এক সমতল ভূমে মহা-পুণ্যধাম মক্কা নগরী অবস্থিত। এই নগরে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলে বোধ হয় যেন প্রকৃতি ইহার প্রহরী স্বরূপ গিরিময় দুর্গগুলি পরিবেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই নগরেই পবিত্র কাবাগৃহ বিরাজিত এবং এই নগরই এস্‌লাম-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাতা হজরত মোহম্মদের জন্মভূমি। প্রভু মোহাম্মদের জন্মের বহুপূর্ব্ব হইতে এই স্থানের অধিবাসিগণ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে গঠিত ছিল। তাহারা আজীবন এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের সহিত দ্বন্দ্ব ও বিবাদে লিপ্ত থাকিত। সামান্য সামান্য কারণে ও ঈষৎ উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া অহরহঃ পরস্পর পরস্পরের শোণিত-পিপাসু হইত এবং বিদ্বেষাগ্নি হৃদয়ে পোষণ করিয়া

বংশানুক্রমে প্রতিহিংসা উদ্ধারে সচেষ্ট থাকিত। সুনীতি ও সভ্যতা তাহাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। তাহাদের অনেকেই কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই বধ করিত। তাহাদের মধ্যে পরিণয়ের পবিত্র বন্ধন কোন নিয়মের বশবর্ত্তী ছিল না, সকলে যথেচ্ছা নারী গ্রহণ করিত। সুরাপান, জুয়াখেলা, চৌর্য্যবৃত্তি, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি যাবতীয় সুনীতি বিগর্হিত কার্য্য তাহাদের প্রকৃতিগত ধর্ম্মমধ্যে পরিগণিত ছিল। মৃত ও গলিত পশ্বাদির মাংস তাহাদের সুস্বাদু খাদ্য ছিল। তথাকার অধিবাসিগণ অধিকাংশই পৌত্তলিক ছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পূজার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রতিমূর্ত্তি নির্দ্দিষ্ট থাকিত। আবার সমগ্র আরবীয় সম্প্রদায়ের উপাসনার্থে পবিত্র কাবাগৃহে বৎসরের ৩৬০ দিবসের প্রত্যেক দিনের উপাসনার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুত্তলিকা প্রতিষ্ঠিত ছিল। তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটি প্রতিমা, হোবল, ওয্‌যা, লাত, মনাত ইত্যাদি নামে অভিহিত হইত। এদ্ব্যতীত কোন কোন সম্প্রদায় গ্রহ নক্ষত্রের উপাসনা করিত। ইহারা 'সাবেঈন' নামে ইতিহাসে পরিচিত।

এখন যেখানে কাবাগৃহ অবস্থিত, তাহার অদূরেই হজরত এব্রাহীম, তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী বিবি হাজরাকে, শিশুপুত্র

হজরত এস্‌মাইলসহ, এক বিজন উৎস সন্নিকটে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। বহুকাল পর সেই প্রস্রবণ শুষ্ক হইয়া গেলে পয়গম্বর সাহেবের পিতামহ হজরত আবদুল মোত্তালেব উহা সংস্কার করাইয়া একটি বৃহৎ কূপাকারে পরিণত করেন। সেই পূতপয়স্থানই আজ পর্য্যন্ত যম্ যম্ কূপ নামে পরিচিত।

কাবাগৃহ, যম্ যম্ কূপ ও কৃষ্ণ প্রস্তর।

হজরত ঈসার জন্মের আঠার শত বৎসর পূর্ব্বে হজরত এব্রাহীম হজরত এস্‌মাইলকে সহ এই স্থানে সর্ব্বশক্তিমান একমাত্র 'আল্লাহতালার' উপাসনা মানসে যে গৃহ নির্ম্মাণ করেন, তাহাই পরবর্ত্তীকালে পবিত্র কাবাগৃহ* নামে জগতে সুপরিচিত হইয়াছে। 'বায়তোল্লাহ্ শরিফের' (খোদাতালার পবিত্র গৃহ) দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে যে কৃষ্ণপ্রস্তরখণ্ড প্রতিষ্ঠিত আছে, আরবী ভাষায় তাহাকে 'হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ্' কহে।

* ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত ও ঐতিহাসিক ভিত্তিমূলে সপ্রমাণিত যে কাবাগৃহ হইতে অধিকতর প্রাচীন কোন উপাসনা গৃহ কোন কালেই পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল না। নরপিতা হজরত আদম একমাত্র আল্লাহতালার উপাসনার্থে সর্ব্বপ্রথম এই পবিত্রগৃহ নির্ম্মাণ করেন। পরে হজরত নূহের আমলে তাহা বন্যার জলপ্লাবনে বিনষ্ট হইলে, হজরত এব্রাহীম সেই ভিত্তির উপরেই বর্ত্তমান কাবাগৃহ নির্ম্মাণ করেন। হজরত মোহাম্মদের পরেও উহা দুই একবার অতিরিক্ত জল প্রবাহ ইত্যাদি কারণে কিঞ্চিৎ বিনষ্ট হইয়া পুনঃ সংস্কৃত হইয়াছে।

হাজিগণ 'বয়তোল্লাহ' (কাবাগৃহ) প্রদক্ষিণকালে এই প্রস্তরখণ্ড স্পর্শ করতঃ সসম্ভ্রমে হস্তচুম্বন করিয়া থাকেন। অতীতকালের অনন্ত সাগরে অনেক কিছুই বিলীন হইয়াছে, কিন্তু কি মহান স্মৃতি বুকে মাখিয়া এই প্রাচীন পাষাণখণ্ড এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে ! একদিন হজরত এব্রাহীম, হজরত এস্‌মাইল, হজরত মুসা এবং হজরত মোহাম্মদের ন্যায় নবিগণের পবিত্র করও ইহাতে স্পৃষ্ট হইয়াছিল। কালচক্রের পরিবর্ত্তনে সর্ব্বশক্তিমান নিরাকার খোদাতালার এই পবিত্র গৃহ অসংখ্য নির্ব্বাক নিঃশক্তি পুত্তলিকারাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া দেবতা মন্দিরে পরিণত হয়। কিন্তু খোদা-তালার ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল, তাই আজ এই পবিত্রগৃহ পুরা-কালের আশ্চর্য্য স্মৃতি বুকে করিয়া স্বর্গমর্ত্তের একমাত্র অধীশ্বর পরম করুণাময় 'আল্লাহ্‌তালার' গৌরব ও বিজয় ঘোষণা করতঃ এস্‌লাম জগতের অসংখ্য নরনারীকে বৎসরে একবার মহাপুণ্য হজ্‌তীর্থে আহ্বান করিতেছে।

কোরেশ ও বণিহাশেম।

এই স্থানের আদিম অধিবাসিগণ হজরত এস্‌মাইলের বংশোদ্ভব বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত। মক্কাতে হজরত এস্‌মাইলের বংশোদ্ভব যাবতীয় সম্প্রদায় মধ্যে কোরেশগণ তাঁহার অকৃত্রিম সাক্ষাৎ

বংশধর বলিয়া বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ইতিহাসের অনুসরণ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে হজরত এস্‌মাইল হইতে একাদিক্রমে একসপ্ততি নিম্নতন পুরুষে হজরত মোহাম্মদের জন্ম হয়। প্রভু মোহাম্মদের একাদশ উর্দ্ধতন পুরুষের নাম 'ফেহ্‌র' ছিল, ইহারই চলিত নাম কোরেশ *। ইঁহার বংশধরগণ মক্কায় প্রসার লাভ করিয়া 'আহ্‌লে কোরেশ' নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। পূর্ব্বকাল হইতেই নিয়ম ছিল, মক্কার যে সম্প্রদায়ের লোক অতীব নিষ্ঠাবান্ ও বংশমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদেরই দলপতির উপর কাবাগৃহের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ন্যস্ত হইবে। তদনুযায়ী কোরেশবংশের প্রতি কাবার পরিচর্য্যাভার অর্পিত ছিল। এই বংশের মধ্যে যিনি জ্ঞানে, ধর্ম্মে ও চরিত্রে প্রধান হইতেন, তাঁহারই কাছে কাবাগৃহের চাবি থাকিত। তিনি 'সৈয়দ'

* কোরেশ অর্থ বণিক। ফেহ্‌র দ্বারা মক্কার বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয় বলিয়া ইনি "কোরেশ" নামে আখ্যাত হন। ফেহ্‌র হইতে হজরত মোহাম্মদের নিম্নতম পুরুষের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—ফেহর, গালিব, লওয়ী, মোর্‌রা, কেলাব, কোসে, আব্দমনাফ, হাশেম, আবদুল মোত্তালিব, মোহাম্মদ (দঃ)।

নামে অভিহিত হইতেন এবং কাবাগৃহের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'শরিফ' বলিয়া সম্মান করিত।

হজরতের প্রপিতামহ হজরত 'আবদুল মোত্তালেবের' পিতার নাম হাশেম ছিল। কোরেশ বংশীয়গণ যখন লোক-সংখ্যার আধিক্য হেতু মক্কার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলেন, তখন কাবাগৃহের তত্ত্বাবধানভার হজরত হাশেমের প্রতি অর্পিত হয়। ইঁহারই নামানুসারে 'রসুলে করিমের' বংশ 'বনি হাশেম' নামে অভিহিত হইয়াছে। হজরতের জন্ম সময়ে কাবাগৃহের রক্ষণাবেক্ষণরূপ শ্লাঘাপূর্ণ কার্য্যভার তাঁহার পিতামহ হজরত আবদুল মোত্তালেবের হস্তে ছিল। তাঁহার পুত্রগণমধ্যে আবু লহব (আবদুল ওজ্জা), আবু তালেব, আবদুল্লাহ্, আব্বাস, ও (আমীর) হামজার নাম ইতিহাস পাঠকের নিকট সুপরিচিত।

আব্রাহার মক্কা আক্রমণ উদ্যোগ।

হজরত আবদুল মোত্তালেবের কর্ত্তৃত্বকালে এয়ামেনের খৃষ্টান শাসনকর্ত্তা আব্রাহাতুল আশ্রম পবিত্র কাবাগৃহ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে এক বিরাটবাহিনী সহ মক্কা আক্রমণে অগ্রসর হয়। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান 'আল্লাহ্ পাকের' কি প্রভূত ক্ষমতা! আব্রাহা মক্কার নিকটবর্ত্তী হইলে 'আবাবীল'

নামক অসংখ্য ক্ষুদ্র পক্ষিশ্রেণী মেঘের ন্যায় শত্রুর মস্তকোপরি উড্ডীয়মান থাকিয়া চঞ্চু হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করতঃ তাহাদের নিধন করিতে থাকে। তখন আব্রাহা হতাবশিষ্ট সৈন্যসহ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পলায়ন করে। আব্রাহার সহিত এক বিরাটকায় হস্তী ছিল, আরববাসীর নিকট ইহা এক অভিনব জন্তু বলিয়া পরিগণিত হওয়ায় এই শত্রুদল 'আস্‌হাবে-ফীল' (হস্তীর সহচরগণ) নামে খ্যাত হইয়াছে। মক্কার ইতিহাসে এই ঘটনাটি এতই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে এই সময় হইতেই এক নব-বর্ষের গণনা আরম্ভ হয়। পয়গম্বর সাহেবের হেজরতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই বর্ষই প্রচলিত ছিল। কোরাণপাকে সূরা 'ফীলে' এই ঘটনার বিশেষ উল্লেখ আছে।

জন্ম—১২ রবিউল-আউয়ল, আগষ্ট ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দ।

সমগ্র আরব দেশ যখন এইরূপ ঘোর মূর্খতা ও কুসংস্কারের চরম সীমায় উপনীত হইয়া পতনোন্মুখ ঘন ঘটায় আচ্ছন্ন ছিল, সেই সময় হজরত আবদুল্লার ঔরসে ও যোহ্‌রী সম্প্রদায়ের ওহব তনয়া বিবি আমেনার গর্ভে ১২ রবিয়ল আউয়ল ঊষা-গমে সেই ঘনজাল ভেদ করিয়া জনাব 'আফ্‌তাবে রেসালাৎ সারওয়ারে কায়েনাৎ আহ্‌মদ মোজ্‌তবা মোহাম্মদ মোস্তফা

সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম্' এই পাপপূর্ণ ধরাধামে স্বর্গের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতে জন্মগ্রহণ* করিলেন।

هوئی پہلوے آمنہ سے ہویدا
دعا ے خلیل و نوید مسیحا

হজরতকে ছয় মাসের গর্ভে রাখিয়া তাঁহার পিতা, হজরত আব্দুল্লাহ্ মানবলীলা সংবরণ করেন। তৎকালে আরবদেশের সম্ভ্রান্ত পরিবারবর্গের প্রথানুযায়ী ধাত্রিগণ সকল দায়িত্ব গ্রহণপূর্ব্বক শিশুগণকে তাহাদের নিজ নিজ তত্ত্বাবধানে নিয়া প্রতিপালন করিত। তদনুসারে সাদ সম্প্রদায়ভুক্তা ভাগ্যবতী 'হালিমা', পিতৃহীন শিশু মোহাম্মদের (দঃ) সুধা বিনিন্দিত অপরূপ স্বর্গীয় কান্তির মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া সাগ্রহে তাঁহার প্রতিপালন ভার গ্রহণ করিলেন। হজরত প্রায় পাঁচ বৎসর কাল বিবি হালিমার গৃহে প্রতিপালিত হন। পরে বিবি হালিমা নির্দ্দিষ্ট কাল শেষ হইলে হজরতকে তাঁহার মাতা ও পিতামহের হস্তে সমর্পণ করতঃ যথোচিত পারিতোষিক পাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ইহার পর প্রভু মোহাম্মদ, মাতা

শৈশব।

---

* পূর্ব্বোক্ত ফীল সনের প্রথম বর্ষে হজরতের জন্ম হয়। জন্মের যথার্থ তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কিন্তু উপরোক্ত তারিখই সর্ব্বত্র প্রচলিত।

ও পিতামহের স্নেহ-ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। এই সময় হইতেই হজরতের চরিত্রগত অস্বাভাবিক গুণরাশি দর্শনে সকলে বিস্ময়াপন্ন হইত।

মাতৃবিয়োগ।

ছয় বৎসর বয়সের সময় এক তুমুল ঝটিকা শিশু মোহাম্মদের (দঃ) তরুণ হৃদয়টীকে বিক্ষুব্ধ করে। বিবি আমেনা স্বীয় আত্মীয়গণের সহিত মিলনা-কাঙ্ক্ষায় শিশুপুত্র মোহাম্মদ (দঃ) সহ ইয়স্রব* নগরীতে যান। তথায় একমাস কাল অবস্থানপূর্ব্বক মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথিমধ্যে আব্ওয়া নামক স্থানে অতীব স্নেহের ধন শিশু মোহাম্মদকে (দঃ) কাঁদাইয়া তিনি অমরধামে গমন করেন। তাঁহার সঙ্গিনী উম্মে আয়মন (অন্য নাম বরকত) নাম্নী একমাত্র পরিচারিকা এই নিঃসহায় এতীম বালককে মক্কায় লইয়া আসিয়া তাঁহার পিতামহ হজরত আবদুল মোত্তালেবের হস্তে সমর্পণ করেন।

বাল্যকাল ও যৌবন।

হজরত আবদুল মোত্তালেব মাতাপিতৃহীন পৌত্রটিকে সযত্নে লালন পালন করিয়াছিলেন। বালক মোহাম্মদ (দঃ) অষ্টমবর্ষে পদার্পণ করিলে আবার

* মদিনার প্রকৃত নাম ইয়স্রব্। কি প্রকারে ইহার মদিনা নাম হইল, তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

একটি দারুণ যাতনা তাঁহার কচি হৃদয়টিকে দলিত করে। এবার তাঁহার পৃথিবীর সহায়, পিতামহ হজরত আবদুল মোত্তালেবও 'এন্তেকাল' (পরলোক গমন) করিলেন। আবদুল মোত্তালেবের 'ওসিয়ৎ' (অন্তিমকালীন্ আদেশ বাক্য) অনুসারে তাঁহার পুত্র আবু তালেব এই নিঃসহায় ইস্লাম-রবির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন।

বাল্যবয়সে হজরত তাঁহার পিতৃব্য আবুতালেবের মেষ চরাইতেন। এই সময়ে তিনি মেষপাল মাঠে তাড়াইয়া দিয়া ধ্যানমগ্ন হইতেন। তাঁহার শিশুচিত্ত না জানি তখন কোন্ স্বর্গলোকের সন্ধানে নিযুক্ত থাকিত!

আবুতালেব বেশ সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। সিরিয়া, এয়ামেন্, প্রভৃতি স্থানের সহিত প্রায়ই তিনি তেজারতে লিপ্ত থাকিতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হজরত প্রায়ই তাঁহার পিতৃব্যের সহিত এই সব দেশে গিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করিতেন। এই প্রকারে বহু দিন কাটিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে হজরত, সাধুতা ও বাণিজ্যনিপুণতার জন্য মক্কার সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়া পড়িলেন। সেই সময়ে মক্কা নগরে কোরেশবংশীয়া পরমা রূপবতী ও বহু গুণালঙ্কৃতা এক বিধবা রমণী ছিলেন, তাঁহার নাম বিবি খোদায়জা। বিবি

খোদায়জা ধনাঢ্যা ছিলেন। তিনি হজরতের সাধুতা এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ে দক্ষতার বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং হজরতের বয়ঃক্রম যখন ২৫ বৎসর, সেই সময় তাঁহাকে নিজ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া বাণিজ্য উপলক্ষে একবার সিরিয়া প্রেরণ করেন। কথিত আছে তাঁহার এই বাণিজ্যাভিযান বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছিল। হজরত অসাধারণ রূপের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার রূপ, গুণ, ধর্ম্মভাব ও কর্ম্মকুশলতা বিবি খোদায়জার গুণগ্রাহী হৃদয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করিল,—তিনি হজরতের করপ্রার্থিনী হইলেন। যথাকালে সেই দেশের রীতি অনুসারে শুভ 'নেকাহ' (উদ্বাহ) সম্পন্ন হইল* এবং তাঁহারা পরম দাম্পত্যসুখ-শান্তিতে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

পরিণয়।
৫৯৫ খ্রীঃ।

বিবি খোদায়জাকে হজরত অত্যন্ত ভালবাসিতেন; তাঁহার জীবদ্দশায় হজরত অন্য কোনও দারপরিগ্রহ করেন নাই, এবং আজীবন হজরত, বিবি খোদায়জার প্রগাঢ় প্রণয় হৃদয়ে

* বিবাহকালে তাঁহার পূর্ব্ব স্বামীর ঔরসজাত দুই পুত্র ও এক কন্যা বিদ্যমান ছিল। আল্লামা শিব্‌লি লিখিয়াছেন যে পাঁচশত স্বর্ণ দেরহম মোহ্‌রানা ধার্য্যে হজরতের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল।

পোষণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বিবি আয়শাকে হজরত একদা বলিয়াছিলেন যে, "আমি যখন দরিদ্র ছিলাম, ধনশালিনী খোদায়জা আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিল, আমার নবুওতে খোদায়জাই প্রথমে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল। তাহার তুলনা নাই।" রাজনৈতিক কারণে হজরত পরে আরও কয়েকটি বিবাহ করেন বটে, কিন্তু তিনি কখনও বহুবিবাহ প্রথার সমর্থন করিতেন না। কোরাণ পাকের অনুজ্ঞাতেও বহুবিবাহ প্রথা প্রকারান্তরে নিষিদ্ধ প্রতীয়মান হয়।

'উম্মেহাতুল মোমেনীন'* মধ্যে বিবি আয়শার পরিণয় বিষয় স্থানান্তরে উল্লিখিত হইবে।

* বিশ্বাসীদের (মুসলমানগণের) মাতাগণ অর্থাৎ হজরতের স্ত্রীবৃন্দ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নবুওৎ ও এস্‌লাম

হে মোহাম্মদ তুমি মানবগণকে সেই দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দাও, যে দিন মরিয়মের পুত্র ঈসা, এস্‌রাইলের অনুগামীজনকে সম্বোধন করিঁয়া কহিয়াছিল 'হে বনি এস্‌রাইল, আমি আল্লাহ্‌তালা কর্ত্তৃক তোমাদের কাছে প্রেরিত হইয়াছি এবং এই তওরাত গ্রন্থে যে সকল অনুজ্ঞাবাণী আমার পূর্ব্বে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার সত্যতার সাক্ষ্য দিতেছি ও আরও একজন নবীর আগমনের সুসংবাদ প্রদান করিতেছি যিনি আমার পরে অভ্যুদয় হইবেন এবং যাঁহার নাম 'আহ্‌মদ' হইবে।'

(কোরাণ পাক—সুরা আস্‌সফ্‌)

I will raise up a prophet from among their brethren like unto thee, and will put my words into his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him.

(Deut. XVIII—18.)

Nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away; that if I depart, I will send him unto you. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment.

(John, XVI—7 and 8).

কোন বিশেষ মানব-সম্প্রদায় যখন পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায় সুপথ ছাড়িয়া বিপথে পতিত হয়, যখন তাহারা ঘোর

কুসংস্কার ও অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন হইয়া তাহাদের প্রকৃত সৃষ্টি-কর্ত্তাকে ভুলিয়া অলীক ও কাল্পনিক ঈশ্বরের উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন খোদাতালা সেই জাতির উদ্ধার ও মুক্তির জন্য সেই জাতির মধ্য হইতেই বিশেষ কোন এক পুণ্যাত্মাকে 'নবী' (প্রবর্ত্তক) বা রসুল (প্রেরিত পুরুষ) নির্ব্বাচন করতঃ সেই ভ্রমান্ধগণকে সৎপথ দেখাইবার জন্য উক্ত 'নবী'র প্রতি আদেশসমূহ প্রেরণ করেন। কালের পর কাল চলিয়া যায়, মানব-সম্প্রদায় ভূতপূর্ব্ব নবীগণের হিতো-পদেশ ভুলিয়া গিয়া তাহাদের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভুর সহিত বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয় এবং ধর্ম্মসাম্রাজ্যে কল্পনার অদ্ভুৎ ঈশ্বররাজি প্রতিষ্ঠিত করে। 'তখন খোদায়ে পাক' আবার এই ভ্রান্তসম্প্রদায়কে একত্ব, সুনীতি ও সভ্যতা, শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত একজন নবীকে প্রেরণ করতঃ তাঁহার আদেশপূর্ণ একটি ধর্ম্মগ্রন্থ অবতীর্ণ করেন। ইহারই অর্থ 'নবুওৎ'। এই প্রকারে আমরা পৃথিবীর ইতিহাসে হজরত নূহ হজরত এব্রাহীম, হজরত মুসা, হজরত দাউদ ও হজরত ঈসা প্রভৃতি নবীগণের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের হিতার্থে তৌরাত, জবুর ও ইঞ্জিল নামক ধর্ম্মগ্রন্থাবলীসহ অভ্যুদয় দেখিতে পাই।

এমনি করিয়া যুগের পর যুগ কাটিয়া গেল, ভূতপূর্ব্ব

নবিগণের হিতোপদেশ কালের গর্ভে বিলীন হইল, পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতি আবার কুসংস্কার ও কুনীতির ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইল, তখন 'খোদায়ে বে নেয়াজ' সমগ্র মানব জগতের মুক্তি ও শান্তি কামনা করিয়া তাহাদিগকে 'ওহ-দানিয়ৎ' (একেশ্বরবাদ), সুনীতি ও সভ্যতার জ্যোতির্ম্ময় আলোকে আনিতে ইচ্ছা করতঃ হজরত 'সরওয়ারে কায়েনাত জনাব আহ্মদ মোজ্তবা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হেস্সাল্লাম'কে প্রেরণ করিলেন। পয়গম্বর সাহেবের পূর্ব্ববর্ত্তী নবিগণের প্রতি অবতীর্ণ ধর্ম্মগ্রন্থের বিধানসমূহ বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের ও বিশেষ বিশেষ দেশের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল বলিয়া তাহা সমগ্র মানবজাতির ক্রমোন্নতির সহায় স্বরূপ হইতে অসমর্থ হইয়া পড়িল। তখন খোদা-তালা তাঁহার এই নির্ব্বাচিত মহাপুরুষের প্রতি কোরাণ পাক*অবতীর্ণ করিলেন। পূর্ব্ব ধর্ম্মগ্রন্থসমূহে যে অসম্পূর্ণতা ছিল কোরাণ পাকে তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং ইহাই সর্ব্ব জাতি ও সর্ব্বকালগ্রাহ্য একমাত্র তুলনাহীন মহাগ্রন্থ। খোদাতালা এই মহাগ্রন্থের বিধানানুযায়ী ধর্ম্ম মানবজগতে

* কোরাণ মজিদের স্থানে স্থানে এই পবিত্র গ্রন্থকে 'ফোরকান' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

ঘোষণা করিতে হজরতকে আদেশ করিলেন। এবং এই বিঘোষিত ধর্ম্মই পবিত্র ইস্‌লাম* নামে খ্যাত হইল।

এই অপূর্ব্ব গ্রন্থে আধ্যাত্মিক, ঐহিক, পারত্রিক, রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক বিষয়ের সারতত্ত্বাবলী একাধারে সন্নিবিষ্ট আছে। ইহাতে ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়, পুণ্যের পুরস্কার, পাপের দণ্ড, মানবজাতির কর্ত্তব্য, সুনীতি ও সভ্যতার যাবতীয় নিয়মাবলী উজ্জ্বল দৃষ্টান্তদ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিতে করিতে এক ও অদ্বিতীয় খোদাতালার অসংখ্য অনুগ্রহরাশি মনে উদয় হইয়া হৃদয় ভক্তি শ্রদ্ধায় উদ্বেলিত হইয়া পড়ে, মানবজীবনের অসারতা স্মরণ করিয়া হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে! ইহাতে পাপের ভীষণ পরিণাম পাঠে শরীর রোমাঞ্চিত হয়; আবার পুণ্যের প্রতিদান পাঠে অন্তর প্রফুল্ল হইয়া উঠে। ইঁহার নিঃস্বার্থ হিতোপদেশগুলি হৃদয়ঙ্গম করিলে অন্তরাত্মা বিশুদ্ধ হইয়া হৃদয়ে শান্তি ও প্রসন্নতা উৎপাদন করে। ইহা পাঠে অন্তরে এক অভিনব ভাবের উদ্রেক হয় এবং অনেক সময় অশ্রু সংবরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে! এই আশ্চর্য্য গ্রন্থের নিকট

* ইস্‌লাম অর্থ—নির্ম্মল শান্তি, অন্য অর্থ খোদাতালার ইচ্ছার নিকট শির অবনত করা।

পৃথিবীর যাবতীয় বিজ্ঞান, দর্শন ও নীতি প্রভৃতি সম্পর্কীয় গ্রন্থ নিচয় পরাজিত।

بهار عالم حسنش دل وجان تازه ميدارد
برنگ اصحاب صورت رابيوارباب معنى را

হজ্‌রত অতি অল্প বয়স হইতেই এ নশ্বর পৃথিবীর যাবতীয় অসার আমোদ হইতে দূরে থাকিয়া নির্জ্জনে বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া খোদাতালার 'নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ' ধ্যান করিতেন। তিনি সমাজের অধঃপতনের অবস্থা দেখিয়া সদাই বিমর্ষ থাকিতেন। হজরত অহর্নিশ ইহাই ভাবিতেন যে, এ পৃথিবী কর্ম্মক্ষেত্র—অলসতায় ও অযত্নে ক্ষণস্থায়ী জীবনের অপচয় করা মানবের কর্ত্তব্য নহে। আমি কে? কেন এ পৃথিবীতে আসিয়াছি? আমাকে এখানে কি করিতে হইবে? আবার আমাকে পুনঃ কাহার কাছেই বা ফিরিয়া যাইয়া আমার কার্য্য-কলাপের বিবরণী প্রদান করিতে হইবে?'—এই সব ভাবিয়া হজ্‌রত অধীর হইতেন এবং তাঁহার গণ্ডদ্বয় বাহিয়া অবিরল অশ্রুধারা ছুটিত।

নবুওৎ। ৮ রবিউল আউওল। ৬১০ খ্রীঃ

মক্কা হইতে তিন মাইল ব্যবধানে 'হেরা' নামক একটি ক্ষুদ্র গিরিগুহায় গমন পূর্ব্বক হজ্‌রত প্রায়ই পারমার্থিক চিন্তায় নিমগ্ন হইতেন। তাঁহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই

তাঁহাতে খোদাতালার অনুরাগ প্রবলতর হইতে লাগিল। তাঁহার দিব্য চক্ষে সর্ব্বত্রই যেন তিনি খোদাতালার পবিত্র জ্যোতিঃ প্রতিফলিত দেখিতে লাগিলেন। হেরাগুহার গমনারম্ভের ৬মাস পর যখন হজ্‌রতের বয়ঃক্রম ৪০ বৎসর* তখন ঐ গুহায় একদিন পয়গম্বর সাহেব 'আল্লাহতালার' আরাধনায় নিমজ্জিত ছিলেন। সে দিন ৮ রবিউল আউওল্ সোমবার, নিশার ত্রিযাম অতীতপ্রায়, প্রকৃতি নীরব, নিস্তব্ধ! এমন সময় সেই নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া অকস্মাৎ একটি ধ্বনি তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করিল। তিনি চকিতে চাহিলেন, এ শব্দ কিসের, কোথা হইতে আসিল, ইহা ভাবিতে লাগিলেন। তখন আবার দিঙ্‌মণ্ডল ধ্বনিত করিয়া সেই শব্দ স্পষ্টতর-রূপে তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। হজ্‌রত কান পাতিয়া শুনিলেন কে বলিতেছে—"উঠ! বল!" প্রভু মোহাম্মদ ভীতিবিহ্বল-হৃদয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "আমি কি কহিব?" আবার রজনীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া উত্তর হইল—"বল! তোমার সর্ব্বশক্তিমান প্রভুর নাম উচ্চারণ করিয়া বল......†"। তৎপর হজ্‌রত কম্পিত

* কেহ কেহ বলেন ৪৩ বৎসর।

† কোরাণ পাক, সুরা "আলক"। এ সম্বন্ধে আলেমগণের মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, পয়গম্বর সাহেবের উপর সর্ব্বপ্রথম সুরা "ফাতেহা" অবতীর্ণ হয়।

কলেবরে গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গৃহে ফিরিতে ফিরিতে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন এবং গৃহে পৌঁছিয়া আপাদ মস্তক আচ্ছাদন করতঃ শয়ন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে একটু সুস্থির হইয়া বিবি খোদায়জার নিকট সমুদয় বিবৃত করিয়া কহিলেন, "আমি কোন সমূহ বিপদের আশঙ্কায় ভীত হইয়াছি।" বিবি খোদায়জা তাঁহাকে সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, "প্রভো! কেন আপনি অযথা ভীত হইতেছেন? আপনি ত বিপন্ন ও নিঃসহায়ের বন্ধু, দীন দুঃখীর সহায়, এতীম (পিতৃহীন শিশুদের) প্রতিপালক, অনাথার সাহায্যকারক, আত্মীয় স্বজন প্রতি স্নেহবান। এহেন পুণ্যাত্মার সৎকার্য্যসমূহ পরম করুণাময় খোদাতালা কখনই নিষ্ফল করিবেন না। তিনি পরম দয়াময়! তিনি আপনার হিত বৈ অনিষ্ট করিবেন না। খোদাতালা নিশ্চয়ই আপনার দ্বারা নষ্ট জাতিসমূহের উদ্ধারসাধন ইচ্ছা করিয়াছেন।" তখন বিবি খোদায়জা হজ্‌রতকে সঙ্গে নিয়া স্বীয় পিতৃব্যতনয় ওয়ারকার নিকট গমন করিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। তৌরাত ও ইঞ্জিল শাস্ত্রে ওয়ারকা বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি ঐ সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থে একজন মহান্ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক—'নবীর'—আগমন বিষয় পূর্ব্ব হইতেই অবগত

ছিলেন। এই ঘটনা শ্রবণে তিনি পুলকিত হইয়া কহিলেন, "ইনি নিশ্চয়ই সেই মহাপুরুষ যাঁহার আগমনবার্ত্তা তৌরাত ও ইঞ্জিলে উল্লেখ আছে। ইহার পর বিবি খোদায়জা সর্ব্ব-প্রথমে 'কলেমা তৈয়ব'* পাঠ করিয়া রসুলে খোদার উপর ঈমান (বিশ্বাস) আনিলেন। তৎপর ক্রমান্বয়ে হজ্‌রত আলী,‡ আব্দুল্লাহ বেন্ আবু কোহাফা (হজ্‌রত আবুবকর), যয়েদ বেন্ হারেস, ওস্‌মান্ বেন্ আফান, ও সাদ্ বেন্ ওক্কাস প্রভৃতি ঈমান আনয়ন করেন!

এই ঘটনার পরও রসুলে খোদা প্রায়ই নিশীথে হেরা গুহায় যাইয়া নামাজ ও 'মোরাকেবায়' (খোদাতালার ধ্যানে) নিযুক্ত থাকিতেন। এবং সময় সময় হজ্‌রত জিব্রাইল (খোদাতালার বার্ত্তাবহ প্রধান ফেরেস্তা) খোদাতালার আদেশে হজ্‌রতের প্রতি কোরাণ পাকের ভিন্ন ভিন্ন 'আয়েত' (শ্লোক) 'নাযেল' করিয়া যাইতেন। কেবল হেরাগুহাতেই হজ্‌রতের প্রতি 'এল্‌হাম' (প্রত্যাদেশ) হয় নাই। শয়নে, স্বপনে, আহারে

ঙঞ্জিলে কোরাণ।

* "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মদর্ রাসুলোল্লাহ"—অর্থাৎ খোদা এক ও অদ্বিতীয় এবং মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহারই প্রেরিত।

‡ হজরত আলীর বয়স তখন ১৩ বৎসর ছিল।

বিহারে, শান্তি ও সমরে যখন যে অবস্থায় খোদাতালা প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন, অবস্থা ও প্রয়োজনানুযায়ী তখনই হজ্‌রতের উপর কোরাণ পাকের ভিন্ন ভিন্ন অংশ নাযেল করিয়াছেন। এই সমস্ত অংশ রেসালাৎ মাবের পবিত্র মুখনিঃসৃত হওয়া মাত্রই আস্‌হাববৃন্দ (সঙ্গীগণ) মুখস্থ করিয়া রাখিতেন, কেহ কেহ প্রস্তরফলকে বা ছাগমেষাদির চর্ম্মখণ্ডেও লিখিয়া লইতেন। এই সমস্ত অংশের সমষ্টি পরে হজ্‌রত ওস্‌মান 'যুন্নুরয়নের' খেলাফতে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া বর্ত্তমান 'কোরাণ মজিদে' পরিণত হইয়াছে।

এস্‌লাম প্রচার।

নবুওতের পর হইতে তিন বৎসরকাল পর্য্যন্ত পয়গম্বর সাহেব গোপনে গোপনে এস্‌লাম প্রচার করিয়া কোরেশী-গণকে পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার হইতে দূরে রাখিতে ও একমাত্র নিরাকার 'ওয়াহ-দহু লা শরিকের' (এক ও অদ্বিতীয় শরিকশূন্য) উপাসনায় রত করাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরে হজ্‌রত 'আবুবকর সিদ্দিকের' সাহায্যে আরও কয়েকটি প্রধান ব্যক্তিকে (তন্মধ্যে হজ্‌রত ওস্‌মান যুন্নুরয়েন একজন ছিলেন) পবিত্র এস্‌লামে দীক্ষিত করিলেন। প্রথম তিন বৎসরকাল মধ্যে তিনি মাত্র ৩০ জনকে এস্‌লামে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হন।

কিন্তু তিনি ইস্‌লাম প্রচারে যতই চেষ্টা করিতে লাগিলেন কোরেশীগণ ততই তাঁহার সহিত শত্রুতা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এমন কি পরিণামে তাহারা তাঁহার রক্তপিপাসু হইয়া উঠিল। এই তিন বৎসর পর খোদাতালা প্রকাশ্যে ইস্‌লাম প্রচারের জন্য হজ্‌রত 'রেসালাৎ মাব'কে 'এল্‌হাম' করেন।*

বাল্যকাল হইতে পয়গম্বর সাহেব সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার সত্যবাদিতা ও কর্ত্তব্য পরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া মক্কার আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু যখন তিনি প্রকাশ্যে তাহাদের মিথ্যা ধর্ম্ম ও অন্যায় দেশাচার এবং নীতি ও সভ্যতা বিরহিত কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে দোষারোপ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন হইতে হজ্‌রত তাহাদের চক্ষুশূল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সত্যপ্রচারই যাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র, তিনি অন্যের ভ্রূকুটিভঙ্গিতে কখনও কর্ত্তব্য পথভ্রষ্ট হন না। তাই একদিন হজ্‌রত 'সাফা' শৈলে আরোহণ করিয়া মক্কার অধিবাসীবৃন্দকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। সেই আহ্বানে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে গিরিমূলে আসিয়া সমবেত হইল। তাহারা ভাবিল হয়ত কোনও সামাজিক ব্যাপার উপস্থিত, যাহার মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। তখন

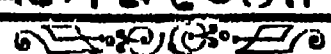
* কোরাণ পাক, সুরা 'আল মোদাস্‌সের' দেখ।

হজ্‌রত তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মানবগণ! যদি আমি তোমাদিগকে বলি যে, এই পর্ব্বতান্তরাল হইতে এক বিশাল শত্রু অকস্মাৎ তোমাদিগকে আক্রমণ করিয়া সংহার করিতে উদ্যত, তবে কি তোমরা ইহা প্রত্যয় করিবে?" সকলে একবাক্যে উত্তর করিল, "হাঁ, নিশ্চয়ই। মোহাম্মদ (দঃ)! তুমি পরম সত্যনিষ্ঠ। আজ পর্য্যন্ত আমরা তোমার কোনও মিথ্যা আচরণ দেখি নাই, তবে কেন তোমার উক্তি আমরা মিথ্যা বলিয়া সন্দেহ করিব?" হজরত কহিলেন, "তবে শ্রবণ কর, ভবিষ্যতে তোমাদের উপর এক বিষম বিপদ উপস্থিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। 'তৌহীদ' (একেশ্বরবাদ) অবলম্বন ব্যতীত তোমাদের সে বিপদ হইতে কিছুতেই নিস্তার নাই।" ইহা শুনিয়া সকলে হজ্‌রতকে মতিচ্ছন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করিল। 'আবুলহব' বলিয়া উঠিল, "তুমি নিপাত হও! এই জন্যই কি আমাদিগকে ডাকিয়াছিলে?"

ইহার পর হজের নিরূপিত কালে যখন যাত্রিগণ মক্কায় আসিত, তখন হজ্‌রত তাহাদিগকে পবিত্র ইস্‌লামে আহ্বান করিতেন। তাহাতে কেহ কেহ ইস্‌লামের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিয়া তাহাতে দীক্ষিতও হইতেন। কিন্তু আবুলহব

দূর হইতে তখন হজরতের প্রতি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে আহত করিত এবং হজরতকে যাদুকর ঐন্দ্রজালিক বা উন্মাদ বলিয়া আখ্যাত করিয়া যাত্রীগণকে তাঁহার প্রতি বিমুখ করিতে চেষ্টা করিত। হজরত তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইতেন না, তিনি স্থির ও সংযত মনে তাঁহার কর্ত্তব্য করিয়া যাইতেন। সে কালে প্রায়ই মক্কার রাজ-পথে এই সাম্য মূর্ত্তি মহাপুরুষকে দেখিবামাত্র বর্ব্বরগণ তাঁহার প্রতি পুরীষাদি আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিত এবং শিশ ও করতালি দিয়া তাঁহার পিছু ছুটিত। কেহ বা তাঁহাকে প্রস্তরাঘাতে রুধিরস্নাত করিয়া কৌতুক বশতঃ বিকট হাস্যে দিগন্ত কম্পিত করিত। কিন্তু সেই নরশ্রেষ্ঠ যে মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত, তাঁহার মুখে সেই একই মন্ত্র উচ্চারিত—"মানবগণ! এস এক ও অংশীহীন অনাদি অনন্ত পবিত্র আল্লাহ্-তালার উপাসনায় ও আদেশ পালনে রত হও, অনাচার ও দুষ্ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া সুনীতি ও সভ্যতা অবলম্বন কর।"

হজরত কেবল নিজে কোরেশ সম্প্রদায়ের দ্বারা অবমানিত ও লাঞ্ছিত হন নাই, যাঁহারা ঈমান (খোদা-তালায় বিশ্বাস) আনিয়াছিলেন তাঁহারাও কোরেশীদের



হাতে নানা-প্রকার পাশব অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন। সেই মহাত্মাদের মধ্যে এস্‌লামের সর্ব্বপ্রথম 'মোয়াজ্জেন' (আজান-দাতা অর্থাৎ যিনি উপাসনার্থে আহ্বান করেন) হজরত বেলাল একজন ছিলেন। হজরত বেলাল 'ওমাইয়া' নামক জনৈক ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন। এস্‌লামে দীক্ষিত হওয়ার অপরাধে তাঁহার প্রভু তাঁহাকে নগ্নপৃষ্ঠে বক্ষের উপর শিলাখণ্ড চাপাইয়া জ্বলন্ত বালুকাময় মরুভূমে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে ফেলিয়া রাখিত। এইরূপে কতক দিন পর্য্যন্ত যাতনায় ও কষ্টে ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে যখন তিনি মৃতপ্রায় হন, তখন হজরত আবুবকর সিদ্দিক তাঁহাকে প্রচুর মুদ্রা দ্বারা ক্রয় করিয়া মুক্ত করেন। কিন্তু ধন্য তাঁহার সহিষ্ণুতা ও সংযম! এত কষ্ট ও যাতনা সহ্য করিয়াও তিনি ঈমান ও কর্ত্তব্য হইতে এক তিল পরিমাণেও বিচলিত হন নাই।

হজরত বেলাল প্রতি নির্য্যাতন।

হজ্‌রত এয়াসের ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং হজ্‌রত এমার ও তাঁহার মাতা এস্‌লামে আস্থা স্থাপন করার অপরাধে এই নৃসংশ ধর্ম্মদ্রোহীগণের হস্তে শহীদ হন।

এই সময় শত্রুগণের অত্যাচারে ও যন্ত্রণায় প্রপীড়িত

হইয়া মক্কার 'মোমেনগণ' (যাঁহারা ঈমান আনিয়াছেন) মধ্যে ১৫ জন পুরুষ ও ৪ জন স্ত্রীলোক নবুওতের পঞ্চমবর্ষে হাব্‌সের (এবিসিনিয়া) নজাশী নামক রাজার দরবারে আশ্রয় লইলেন।* এই সঙ্গে হজ্‌রত ওস্‌মান যুন্নুরয়েন ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী হজ্‌রত রোকেয়া (পয়গম্বর সাহেবের দ্বিতীয়া কন্যা) তথায় হেজরত করেন। কোরেশীগণ পলাতকগণকে ধৃত করিয়া আনার জন্য উক্ত রাজদরবারে ওমরু বেন্‌ আল্‌ আস্‌কে বহু উপঢৌকনাদি সহ দূত স্বরূপ প্রেরণ করতঃ অনেক চেষ্টা করিল। কিন্তু উদারমতি রাজা আশ্রিতগণকে কিছুতেই শত্রুকবলে দিলেন না, পরন্তু তাঁহাদিগকে সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। নৃপতির আদেশক্রমে যখন মুসলমান ও কোরেশী দূতগণ তৎসমীপে উপস্থিত হইল, তখন কোরেশী দূতগণ দূর হইতে রাজাকে সাষ্টাঙ্গে 'সেজ্‌দা' (প্রণিপাত) করিল; কিন্তু আত্ম-

মোমেনগণের এবিসিনিয়ার হেজ্‌রত। ৬৫১ খৃঃ রজব, নবুওতের ৫ম বর্ষ।

* ইহার কয়েক মাস পর দ্বিতীয় বার আরও অনেক মুসলমান তথায় হেজ্‌রত করেন। ইহাদের মোট সংখ্যা ৮৩ জন পুরুষ ও ১৮ জন স্ত্রীলোক হইয়াছিল।

মর্য্যাদাশীল মুসলমানগণ নির্ভীকহৃদয়ে রাজাকে হস্তোত্তোলন করিয়া 'সালাম' (অভিবাদন) করিলেন। রাজা তখন মুসলমানগণকে এই দরবার-রীতি-বহির্ভূত ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সত্যধর্ম্মে বলীয়ান মুসলমানগণ উত্তর করিলেন "খোদাতালা ব্যতীত মানব-সমক্ষে মস্তক অবনত করা আমাদের এস্‌লাম-ধর্ম্মে নিষিদ্ধ।" এই উত্তরে মোসলেমগণের প্রতি ন্যায়দর্শী রাজা 'নজাশীর' ভক্তি ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইল।

ইহার পর কোরেশী দূতগণের নিকট রাজা সমস্ত অভিযোগ শ্রবণ করিলেন। তখন হজ্‌রত জাফর তাইয়ার রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে বাদশাহ ! আমরা মূর্খতা ও অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন ছিলাম, প্রস্তর ও কাষ্ঠপুত্তলিকার পূজা করিতাম, দিবা-রাত্র অপবিত্রতায় নিমজ্জিত থাকিতাম, মৃত জন্তু আমাদের আহার্য্য ছিল, পরদুঃখ-কাতরতা, প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতি, অতিথিসৎকার প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। এমন সময় পরম কারুণিক আল্লাহ্‌-তালা আমাদের মধ্য হইতেই এক পুণ্যাত্মাকে আমাদের পথপ্রদর্শকরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া পাঠাইলেন। তিনি

শ্রেষ্ঠ কোরেশ কুলোদ্ভব এক পবিত্রাত্মা মহাপুরুষ। তিনি আমাদের আবাল্য পরিচিত বলিয়া তাঁহার অনুপম গুণ-রাশি আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়া আসিয়াছি। তিনি আমা-দিগকে এই শিক্ষা দেন যে আল্লাহ্ ব্যতীত দ্বিতীয় উপাস্য নাই। সত্যবাদিতা, অঙ্গীকারপালন, প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতি, ইন্দ্রিয়দমন, স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান, অনাথের সহায়তা প্রভৃতি চরিত্রের উন্নত আদর্শসমূহ যাহাতে আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় সেজন্য তিনি আমা-দিগকে সর্ব্বদা প্রবুদ্ধ করেন এবং যাবতীয় দুষ্ক্রিয়া হইতে দূরে থাকিতে উপদেশ দিয়া আমাদিগকে সৎপথে আনিতে চেষ্টা করেন। আমরা এই সমস্ত সদাচারের অনুশীলন করি বলিয়াই আজ সমাজ কর্ত্তৃক নিষ্পীড়িত ও বিতাড়িত হইয়া আশ্রয়ান্বেষণে আপনার দরবারে উপ-স্থিত হইয়াছি। রাজন! আমাদিগকে শত্রুকবলে সমর্পণ করিয়া সংহার করিবেন না ;—আমাদিগকে আশ্রয়দানে পুণ্য সঞ্চয় করুন।"

নজাশী খৃষ্টান ছিলেন, তিনি হজরত জাফর তাইয়ারের সুমধুর কণ্ঠ-নিঃসৃত কোরাণ পাকের সুরা 'মরিয়ম' শ্রবণে বিমোহিত হইলেন্ এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,

"মুসলমানগণ! তোমাদের ধর্ম্ম ও নবীকে ধন্য, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ (দঃ) সেই মহাপুরুষ যাঁহার প্রশংসা ও আগমনবার্ত্তা আমি ইঞ্জিলে পাঠ করিয়াছি।" কথিত আছে যে, নজাশী তখনই এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং কোরেশী দূতগণকে ভর্ৎসনা করিয়া দরবার হইতে তাড়াইয়া দেন।

মোমেনগণকে আপাততঃ বিদেশের আশ্রয়ে পাঠাইয়া হজরত স্থির ও অটল ভাবে নানা প্রকার যাতনা ও লাঞ্ছনা উপেক্ষা করতঃ নিজ কর্ত্তব্যে রত রহিলেন, এবং কোরেশীগণকে পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের তমোজাল হইতে 'ওহ্‌দানিয়ৎ' (একত্ব) ও সুনীতির জ্যোতির্ম্ময় আলোকে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উপহাস ও বিদ্রূপকারী সম্প্রদায়গণ হজরতকে বলিত, "মোহাম্মদ (দঃ)! যদি তুমি প্রকৃত প্রেরিতপুরুষ হইয়া থাক, তবে আমাদিগকে একটী অলৌকিক দৃশ্য দেখাও দেখি!" তখনই হজরতের উপর 'এল্‌হাম' (প্রত্যাদেশ) হইত ও তিনি উত্তর করিতেন, "খোদাতালা আমাকে অলৌকিক দৃশ্য দেখাইতে পৃথিবীতে পাঠান

কাফেরগণের অলৌকিক দৃশ্য দেখার ইচ্ছা।

নাই, তিনি আমাকে মানবের শিক্ষার জন্য পাঠাইয়াছেন মাত্র। সেই প্রভুই যাবতীয় প্রশংসার অধিকারী! আমি কি পয়গম্বর-স্বরূপ আসিয়া মানব-প্রকৃতির সীমা অতিক্রম করিয়াছি?" কখন বা বলিতেন, "তোমরা চারিদিকে চাহিয়া দেখ, এই আশ্চর্য্য পৃথিবী, ঐ চন্দ্র-সূর্য্য নক্ষত্ররাজি-বিভূষিত নীরব আবর্ত্তনশীল নীল নভো-মণ্ডল, এই শুষ্ক মৃত্তিকাকে পুনর্জ্জীবন দিতে বারিপাত, মানুষের প্রয়োজনীয় সামগ্রী পরিপূর্ণ সাগরবক্ষে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বাণিজ্যপোত, সুবর্ণফলবিলম্বিত রমণীয় বৃক্ষশ্রেণী, প্রকৃতির এই সব নিয়ম ও রীতি, ইহা কি কাষ্ঠ ও প্রস্তরনির্ম্মিত জড় পুত্তলিকার কার্য্য?" আবার কখনও বা কহিতেন, "হায়, নির্ব্বোধ! তোমরা আর কি অলৌকিক চিহ্ন দেখিতে চাও! সমস্ত সৃষ্টিই ত তাঁহারই চিহ্নে পরিপূর্ণ! কি আশ্চর্য্য কৌশলবিনির্ম্মিত তোমার দেহ, কি সুঠাম ও সুগঠিত তোমার শরীর! রাত্রি দিবার পরিবর্ত্তন, জীবন ও মৃত্যুর নিয়ম, তোমার শয়ন ও জাগরণ—খোদাতালার অশেষ অনুগ্রহরাশি হইতে হিত সঞ্চয় করিবার জন্য তোমাতে প্রবল আকাঙ্ক্ষা, তোমার সৃষ্টিকর্ত্তার কৃপাজ্ঞাপক ঊর্দ্ধে ঐ বাত্যাতাড়িত জলদরাশি,

প্রকৃতির বহুল বিভিন্নতা মধ্যেও এক বিচিত্র সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা, ভিন্ন ভিন্ন জাতির মানববৃন্দের মধ্যেও এক সুন্দর সামঞ্জস্যতা, ফল ও ফুল……এই সমস্ত কি কোন প্রবল শক্তির আয়ত্তাধীন নহে ?”

হজরত হামজার ঈমান আনয়ন। নবুওতের ষষ্ঠ বর্ষ।

আবুজেহেল * হজ্‌রতের ঘোর শত্রু ছিল ; সে এক দিন হজরতকে পশ্চাদ্দিক হইতে নির্দ্দয়রূপে আক্রমণ করিয়া আহত করিল। এই সংবাদ হজরতের পিতৃব্য হজরত হামজার কর্ণগোচর হইলে তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া আবুজেহেলকে যথোচিত প্রতিশোধ দিয়া পয়গম্বর সাহেবকে আসিয়া কহিলেন, “মোহাম্মদ (দঃ) ! তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমি তোমার শত্রুর মস্তক চূর্ণ করিয়াছি ; কেমন, এখন সন্তুষ্ট হইলে ত ?” হজরত উত্তর করিলেন, “পিতৃব্য ! আমি এ সংবাদে কিরূপে সন্তুষ্ট হইব ? আমার সন্তুষ্টি ত আপনি মোমেন হইয়া সৎপথ অবলম্বন করার উপর নির্ভর করে।” হজরত হামজা কহিলেন, “আমিও আজ সেই অভিপ্রায়েই

* ইঁহার প্রকৃত নাম ওমর্ বেন্ হেশাম। মূর্খ ও অসভ্য হওয়া হেতু ‘আবু জেহেল্’ (মূর্খতার পিতা) নামে অভিহিত হইয়াছে।

আসিয়াছি।” ইহা শ্রবণে পয়গম্বর সাহেব উৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং পিতৃব্যের শিরশ্চুম্বন পূর্ব্বক তাঁহাকে পবিত্র এস্‌লামে দীক্ষিত করিলেন।

এস্‌লামের দ্বিতীয় খলিফা, প্রবল পরাক্রমশালী হজরত ওম্‌র্ বেন্ খাত্তাব, এই সময়ে পয়গম্বর সাহেবের এক প্রবল শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। হজরত তাঁহার

হজরত ওমরের ইমান আনয়ন। নবুওতের ষষ্ঠ বর্ষ।

পীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়া সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তালার নিকট প্রার্থনা করিলেন, “হে রব্বেল আলামীন! (নিখিলব্রহ্মাণ্ডের প্রভু) দীন্ এস্‌লামকে দৃঢ় কর এবং ওমরকে সুমতি দাও।” তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইল!

নবুওতের ষষ্ঠ বর্ষে একদা হজরত ওমর নিষ্কোষিত অসি-হস্তে হজরতের হত্যা মানসে তাঁহার গৃহাভিমুখে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার ভগ্নী ফাতেমা ও ভগ্নীপতি সয়ীদ পবিত্র এস্‌লামে ভক্তি স্থাপন করিয়াছেন। এতচ্ছ্রবণে হজরত ওমর রোষাক্রান্ত হইয়া সহোদরার গৃহে গমন করিলেন। তথায় গিয়া দেখেন দ্বার রুদ্ধ, কিন্তু ভিতর হইতে কিছু পাঠের শব্দ আসিতেছে। তিনি ডাকিলেন, তাঁহার ভগিনী ত্বরিতে

কোরাণ পাকে সুরা 'তা—হা' লিখিত একখানি চর্ম্মখণ্ড লুক্কায়িত করিয়া দ্বার উদঘাটন করিলেন। হজরত ওমর গৃহে প্রবেশ করিয়াই ভগিনীকে এস্‌লাম গ্রহণ করাতে অত্যন্ত তিরস্কার ও নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন সেই ধর্ম্মশীলা রমণী রুধিরাক্ত কলেবরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ভাই! তুমি আমার প্রাণ নাশ করিলেও আমি সত্য পথ হইতে কিছুতেই বিমুখ হইব না।" হজরত ওমর ভগিনীর এবম্বিধ অবস্থা দেখিয়া আত্মসংবরণ করিলেন এবং নিজের নিষ্ঠুর আচরণের জন্য বিশেষ অনুতপ্ত হইয়া বলিলেন, "বেশ, তুমি যাহা পড়িতে-ছিলে, তাহা আমাকে দেখাও দেখি।" হজরত ফাতেমা তখন সেই চর্ম্মখণ্ড তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন, হজরত ওমর ফারুক তাহা মনে মনে পাঠ করিয়া ভক্তি-বিগলিত হইলেন এবং তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল। অতঃপর তিনি তথা হইতে সেই উন্মুক্ত তরবারি হস্তে বাহির হইয়া যে স্থানে জনাব পয়গম্বর সাহেব সাহাবাগণ (সহচরগণ) সমভিব্যাহারে রুদ্ধ-কক্ষে সমাসীন ছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া দ্বারে করাঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

হজরত ওমরের কর্কশ স্বর শ্রবণে সাহাবাগণ দ্বার উদ্‌ঘাটনে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; কিন্তু পয়গম্বর সাহেব আদেশ করিলেন, "তোমাদের ভয় নাই, দ্বার খুলিয়া দাও।" হজরত হাম্‌জা তখন দ্বার খুলিয়া দিলেন। হজ্‌রত 'রসুলে করিম' জিজ্ঞাসিলেন, "কিহে খাত্তাব-তনয়! কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছ?" জনাব 'ফারুকে আজম' তখন খোদা-তালার ভয়ে কাঁপিতেছিলেন, তিনি হজরতের নিকট সমস্ত অবস্থা নিবেদন করিয়া 'কালেমা শাহাদৎ' * পাঠ করতঃ এস্‌লাম গ্রহণ করিলেন,—মুসলমানগণ হর্ষোল্লাসে 'তক্‌বীর' (আল্লাহ আকবর—আল্লা মহান্‌) উচ্চারণ করিলেন। নমাজের সময় আগত প্রায় দেখিয়া হজরত ওমর নিবেদন করিলেন, "হে রসুলোল্লাহ! কাফেরগণ (ধর্ম্মদ্রোহীগণ) নিজ নিজ কল্পিত উপাস্যের প্রকাশ্যে পূজা করে, আমরাও কেন

* "আশ্‌হাদো আন্‌ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়াহ্‌দহু লা শরিকা লহু ওয়া আশ্‌হাদোআন্না মোহাম্মদন্‌ আব্দহু ওয়া রসুলুহু"—আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোনও উপাস্য নাই, তিনি এক ও শরিকশূন্য এবং আমি পুনঃ সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ তাঁহারই প্রেরিত ও আজ্ঞাবহ।

আমাদের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তার প্রকাশ্যে উপাসনা করি না ?”
পয়গম্বর সাহেব এ প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া তখনই চল্লিশ জন সাহাবাসহ প্রকাশ্যে নমাজ পড়িবার জন্য কাবা-গৃহে গমন করিলেন। কোরেশী কাফেরগণ জনাব পয়গম্বর সাহেবের ছিন্নমুণ্ড হজরত ওমরের হস্তে দেখিবে আশায় মহোল্লাসে কাবাগৃহে অপেক্ষা করিতেছিল, তৎপরিবর্ত্তে হজরত ওমরকে জনাব রেসালাৎমাবের সঙ্গে নামাজ পড়িবার জন্য ‘হের্‌ম্‌ শরিফে’ (কাবাগৃহে) আসিতে দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িল।

হজরত হাম্‌জা ও হজরত ওমরের ন্যায় এত বড় শক্তিশালী কোরেশী বীরদ্বয়কে হস্তস্খলিত হইতে দেখিয়া কাফেরগণ হতাশ হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু তাহাদের বিদ্বেষানল শততেজে জ্বলিয়া উঠিল। ইতিমধ্যে এবিসিনিয়া হইতে মুসলমান পক্ষের দূত বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কোরেশীয় কাফেরগণের রোষের আগুন ইহাতে আরও জ্বলিয়া উঠিল এবং তাহাদিগকে এস্‌লামের সর্ব্বনাশ সাধনে বদ্ধপরিকর করিল।

পৌত্তলিকতার মূল উৎপাটনের চেষ্টা হইতে হজরতকে নিবৃত্ত রাখার উদ্দেশ্যে কাফেরগণ তাঁহাকে

ওৎবা বেন রবিয়ার হজরতকে প্রলোভন।

নানা প্রকার সাংসারিক প্রলোভন দ্বারা বশীভূত করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিতে লাগিল। একদা ওৎবা বেন্ রবিয়া নামক মক্কার জনৈক প্রবীণ সর্দ্দার হজরত সমীপে আসিয়া কহিল, "মোহাম্মদ (দঃ)! তুমি কোন্ অভাবের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের জাতীয় ধর্ম্মের বিনাশ ও আমাদের পরস্পরের বিরোধ সংস্থাপনে সচেষ্ট—যদি ধন রত্নাদির অভিলাষী হও, তবে আমরা তোমাকে অচিরেই অগাধ ধন-রত্নের অধীশ্বর করিব। যদি মর্য্যাদা ও সম্মানের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে আমরা সমগ্র সম্প্রদায় তোমাকে শিরোভূষণ করিয়া তোমার আজ্ঞাবহ হইব। যদি রাজ্যৈশ্বর্য্যে তোমার সাধ থাকে, তবে আমরা তোমাকে নৃপতি রূপে বরণ করিয়া তোমারই আদেশে শির নত করিব। আর যদি তোমার মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটিয়া থাকে তবে বল, এই বিস্তৃত আরব দেশে এমন ভিষকপ্রবর কে আছে যাহাকে তোমার কুশল কামনায় তোমার চরণপ্রান্তে লুটাইয়া না দিতে পারি।" হজ্‌রত নীরবে এই প্রলোভন বাক্য

শ্রবণ করিলেন এবং প্রত্যুত্তরে কোরাণ পাকের সুরা "হা—মিম সেজ্‌দাহ্‌" হইতে কয়েকটী আয়েত পাঠ করিলেন।

হজরত আবুতালেবের উপদেশ ও বনু হাশেমকে আশ্রয় দান। নবুওতের সপ্তমবর্ষের আরম্ভ ও নবম বর্ষের শেষ। ৬১৬ হইতে ৬১৯ খ্রীঃ।

কাফেরগণের অহর্নিশ প্ররোচনায় স্থির থাকিতে না পারিয়া, একদা হজরত আবুতালেব হজরত মোহাম্মদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য হইতে তাঁহাকে ফিরাইতে প্রয়াস পাইলেন। হজ্‌রত বলিলেন, 'তাতঃ! যদি তাহারা আমার দক্ষিণ হস্তে চন্দ্র ও বাম হস্তে সূর্য্য আনিয়া দেয়, তথাপি আমি আমার সৃষ্টিকর্ত্তার আদেশ ব্যতীত প্রাণান্তেও কর্ত্তব্য পথ বিচ্যুত হইব না।" আবুতালেব, ভ্রাতুষ্পুত্রের ঈদৃশ দৃঢ়সঙ্কল্পতা দেখিয়া স্নেহ বচনে কহিলেন, "মোহাম্মদ (দঃ)! শত্রুগণ যাহাই করুক না কেন, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আজীবন কিছুতেই তোমাকে পরিত্যাগ করিব না।" যত দিন হজরত আবুতালেব জীবিত ছিলেন, এই পরম স্নেহাস্পদ ভ্রাতুষ্পুত্রের সাহায্য ও সহানুভূতি করিতে তিনি

বিরত হন নাই। আবুতালেব কোরেশ সম্প্রদায় মধ্যে বিশেষ ক্ষমতাবান ও সম্মানিত ছিলেন। তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় হজরত অবিলম্বে কোরেশীয় প্রধান প্রধান ক্ষমতাশালী কয়েকটী লোককে হস্তগত করেন। যখন আবুতালেবের চেষ্টাতেও কাফেরগণ অকৃতকার্য্য হইল, তখন তাহারা হজ্‌রতের প্রাণনাশের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করিল। হজ্‌রত আবুতালেব এই অবস্থা দেখিয়া নবুওতের সপ্তম বর্ষের প্রারম্ভে পয়গম্বর সাহেবকে সমগ্র বনুহাশেম সহ, তাঁহার সুবিস্তৃত গৃহে লুক্কায়িত রাখিলেন। কোরেশীগণ তখন তাঁহাদের বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করিয়া তাঁহাদিগকে নানাপ্রকারে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। দুর্দ্দমনীয়দের যন্ত্রণায় মুসলমানদের গৃহবহির্গমন পর্য্যন্ত বন্ধ হইল। হাশেমীগণের এই অবরোধ অবস্থার কষ্ট ও যন্ত্রণা স্মরণ করিলেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে! এই অবস্থায় তিন বৎসর কাল অতিবাহিত হওয়ার পর অবশেষে হেশাম এবং যোবের নামক দুই জন ক্ষমতাপন্ন হৃদয়বান মোস্‌লেমের সাহায্যে ও চেষ্টায় নবুওতের নবম বর্ষের শেষে কাফেরগণের সহিত এক সন্ধি স্থাপিত হইয়া আবার মুসলমান এবং কাফেরগণ একত্রে মিলিত হইল।

ও মানবকর্ত্তৃক লাঞ্ছনার জন্য তোমারি কাছে অভিযোগ করিতেছি! তুমি দয়ার সাগর, তুমি আমা হেন নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা। প্রভো, তুমি কি আমাকে এমন এক অপরিচিতের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছ যে আমাকে দেখিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লয়? প্রভো! কোপান্বিত হইয়া এই ভৃত্যের প্রতি বিমুখ হইও না। তুমি যে পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট না হও, আমি তোমারি আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইব। কৃপাময়! আমাকে অহিত ও অনিষ্ট হইতে বাঁচাও। কৃপাময়! পুণ্যকার্য্যের শক্তিদান ত তোমারি হাতে ন্যস্ত।"

ইহার পরই হজরত মক্কায় ফিরিয়া আসিলেন এবং নূতন উদ্যমের সহিত আবার প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে, নবুওতের দশমবর্ষের শেষে, হজরত আবুবক্‌র সিদ্দিকের কন্যা উম্মেল মোমেনীন (মোমেনগণের মাতা) বিবি আয়শার সহিত হজরতের নেকাহ হয়। *

হজরতের বিবি আয়শার সহিত বিবাহ। নবুওতের ১০ম বর্ষের শেষ। ৬২০খ্রীঃ।

* ৭ বৎসর বয়সে হজরতের সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। হজরতের মৃত্যুর পর তিনি বহুকাল জীবিতা ছিলেন। ৫৮ হিজরীতে (৬৭৮ খ্রীঃ) তিনি ৬৭ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন।

স্বর্গের জ্যোতিঃ

নবুওতের একাদশবর্ষে পয়গম্বর সাহেব একদা 'মেনার' মেলা হইতে ফিরিতেছিলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন যে, আকাবা নামক গিরির উপরে ইয়সরবের আওস ও খযরজ সম্প্রদায়ের ৬ জন হজযাত্রী এক নির্জ্জন স্থানে দাঁড়াইয়া কি কথোপকথন্ করিতেছে। হজরত তাহাদের কাছে অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে এসলামে 'দাওৎ' (আহ্বান)। করিলেন। হজরতের প্রচার মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারা তখন এস্‌লাম গ্রহণ করিলেন।

ইয়স্‌রবীদের এস্‌লাম গ্রহণ। নবুওতের একাদশ বর্ষের শেষ ও দ্বাদশ বর্ষের প্রারম্ভ। ৬২১ খ্রীঃ।

পর বৎসর (নবুওতের দ্বাদশবর্ষে) ইয়স্‌রবের উপরোক্ত সম্প্রদায়ের আরও দ্বাদশটি লোক পূর্ব্বোক্ত স্থানে পয়গম্বর সাহেবের সম্মুখে গোপনে উপস্থিত হইয়া এস্‌লাম গ্রহণ করেন এবং এস্‌লামের সমৃদ্ধি সাধনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েন।

কথিত আছে যে, নবুওতের দ্বাদশবর্ষে একদা গভীর নিশীথে খোদাতালার আদেশক্রমে হজরত জিব্রাইল (খোদাতালার বার্ত্তাবহ প্রধান ফেরেস্তা) সকল সারতত্ত্ব

মেরাজ। নবুওতের দ্বাদশ মেরাজ ২৭ রজব। ৬২১ খ্রীঃ।

জ্ঞাতার্থে রসুলোল্লাহকে সপ্তম স্বর্গে লইয়া যান*
এবং তথায় খোদায়ে পাক তাঁহার নির্ব্বাচিত বন্ধুকে
জ্যোতির্ম্ময়রূপে দর্শন দিয়া কথোপকথন করেন।
এস্‌লামের ইতিহাসে ইহাই 'মেরাজ' বলিয়া কথিত,
এবং সমগ্র এস্‌লাম জগতে এই রাত্রির উপাসনা বিশেষ
পুণ্যজনক বলিয়া পরিগণিত। †

এদিকে মক্কাতে প্রত্যহই কাফেরগণের হস্তে পয়গম্বর
সাহেবের অলৌকিক ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরীক্ষা
হইতেছিল। মোস্‌লেমগণের প্রতি কাফেরগণের অত্যাচার
ও উৎপীড়ন, শোণিত-লোলুপ হিংস্র পশু প্রকৃতিকেও
অতিক্রম করিতে লাগিল। কিন্তু মোস্‌লেম-কুলগৌরব
পয়গম্বর সাহেব ইহাতে এক তিল পরিমাণও সাহস ও
সংযম হারাইলেন না। তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা খোদাতালার
প্রতি আত্মসমর্পণ করিয়া সকল যাতনা নিরবে সহ্য করিতে

* পয়গম্বর সাহেব সশরীরে 'মেরাজ' ভ্রমণ করিয়াছিলেন কি শুধু তাঁহার 'রুহ' (আত্মা) এ ভ্রমণ সমাধা করিয়াছে, সে বিষয় 'আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে; সুতরাং আমাদের সে সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কোরাণপাক সুরা 'মেরাজ' দেখ। মেরাজ অর্থ উত্থান।

† এই রাত্রি হইতে মুসলমানদের প্রতি সাময়িক 'নমাজ' ও 'রোজা' 'ফরজ' (অবশ্য পালনীয়) বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়।

লাগিলেন এবং এস্‌লামের জয় সুনিশ্চিত এই দৃঢ় বিশ্বাসে বলীয়ান হইয়া তাঁহার কর্ত্তব্য করিতে রহিলেন।

আকাবা গিরিপরি অঙ্গীকার। নবুওতের ত্রয়োদশ বর্ষ। ৬২২ খ্রীঃ।

পূর্ব্বোক্ত যে স্থানে ইয়স্‌রবের ছয় জন লোক পূর্ব্বে এস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথায় নবুওতের ত্রয়োদশ বর্ষে একদা অতি সংগোপনে আরও ৭২ জন ইয়স্‌রববাসী একত্রিত হইয়া হজরতের নিকট এস্‌লাম গ্রহণ করতঃ পয়গম্বর সাহেবকে প্রচার কল্পে ইয়স্‌রবে লইয়া যাইতে বিশেষ প্রয়াস পাইলেন, এবং তিনিও সুযোগমত তথায় যাইতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিলেন। অতঃপর হজ্‌রত তাঁহাদিগকে এস্‌লামে দৃঢ় থাকিতে এক কঠোর অঙ্গীকারে আবদ্ধ করাইয়া মক্কার কতিপয় মুসলমানকে এস্‌লাম প্রচার জন্য 'নকীব' (বার্ত্তাবহ) নিযুক্ত করতঃ তাঁহাদের সহিত ইয়স্‌রব প্রেরণ করিলেন। বিধর্ম্মী কোরেশের গুপ্তচরবর্গ এই ঘটনা তাহাদের নেতাদিগকে জানাইল। কোরেশীগণ যখন দেখিল যে মদিনাতেও এস্‌লামের আধিপত্য বিশেষ বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, তখন তাহারা এক সভা আহূত

করিয়া হজ্‌রতের জীবন সংহার করা স্থির করিল। হজরত এই সংবাদ পাইয়া কতিপয় মোমেনকে সমূহ বিপদাশঙ্কায় ইয়স্‌রবে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তদনুযায়ী হজ্‌রত ওমর ফারুক ২০ জন মুসলমানসহ মক্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইয়স্‌রব নগরীতে আশ্রয় লইলেন। পয়গম্বর সাহেব হজরত আবুবক্‌র ও হজরত আলী মোর্ত্তজাকেসহ মক্কাতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই অবস্থা দৃষ্টে কাফেরগণ পরম পুলকিত হইল; তাহারা ভাবিল, তাহাদের বধ্য তাহাদেরই আয়ত্তে রহিল। তখন একদিন কাফেরগণ মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি নিশাযোগে হজরতের হত্যা উদ্দেশ্যে তাঁহার শয়নকক্ষের চারিদিকে উন্মুক্ত কৃপাণহস্তে অলক্ষ্যে সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাহারা নিশ্চিন্ত ভাবিল যে, হজরত যখন নিশীথ উপাসনার্থে গাত্রোত্থান করিবেন, তখনই তাহারা তাঁহার শিরশ্ছেদ করিবে। কিন্তু খোদাতালা যাঁহার রক্ষক, ছার মানুষের সাধ্য কি তাঁহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে। জনাব রেসালাৎমাব এই ষড়যন্ত্র টের পাইয়া হজরত আলীকে কহিলেন, "কাফেরগণ আমার রক্তপিপাসু হইয়া রহিয়াছে,

তুমি আমার শয্যোপরি আপাদমস্তক আবৃত করিয়া শয়ন কর। খোদাতালা তোমাকে রক্ষা করিবেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।” এই বলিয়া পয়গম্বর সাহেব হজরত আলীর হস্তে অপরের গচ্ছিত সামগ্রীগুলি প্রদান করতঃ তাহা যথাস্থানে বুঝাইয়া দিবার আদেশ প্রদান করিলেন। হজরত আলীও হৃষ্টচিত্তে এই বিপদের সম্মুখীন হইতে সম্মত হইলেন। পয়গম্বর সাহেব তখন এক গুপ্তদ্বার দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। কাফেরগণ কক্ষের বাহিরে অপেক্ষা করিতে করিতে অধৈর্য্য হইয়া বলপূর্ব্বক কক্ষে প্রবেশ করতঃ যাহা দেখিল তাহাতে তাহারা অবাক হইয়া গেল! তাহারা পয়গম্বর সাহেবের গন্তব্য স্থান জানিবার জন্য হজরত আলীকে অনেক ভয় প্রদর্শন করিল, কিন্তু হজরত আলী কেবল মাত্র ইহাই বলিতে লাগিলেন যে, “একমাত্র আল্লাহ্‌তালাই তাঁহার প্রেরিত রসুলের গন্তব্যস্থান জ্ঞাত আছেন।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ



হেজ্‌রত * ও মদিনা

এই বিশাল আরবদেশ হইতে তোমার শক্রর চিহ্ন মাত্র বিলুপ্ত হইবে।

(কোরান পাক্ সুরা আল্ কওসর)।

And I will shake all nations, and the desire of all nations shall come, and I will fill this house with glory, said the Lord of the hosts. (Hag. II-7)

এদিকে পয়গম্বর সাহেব কক্ষ হইতে বাহির হইয়া হজরত আবুবকরের গৃহে উপস্থিত হইলেন। বিশ্বস্ত বন্ধু হজরত আবুবকর 'সিদ্দিক' নিজ আত্মীয় পরিবারকে শত্রুহস্তে ছাড়িয়া হজ্‌রতের সহচর হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। পরদিন সমস্ত দিন তথায় অবস্থান করিয়া নিশীথের অন্ধকারে জনাব রেসালাৎ মাব হজ্‌রত

* হেজ্‌রত অর্থ নিবাস পরিবর্ত্তনক্রমে অন্যত্র গমন।

আবুবকরসহ নিষ্ক্রান্ত হইয়া সূর নামক এক সঙ্কীর্ণ গিরিগহ্বরে লুকাইয়া রহিলেন।

সাধারণতঃ এই ঘটনা হইতেই হিজরী সনের আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া লোকের ধারণা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ফারুকের খেলাফতকালে এই ঘটনার পরবর্ত্তী প্রথম মহরম হইতে হিজরী সন প্রচলিত হয়।

হিজরী সন আরম্ভ।
১ম মহরম। ১৬ই জুলাই
৬২২ খ্রীঃ

হজরতকে গৃহে না পাইয়া কাফেরগণ মরিয়া হইয়া উঠিল। মক্কার প্রান্তে প্রান্তে তাঁহাকে ধৃত করার জন্য বহুমুদ্রা পুরস্কার বিঘোষিত হইল। হজরতের উদ্দেশ্যে নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে চারিদিকে অশ্বারোহিগণ ছুটিল এবং যে গিরিকন্দরে তিনি লুকাইয়া ছিলেন, তাহারই পার্শ্ব দিয়া তাহারা ছুটাছুটি করিতে লাগিল। হজরত আবুবকর এই অবস্থা দেখিয়া একটু অধীর হইয়া বলিলেন, "হজরত! এই বিপদ সময়ে আমরা মাত্র দু'জন!" হজরত বাধা দিয়া উত্তর করিলেন, "চিন্তা নাই, খোদাতালাও আমাদের সঙ্গে আছেন।" তাঁহারা তিন দিবারাত্র গহ্বরে অবস্থান করিলেন। সেই সময় হজরত আবুবকরের আস্‌মা

নাম্নী এক দুহিতা-রত্ন নৈশ অন্ধকারে লুক্কায়িত হইয়া তাঁহাদের খাদ্যসামগ্রী দিয়া যাইতেন। চতুর্থ দিবসে পয়গম্বর সাহেব, হজরত আবুবকর, তাঁহার পুত্র আব্দুল্লা ও ভৃত্য আমের সহ ইয়স্‌রব যাত্রা করিলেন। হজরতের অনুসন্ধানকারী জনৈক অশ্বারোহী শত্রু তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল এবং যে মুহূর্ত্তে সে হজরতকে আক্রমণ করিবে, ঠিক সেই সময়ে তাহার অশ্বের পদস্খলন হওয়ায় সে ভূতলে পতিত হইল। তখন সে শক্তিবিরহিত হইয়া হজরতের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। হজরত তাহাকে ক্ষমা করিলেন এবং ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। সে ফিরিয়া গেল এবং পথিমধ্যে অকৃতকার্য্যতার ভাণ করিয়া অন্যান্য অনুসরণকারিগণকেও ফিরাইয়া লইয়া গেল। *

কোবা প্রবেশ ও মস্‌জিদ নির্ম্মাণ। ১২ রবিউল আউওল ২৮শে জুন, ৬২২ খ্রীঃ।

এইরূপে পয়গম্বর সাহেব ইয়স্‌রব হইতে দুই মাইল দূরে কোবা নামক স্থানে মস্‌জিদ স্থাপন করেন এবং তথাকার অধিবাসিগণকে এস্‌লামে দীক্ষিত

* এই ব্যক্তির নাম সুরাকা বেন্ মালেক। সে পরে মক্কা বিজয় কালীন এসলাম গ্রহণ করে।

করিয়া পুনঃ ইয়স্‌রব যাত্রা করেন। এস্‌লামের ইতিহাসে ইহাই সর্ব্ব প্রথম মস্‌জিদ। আজপর্য্যন্ত এই মস্‌জিদ বিদ্যমান থাকিয়া পর্য্যটকগণকে মোস্‌লেমের অতীত কীর্ত্তি স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

১৬ই রবিওল আউওল শুক্রবার * প্রত্যূষে তিনি ইয়স্‌রব নগরীতে শুভাগমন করেন। এই নগরের এক স্থানে হজরতের উষ্ট্র নিজ হইতেই থামিয়া যায়। ইহার অনতিদূরেই হজরত আবু আইয়ুব আন্‌সারীর ভবনে রসুলে করিম আতিথ্য গ্রহণ করেন।

ইয়সরব প্রবেশ। ১৬ রবিউল আউওল। নবুওতের চতুর্দ্দশ বর্ষ। ২ জুলাই ৬২২ খ্রীঃ।

মক্কার মোমেনগণ মধ্যে যাঁহারা ইয়স্‌রব নগরে আশ্রয় লইলেন, তাঁহারা 'মহাজেরীন' † এবং ইয়স্‌রবের মোমেনগণ 'আন্‌সার' ‡ নামে খ্যাত হইলেন।

মহাজেরীন ও আন্‌সার

* এই ঘটনার দিন হইতে মুসলমানদের মধ্যে জুমার নামাজ প্রচলিত হয়।

† মহাজেরীন অর্থ বাসস্থান পরিবর্ত্তনকারিগণ।

‡ আন্‌সার অর্থ সাহায্যকারিগণ।

ইয়স্‌রব নগরী মক্কা হইতে ২৫০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। পয়গম্বর সাহেবের তথায় আগমনের পর হইতে উহা 'মদিনাতুন্নবী' (নবীর সহর) এবং সংক্ষেপে মদিনা বলিয়া জগতে পরিচিত হয়। আমরাও এখন হইতে ইয়স্‌রব নগরীকে মদিনা বলিয়াই উল্লেখ করিব। তৎকালে এই স্থানের অধিবাসিগণ অধিকাংশই ইহুদি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। ইহারা রোমীয়গণের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া তাহাদের আদিম আবাস ভূমি ফলস্তীন (Palestine) প্রদেশ হইতে পলায়নপূর্ব্বক এই নগরে ও ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত স্থানে কঠোর দুর্গশ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আশ্রয় লয়।

'আওস" ও 'খেযরজ' সম্প্রদায়ের এস্‌লাম গ্রহণ।

মদিনায় 'আওস' ও 'খেযরজ' নামক দুইটি প্রভূত প্রতিপত্তিশালী সম্প্রদায় ছিল। পয়গম্বর সাহেবের মদিনায় শুভাগমনের পূর্ব্বে ইহারা একে অপরের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। হজরতের আগমনের পর এই দুই সম্প্রদায়ের সকলেই ঈমান আনয়ন করিলেন এবং এসলামের একতা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। পরে এই স্থানের ইহুদী

সম্প্রদায়ের ক্ষমতাপন্ন সরদার আব্দুল্লা বেন্ সালামও এস্লাম গ্রহণ করেন।

মদিনায় পরস্পরের মধ্যে একত্ব ও সৌহার্দ্দ স্থাপন করিবার পর, যে স্থানে হজরতের বাহন-উষ্ট্র থামিয়াছিল তথায় হজরত এক মস্জিদ্ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই স্থানটীর স্বত্বাধিকারী সহল ও সোহেল নামক দুইটি এতীম বালক ছিল, তাহারা মস্জিদ নির্ম্মাণ-রূপ পুণ্যকার্য্যে সে স্থানটি বিনা মূল্যে দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে, পয়গম্বর সাহেব তাহা কিছুতেই শুনি-লেন না। পরে তিনি দশ 'মেসকাল' * স্বর্ণমুদ্রাদ্বারা ঐ স্থানটি ক্রয় করিয়া স্বয়ং ও অন্যান্য মোমেনগণের সহায়তায় তথায় এক মস্জিদ নির্ম্মাণে রত হইলেন। অপক্ক ইষ্টক দ্বারা উহার প্রাচীর, খর্জ্জূর পত্র দ্বারা ছাদ, এবং খোর্ম্মা বৃক্ষ দ্বারা উহার খুঁটি নির্ম্মাণ করিলেন। পরে মোস্লেমগণের সহিত সেই মস্জিদে একমাত্র আল্লাহ পাকের সাময়িক উপাসনায় রত হইলেন। হজরত

মস্জিদে নববী নির্ম্মাণ।
নবুওতের চতুর্দ্দশবর্ষ।
৬২২ খ্রীঃ।

* তৌল বিশেষ।

নিজ অন্তঃপুরিকাদের বাসের নিমিত্ত এই মস্‌জিদের সংলগ্ন ভূমিতে গৃহাদি নির্ম্মাণ করতঃ যয়েদ বেন্ হারেসকে পাঁচ শত মুদ্রা ও দুইটি উষ্ট্রসহ 'উম্মেহাতুল মোমেনীন'কে আনিতে মক্কায় পাঠাইলেন। যথাসময়ে ' তাঁহারা নিরাপদে মদিনায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

হেজ্‌রতের সপ্তম মাস হইতে জনাব পয়গম্বর সাহেব , হজরত আবু আইয়ুবের ভবন হইতে উঠিয়া এই মস্‌জিদের এক কক্ষে বসবাস আরম্ভ করিলেন। তখন ভিন্ন ভিন্ন উপাসনালয়ে

। প্রথম
হিজরী। ৬২৩ খ্রীঃ।

ঘণ্টা ইত্যাদি বাজাইয়া উপাসকগণকে আহ্বান করা হইত। এই সময় হইতে পয়গম্বর সাহেব হজরত বেলালকে এই মস্‌জিদে মনোমুগ্ধকারী আজান ঘোষণা করিয়া উপাসকবৃন্দকে আহ্বান করিতে আদেশ করেন। যখন হজরত বেলালের কণ্ঠঃনিস্থত সুমধুর 'আল্লাহো আক্‌বার' (আল্লাহ্ মহান্ !) ধ্বনি দূর দূরান্তরে পরিব্যাপ্ত হইত, তন্মুহূর্ত্তেই শ্রোতৃগণ স্ব স্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই মস্‌জিদে সমবেত হইতেন এবং ইতর, ভদ্র, ধনী,

দরিদ্র নির্ব্বিশেষে একপ্রাণ হইয়া বিনয় ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন।

হিজ্‌রীর দ্বিতীয়বর্ষ হইতে মস্‌জিদে নববীতে কাবা শরিফকে 'কেবলা' করিয়া (মান্যের সহিত সম্মুখে রাখিয়া) মুসলমানগণ নামাজ পড়িতে থাকেন। ইতঃপূর্ব্বে তাঁহারা জেরুজালেম স্থিত 'বয়তুল মোকাদ্দেস'কে (মস্‌জেদ-উল-আক্‌সা) কেবলা করিয়া নামাজ পড়িতেন।

কেব্‌লা। দ্বিতীয় হিজরী। ৬২৩ খ্রীঃ।

জনাব রেসালাৎ-মাবের হেজ্‌রতের পর কোরেশগণ বড়ই বিচলিত হইয়া উঠিল। তাহারা স্থির ভাবিল যে, মদিনাবাসীদের সহিত মিলিত হইয়া হজরত অচিরেই এই নবধর্ম্মের প্রসার সাধন করিবেন এবং তাহার ফলে তাহাদের জাতীয় ধর্ম্ম সম্পূর্ণ ধ্বংস হইবে। এদিকে মদিনার এক ইহুদি সম্প্রদায়, যাহারা বাহিরে এস্‌লাম গ্রহণ করিয়া অন্তরে কপটতা লুক্কায়িত রাখিত বলিয়া 'মোনাফেকীন' নামে অভিহিত হইয়াছিল, তাহারা এস্‌লামের মূল উৎপাটনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া গোপনে

মোনাফেকীন।

কোরেশীদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। সুদূরদর্শী পয়গম্বর সাহেব মুসলমানগণকে এই অসৎ প্রতিবেশীর সহিত সংশ্লিষ্ট দেখিয়া 'মোনাফেকীন' সঙ্গে এক সন্ধি স্থাপন করিলেন।

পয়গম্বর সাহেবকে নিষ্কামধর্ম্ম প্রচারে বাধা দিয়া মুসলমানগণের ক্ষুদ্র দলকে সমূলে বিনাশ করার উদ্দেশ্যে

জেহাদ। *

বিধর্ম্মী কোরেশীগণ ও মদিনার চারিদিকস্থ ভিন্ন ভিন্ন ইহুদী ইত্যাদি সম্প্রদায়গণ তাঁহাদিগকে অনেকবার আক্রমণ করিয়া পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া ফিরিয়া যায়। মুসলমানগণ

---

* এখানে প্রসিদ্ধ আয়েত দ্বয়ের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"যাহারা শত্রু কর্ত্তৃক অন্যায়রূপে আক্রান্ত হইয়াছে তাহাদিকে এই অযথা নিষ্পীড়নের বিনিময়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার আদেশ দেওয়া হইল।"

"আল্লাহতালা নিশ্চয়ই তাহাদের জন্য সাহায্য বিধান করিয়াছেন, যাহারা এইরূপে উৎপীড়িত হইয়া সম্পূর্ণ অবিচারে তাহাদের গৃহ হইতে বিতাড়িত।" তাহাদের শুধু এইটুক বলায় অপরাধ হইয়াছে যে "আল্লাহতালাই আমাদের একমাত্র উপাস্য প্রভু!" যদি আল্লাহতালা এই ব্যক্তিগণকে অপর কর্ত্তৃক দমন না করিতেন তবে ইহুদীর ভজনালয়, খ্রীষ্টানের গির্জ্জা ও মুসলমানের মসজেদ যথায় অহঃরহ আল্লাহতালার স্তুতিবাদ হইয়া থাকে, বহুপূর্ব্বেই এই ধর্ম্মদ্রোহিগণের হস্তে ভূমিস্যাৎ হইত। আল্লাহতালা নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তিকে সাহায্য করেন যে নিজে নিজের সাহায্যে তৎপর।' কোরাণ পাক, সুরা হজ্।)

আত্মরক্ষা ও ধর্ম্মরক্ষা হেতু এই অযথা আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য যে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হন, তাহারই নাম 'জেহাদ।' কোরাণপাকে এই ধর্ম্মযুদ্ধের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া স্থানে স্থানে 'আয়েত' নাজেল হইয়াছে। আমরা এস্থলে এইরূপ কয়েকটি প্রসিদ্ধ সংগ্রামের বিবরণ দিব।

বদর যুদ্ধের পূর্ব্বে কোরেশীগণ মদিনার মুসলমানগণকে আরও কয়েকবার আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইয়া ফিরিয়া যায়। সিরিয়া হইতে ত্রিশ চল্লিশ জন লোক গঠিত এক যাত্রিদল বাণিজ্য দ্রব্য সম্ভারসহ মদিনার নিকট দিয়া মক্কায় ফিরিতেছিল।

বদরের যুদ্ধ। ১৮ রমজান, ২ হিজ্‌রী। ৭ জানুয়ারী, ৬২৪ খ্রীঃ।

এই যাত্রিদলের অধিনায়ক আবু স্থফিয়ান মুসলমান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ার অমূলক ভীতিতে সত্বর মক্কাতে লোকসাহায্য চাহিয়া পাঠায়। এই সংবাদ পাইয়া মুসলমানগণের পরম শত্রু আবু জেহেল, বিধর্ম্মি কোরেশীগণকে উত্তেজিত করিয়া বলিল যে, "মুসলমান-গণ তোমাদের যাত্রিদলকে লুণ্ঠন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, তোমরাও তাহাদের প্রতিহিংসা লইতে

প্রস্তুত হও।” তাহার ইচ্ছা ছিল যে এই কৌশলে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের বিনাশ সাধন করে। তখন আবু জেহেল এক সহস্র বর্ম্মাচ্ছাদিত সশস্ত্র বীরগণসহ, ৭০০ শত উষ্ট্র ও এক শত অশ্ব সমভিব্যাহারে মদিনাভিমুখে অগ্রসর হইল। হজরত এই সংবাদ পাওয়া মাত্র ৩১৩ জন মহাজেরীন ও আন্‌সার, ৭০টি উষ্ট্র, ৩টি অশ্ব এবং মাত্র ৬টি বর্ম্মসহ এই অসম শত্রুদলকে বাধা দিতে যাত্রা করিলেন। জনাব পয়গম্বর সাহেব দূর হইতে এই প্রবল শত্রুর রণসজ্জা দেখিয়া সঙ্গীগণ সহিত মন্ত্রণা করিলেন। সকলেই একবাক্যে বলিলেন, “হজরত! আজীবন আপনার সহায়তায় প্রতিশ্রুত হইয়াছি, অগ্রসর হউন, খোদাতালার ইচ্ছায় নিশ্চয়ই শত্রুর পতন হইবে।” হজরত পরম প্রীত হইয়া উত্তর করিলেন, “খোদাতালার কল্যাণ তোমাদের সহিতই রহিয়াছে, অগ্রসর হও, শত্রুর পতন অনিবার্য্য।” অতঃপর জনাব রেসালাৎমাব ১৭ই রমজান দ্বিতীয় হিজ্‌রীতে মুসলমানগণসহ খাদ্য ও জলকষ্টে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া বদর প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। জলতৃষ্ণায় মুসলমানগণ অস্থির হইয়া

উঠিলেন ; পরন্তু জলও শত্রুর করালকবলে সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু সেই খোদায়ে পাকের কি বিচিত্র মহিমা ! হঠাৎ আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া বারিপাত হইল এবং মোস্‌লেমগণ পরম করুণাময়ের নাম লইয়া তৃষ্ণা নিবারণ করতঃ নবোৎসাহে উৎসাহিত হইলেন। পরদিন প্রত্যূষে উভয় সৈন্যদল সম্মুখীন হইল। হজরত, মুসলমান-গণকে আদেশ করিলেন, "যতক্ষণ শত্রুসৈন্য আক্রমণ না করে, নীরবে দাঁড়াইয়া থাক।" যখন শত্রুপক্ষ হইতে প্রথমে আক্রমণ আরম্ভ হইল, মোস্‌লেমগণ তখন অগ্রসর হইলেন। কাফেরগণ মধ্যে ওৎবা বেন্‌ রবিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল, "হে মোহাম্মদ (দঃ)! মদিনার এই ঘৃণিত কৃষক শ্রেণীর সহিত কি যুঝিব ? যদি সাধ থাকে, তবে কোরেশী বীরগণকে পাঠাও।" জনাব রেসালাৎ মাব তখন হজরত আলী, হজরত হাম্‌জা ও হজরত যয়েদ বেন্‌ আল হারেসকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হজরত আলী প্রথম আঘাতেই ওলীদকে দ্বিখণ্ড করিলেন, হজরত হাম্‌জাও ওৎবাকে ভূতলশায়ী করিলেন। এই বীরদ্বয়ের পতনে কাফেরগণ প্রমাদ গণিল, তাহারা তখন সকলে

একত্রিত হইয়া আক্রমণ করিল। এই সময় হজরত্ আলীর বয়স মাত্র ২৩ কি ২৪ বৎসর ছিল। তিনি ও হজরত হাম্জা অচিরেই শত্রুচ্ছত্র ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। আবু জেহেল এই অবস্থা দেখিয়া মরিয়া হইয়া পুনঃ, আক্রমণ করিল এবং মুসলমানগণকে পশ্চাৎপদ করিবে এমন সময় হজরত খোদাতালার কাছে হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রভো! তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর। হে করুণাময়! যদি মোসলেমগণের এই ক্ষুদ্র দল আজ নিধন হয়, তবে তোমার পবিত্র উপাসনা করিতে আর কে থাকিবে প্রভু?" অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পয়গম্বর সাহেব একাগ্রচিত্তে এই অবস্থায় থাকিয়া হর্ষোল্লাসে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মুসলমানগণকে কোরাণ পাকের কয়েকটি আয়েত শুনাইয়া উৎসাহিত করিলেন। হজরত মায তখন তীব্রবেগে আক্রমণ করিয়া আবু জেহেলের পা দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। আবু জেহেলের পুত্র আক্‌রামা হজরত মাযের বাহু ছিন্ন প্রায় করিয়া দিল। তিনি স্বীয় আহত বাহু ক্ষিপ্রবেগে পদনিম্নে চাপিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং আবার শত্রু নিপাতে প্রবৃত্ত হইলেন।

হজরত মাযের ভ্রাতা হজরত মউয সিংহবিক্রমে আক্রমণ করতঃ আবু জেহেলকে নিহত করিলেন। তখন কাফেরগণ পরাজিত হইয়া পলায়নপর হইল, এবং তাহাদের ৭০ জন বন্দী হইল। তদ্ব্যতীত বহুবিধ যুদ্ধসামগ্রী মোস্‌লেম হস্তে পতিত হইল। ইতঃপূর্ব্বে আরবদেশ প্রচলিত প্রথানুযায়ী যুদ্ধের বন্দীগণকে হত্যা করা হইত। জনাব পয়গম্বর সাহেব এই নিয়ম সম্পূর্ণ রহিত করিয়া তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহারের আদেশ প্রদান করেন। এই যুদ্ধে মুসলমান পক্ষে ৬ জন মহাজেরীন ও ৮ জন আন্‌সার 'শহীদ' (ধর্ম্মযুদ্ধে হত) হন। পয়গম্বর সাহেব আরও দুই তিন দিবস বদরে অপেক্ষা করিয়া খোদাতালার বিজয় ঘোষণা করিতে করিতে মদিনায় প্রত্যাগমন করিলেন।

পরম শত্রু স্থানীয় ইহুদীগণ, এই বিজয় সংবাদে ঈর্ষায় মরমে মরিয়া গেল। তাহারা পয়গম্বর সাহেব ও মুসলমানগণকে নানা প্রকারে নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিল। পরিণামে মুসলমানগণও আত্ম ও ধর্ম্মরক্ষার্থে তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু ইহুদীগণ প্রত্যেকবারেই পরাজিত

হয় এবং তাহাদের মধ্যে জীবিতগণ কেহ বা পলাইয়া প্রাণরক্ষা করে, আর কেহ বা মোস্‌লেম হস্তে বন্দী হয়।

দাস্থরের এস্‌লাম গ্রহণ
দ্বিতীয় হিজ্‌রী। ৬২৪ খ্রীঃ।

বদরের যুদ্ধের কিছু দিন পর যি-আম্‌র নামক স্থানের যুদ্ধের সময় একদা পয়গম্বর সাহেব নিরস্ত্র হইয়া একাকী শিবির হইতে দূরবর্ত্তী এক বৃক্ষনিম্নে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত দেহে বিশ্রাম করিতেছিলেন। তিনি হঠাৎ চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখেন, দাস্থর নামক তাঁহার এক মারাত্মক শত্রু উলঙ্গ কৃপাণ তাঁহার মস্তকোপরি উত্তোলন করতঃ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দাস্থর গর্জ্জন করিয়া কহিল, "মোহাম্মদ (দঃ) আমার এই রক্তপিপাসু তরবারীর অব্যর্থ আঘাত হইতে এখন তোমাকে কে বাঁচাইবে?" হজরত অটল ও নিশ্চিন্ত ভাবে উত্তর করিলেন, "আমার রক্ষক আমার সেই একমাত্র সৃজনকর্ত্তা।" হজ্‌রতের এই দ্বিধাহীন স্থিরবাক্যে দাস্থরের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল এবং সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। তখন স্খলিত শুষ্ক পত্রের মত তাহার হাত হইতে তরবারী পড়িয়া গেল। হজরত তখনই উহা নিজ হস্তে উঠাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন,

এখন তোমাকে কে বাঁচাইবে দাসুর ?" সে নিরাশ হইয়া উত্তর করিল, "হায়, কেহ না।" হজরত তখন দাসুরের সম্মুখে তরবারী নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "দাসুর! আমার কাছে দয়া শিক্ষা কর।" হজরতের মহত্ত্বে আকৃষ্ট হইয়া দাসুর তৎক্ষণাৎ এস্‌লাম গ্রহণ করিল।

বদরের যুদ্ধের পর পরাজিত কোরেশীগণ মক্কায় ফিরিয়া তাহাদের লাঞ্ছনা ও অবমাননার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মোস্‌লেমগণের বিরুদ্ধে আবার এক যুদ্ধের আয়োজন করিল। কাব বেন আশ্‌রফ্‌ নামক জনৈক খ্যাতনামা ইহুদী কবি বদর যুদ্ধের শোচনীয় পরিণাম কাহিনী সঙ্গীতরূপে গাহিয়া, তাহার রচনার বৈদ্যুতিকচ্ছটায় মক্কার ঘরে ঘরে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়া দিল। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে অচিরেই ত্রিসহস্র রণদুর্দ্ধর্ষ সৈন্য সজ্জিত হইল; তাহাদের মধ্যে ৭০০ বর্ম্মাচ্ছাদিত যোদ্ধা ছিল। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী 'হেন্দা'* পঞ্চদশটী আরও কোরেশরমণীসহ, সৈন্যগণকে

ওহদ্‌ যুদ্ধ। ১১ সওয়াল ৩য় হিজ্‌রী। ৬২৫ খ্রীঃ।

* ইহার পিতা ওৎবা বদরের যুদ্ধে হজরত হাম্‌জার হস্তে নিহত হইয়াছিল।

প্রতিহিংসাপূর্ণ বীরত্বগাথা গাহিয়া সমরাগ্নিতে আহুতি দিবার জন্য প্রবুদ্ধ করিতে করিতে, তাহাদের সহগামিনী হইল। সেই সঙ্গে কোরেশীগণ তাহাদের প্রধান দেবমূর্ত্তি 'হোবল'কেও সঙ্গে লইল। হজরত আব্বাস এই অবস্থা দেখিয়া মক্কা হইতে ত্বরিতে এক 'কাসেদ' (বার্ত্তাবহ) মদিনায় প্রেরণ করিয়া এই প্রলয় ঝটিকার উপক্রমবার্ত্তা জ্ঞাত করাইলেন। ১০ সওয়াল ৩ হিজরীতে জুমার নমাজের পর পয়গম্বর সাহেব, ৭০০ মহাজেরীন ও আন্সারসহ মদিনা পরিত্যাগ করিয়া সন্ধ্যাকালে তথা হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী ওহদ নামক গিরিপথে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। পরদিন প্রাতঃক্রিয়ার পর হজরত সৈন্য সমাবেশ করিয়া সমরাঙ্গণে পৌঁছিলেন। আওস সম্প্রদায়ভুক্ত আবু আমের নামক জনৈক বিশ্বাসঘাতক ইতঃপূর্ব্বেই মদিনা পরিত্যাগ করতঃ কোরেশীদের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের বিশ্বাস জন্মাইয়াছিল যে তাহার ন্যায় নেতাকে সমরক্ষেত্রে দেখিলে মদিনাবাসী নিশ্চয়ই নিরস্ত হইবে। আবু আমের সর্ব্বপ্রথমে যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়া মদিনাবাসিগণকে হজরতের সঙ্গ পরিত্যাগ করাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু মোস্লেমগণ সেই বিশ্বাসঘাতক

সম্রাজ-দ্রোহীকে ধিক্কার দিয়া আক্রমণ করিলেন। সে অচিরেই পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। হজরত যোবের, খালেদ বেন্ওলীদের দলকে আক্রমণ করতঃ তাহাদিগকে পশ্চাৎপদ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিলেন। তখন আবু স্থফিয়ান এক সহস্র সৈন্যসহ অগ্রসর হইয়া আক্রমণ করিল; কোরেশী নারীগণ দামামা বাজাইয়া প্রতিহিংসা-উদ্দীপক রণগীতি গাহিয়া সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে লাগিল। কিন্তু মোস্লেম বীরগণ অটল ও অচলভাবে শর নিক্ষেপ করিয়া শত্রুর গতিরোধ করিলেন। কোরেশীগণের পতাকাবাহী তল্হা বেন্ আবি তল্হা আস্ফালনপূর্ব্বক পয়গম্বর সাহেবকে বিদ্রূপবাক্যে যুদ্ধে আহ্বান করিল। হজরত আলী তৎক্ষণাৎ বীর হুঙ্কারে তল্হাকে আক্রমণ করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। এইরূপে ক্রমান্বয়ে নয় জন কোরেশী বীর পতিত পতাকা উঠাইবার চেষ্টা করিয়া ভূতলশায়ী হইলেন। হজরত হাম্যাও একদল মোস্লেম সহ ঘোরযুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। পয়গম্বর সাহেব তখন তাঁহার উন্মুক্ত তরবারি উত্তোলন পূর্ব্বক ডাকিয়া বলিলেন, "মোস্লেম বীরগণ! তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ যে আমার এই তরবারি

৫—

প্রতিহিংসাপূর্ণ বীরত্বগাথা গাহিয়া সমরাগ্নিতে আহুতি দিবার জন্য প্রবুদ্ধ করিতে করিতে, তাহাদের সহগামিনী হইল। সেই সঙ্গে কোরেশীগণ তাহাদের প্রধান দেবমূর্ত্তি 'হোবল'কেও সঙ্গে লইল। হজরত আব্বাস এই অবস্থা দেখিয়া মক্কা হইতে ত্বরিতে এক 'কাসেদ' (বার্ত্তাবহ) মদিনায় প্রেরণ করিয়া এই প্রলয় ঝটিকার উপক্রমবার্ত্তা জ্ঞাত করাইলেন। ১০ সওয়াল ৩ হিজরীতে জুমার নমাজের পর পয়গম্বর সাহেব, ৭০০ মহাজেরীন ও আনসারসহ মদিনা পরিত্যাগ করিয়া সন্ধ্যাকালে তথা হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী ওহদ নামক গিরিপথে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। পরদিন প্রাতঃক্রিয়ার পর হজরত সৈন্য সমাবেশ করিয়া সমরাঙ্গণে পৌঁছিলেন। আওস সম্প্রদায়ভুক্ত আবু আমের নামক জনৈক বিশ্বাসঘাতক ইতঃপূর্ব্বেই মদিনা পরিত্যাগ করতঃ কোরেশীদের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের বিশ্বাস জন্মাইয়াছিল যে তাহার ন্যায় নেতাকে সমরক্ষেত্রে দেখিলে মদিনাবাসী নিশ্চয়ই নিরস্ত হইবে। আবু আমের সর্ব্বপ্রথমে যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়া মদিনাবাসিগণকে হজরতের সঙ্গ পরিত্যাগ করাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু মোস্লেমগণ সেই বিশ্বাসঘাতক

সম্রাজ-দ্রোহীকে ধিক্কার দিয়া আক্রমণ করিলেন। সে অচিরেই পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। হজরত যোবের, খালেদ বেন্ ওলীদের দলকে আক্রমণ করতঃ তাহা-দিগকে পশ্চাৎপদ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিলেন। তখন আবু সুফিয়ান এক সহস্র সৈন্যসহ অগ্রসর হইয়া আক্রমণ করিল; কোরেশী নারীগণ দামামা বাজাইয়া প্রতিহিংসা-উদ্দীপক রণগীতি গাহিয়া সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে লাগিল। কিন্তু মোস্লেম বীরগণ অটল ও অচলভাবে শর নিক্ষেপ করিয়া শত্রুর গতিরোধ করি-লেন। কোরেশীগণের পতাকাবাহী তল্হা বেন্ আবি তল্হা আস্ফালনপূর্ব্বক পয়গম্বর সাহেবকে বিদ্রূপবাক্যে যুদ্ধে আহ্বান করিল। হজরত আলী তৎক্ষণাৎ বীর হুঙ্কারে তল্হাকে আক্রমণ করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করি-লেন। এইরূপে ক্রমান্বয়ে নয় জন কোরেশী বীর পতিত পতাকা উঠাইবার চেষ্টা করিয়া ভূতলশায়ী হইলেন। হজরত হাম্যাও একদল মোস্লেম সহ ঘোরযুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। পয়গম্বর সাহেব তখন তাঁহার উন্মুক্ত তরবারি উত্তোলন পূর্ব্বক ডাকিয়া বলিলেন, "মোস্লেম বীরগণ! তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ যে আমার এই তরবারি

বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ গ্রহণ করিয়া ইহার সম্মান রক্ষা করিতে সক্ষম ?" আসহাববৃন্দের অনেকেই পুরস্কারের জন্য অগ্রসর হইলেন ; পয়গম্বর সাহেব তখন হজরত আবু ওজানা আন্‌সারীকে ঐ তরবারি প্রদান কারলেন। হজরত আবু ওজানা তখনই তরবারি হস্তে অপ্রতিহত-বেগে আক্রমণ পূর্ব্বক শত্রুশ্রেণী ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া এক গিরিপার্শ্বে উপনীত হইলেন। তথায় আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দা অন্যান্য কোরেশী রমণীগণসহ সমর-সঙ্গীত গাহিয়া কোরেশীগণের হৃদয়ে বৈরীভাব প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিতেছিল। হজরত ওজানা তখন এই অগ্নি-স্ফুলিঙ্গরূপিণী হেন্দার সংহারে উদ্যত হইলেন। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তিনি জনাব পয়গম্বর সাহেবের পুরস্কৃত অসিকে নারীরক্তে কলঙ্কিত করা অবৈধ মনে করিয়া ফিরিয়া গেলেন। হজরত 'আবু ওজানার' বীরত্বে কাফেরগণ বিত্রস্ত হইয়া পড়িল এবং দ্রব্যসামগ্রী ফেলিয়াই পলায়ন করিল। মুসলমানগণ কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে তাহাদের পরি-ত্যাজ্য ধনসামগ্রী হস্তগত করিতে লাগিলেন। এদিকে পশ্চাৎ দিকের গিরিদ্বার রুদ্ধ করিয়া যে সকল মোস্‌লেম

তাহার প্রহরায় নিয়োজিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে পরম-কর্ত্তব্যপরায়ণ কয়েকজন ব্যতীত সকলেই লুণ্ঠনে যোগ দিলেন। খালেদ্ বেন্ ওলীদ্ দূর হইতে এই গিরিপথ অরক্ষিত দেখিয়া কতিপয় সাহসী যোদ্ধাসহ রক্ষকগণকে নিহত করতঃ পশ্চাদ্দিক হইতে মোস্‌লেমগণকে আক্রমণ করিল এবং আবু স্থফিয়ানকে সম্মুখ পথ দিয়া পুনঃ অগ্রসর হইতে সংবাদ পাঠাইল। পলায়িত কাফেরগণ দূর হইতে পতাকা পুনঃ উথিত দেখিয়া আবার আক্রমণে অগ্রসর হইল। হর্ষোৎফুল্ল মোস্‌লেমগণ অকস্মাৎ এই-রূপে উভয় দিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষার্থে শত্রু মিত্র ভুলিয়া তুমুল যুদ্ধে রত হইলেন। এই যুদ্ধে কতিপয় সাহাবা নিজ সঙ্গীগণহস্তে নিহত হইলেন। কাফেরগণ মুসলমানগণকে চারি দিক হইতে বেষ্টন করিয়া আক্রমণ করিল এবং তাঁহাদিগকে আত্মসংবরণ করিবার জন্য আদৌ সুযোগ দিল না। হজরত হাম্‌যা কতিপয় কাফের সরদারকে ভূতলশায়ী করিয়া যখন বীরদর্পে ফিরিতে-ছিলেন, এমন সময় জাবের বেন্ মোতাম নামক অব্যর্থ লক্ষ্য জনৈক হাব্‌শী দাস, এক শিলাখণ্ডের অন্তরাল হইতে হজ্‌রত হাম্‌যাকে লক্ষ্য করিয়া এক শর নিক্ষেপ

করিল। শর বিদ্যুৎবেগে তাঁহার নাভিদেশ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল। হজরত হাম্‌যা তন্মুহূর্ত্তেই শত্রুর দিকে লাফাইয়া পড়িলেন; কিন্তু আঘাত গুরুতর বিধায় ক্ষত যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিয়া ভূতলশায়ী হইলেন— 'রাজি আল্লাহো আন্‌হু' (খোদাতালা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন থাকুন)। ঐ হাব্‌শী দাস তখন হজরত হাম্‌যার বক্ষ-বিদারণপূর্ব্বক হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া পিশাচিনী হেন্দার হাতে দিল। প্রতিহিংসাপরায়ণা ভুজঙ্গিনী তাহা দন্তে চর্ব্বণ করিয়া নিক্ষেপ করিল এবং তাহার দেহস্থিত বহু-মূল্য অলঙ্কাররাজি উন্মোচন করতঃ উক্ত হাব্‌শীকে পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিল। পয়গম্বর সাহেব এতক্ষণ এক উন্নত স্থানে নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া এই সকল পৈশাচিক কাণ্ড পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। এমন সময় কাফেরগণ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু হজ্‌রত আলী তাহাদিগকে কিছুতেই অগ্রসর হইতে দিলেন না। তখন মাত্র ১১ জন সাহাবা হজরতের জন্য প্রাণপণ করিয়া তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যুঝিতেছিলেন। এই বীরগণ মধ্যে আনিসা বেন্তে কাব (প্রসিদ্ধ নাম উম্মে আমারা) নাম্নী এক মোস্‌লেম বীররমণীও ছিলেন। ইনি

মোস্‌লেমগণের তৃষ্ণা নিবারণার্থে 'মশক' * স্কন্ধে দাঁড়াইয়া ছিলেন। এতাদৃশ অবস্থা দর্শনে তিনি মশক দূরে নিক্ষেপ করতঃ ত্বরিতে ঢাল ও তরবারি উত্তোলন পূর্ব্বক স্থিরপদে দাঁড়াইয়া কাফেরগণের সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। চারিদিকের তীররাশি তাঁহার শরীরে বিদ্ধ হইতে লাগিল; কিন্তু এই নির্ভীকা রমণী কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইলেন না; সাহাবাগণ ক্রমান্বয়ে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া 'শহীদ' হইতে লাগিলেন, যাঁহারা অবশিষ্ট রহিলেন, তাঁহারা অধিকাংশই আহত হইলেন। তখন মালেক বেন্ যোবের হজ্‌রতকে লক্ষ্য করিয়া এক শর নিক্ষেপ করিল, তদাঘাতে তাঁহার ললাট হইতে শোণিতধারা ছুটিল। ওৎবা বেন্ আবি ওক্কাস্ নামক আর এক ব্যক্তি হজরতের বদন-মণ্ডল লক্ষ্য করিয়া আবার এক প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিল, তাহাতে হজরতের নিম্ন পাটির দুইটী 'দন্দান (দন্ত) শহীদ' হইল। হজ্‌রত উত্তরীয় দ্বারা রুধিরস্রোত মুছিতে মুছিতে খোদায়ে-বে-নেয়াযের নিকট হস্ত প্রসারণ করতঃ কহিলেন, "হে আল্লাহ পাক! আমার 'কওমকে' (সমাজকে)

* জলবাহনার্থে ছাগ মেষাদির শোধিত চর্ম্মের থলিয়া বিশেষ।

ক্ষমা করিও, ইহারা নির্ব্বোধ।” পয়গম্বর সাহেব তখন অনর্গল রক্তপ্রবাহে দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পার্শ্বস্থ এক গর্ত্তে ঘুরিয়া পড়িলেন। এতদ্দর্শনে ওমরু এব্নে কমিয়া এক উন্নত স্থানে দাঁড়াইয়া পিশাচবৎ চীৎকার করতঃ হজ্রতের মৃত্যু ঘোষণা করিতে লাগিল। মুসলমানগণ ইহা শ্রবণে আত্মহারা হইলেন, কেহ পলায়ন করিলেন, কেহ শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া শহীদ হইলেন। মদিনায় এই ভয়াবহ সংবাদ পৌঁছিলে মোস্লেম রমণীগণ শোকে-দুঃখে আত্মহারা হইয়া বিলাপ করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। আন্সারগণ এই মহাপুরুষের বিয়োগ সংবাদে উন্মত্তপ্রায় হইয়া নিষ্কোষিত অসিহস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন।

জনাব পয়গম্বর সাহেব যখন এইরূপ অজ্ঞান হইয়া পতিত হন, তাঁহার কিয়ৎক্ষণ পর হজ্রত তল্হা, হজ্রত আলীর সাহায্যে তাঁহাকে সেই গর্ত্ত হইতে উত্তোলন করতঃ এক নিরাপদ স্থানে লইয়া শুশ্রূষা আরম্ভ করেন। হজ্রতের কন্যারত্ন নারীশ্রেষ্ঠ বিবি ফাতেমা মদিনার অন্যান্য রমণীগণসহ তথায় উপস্থিত হইয়া অশ্রুবিগলিত-নেত্রে পিতার শুশ্রূষায় রত হইলেন। পয়গম্বর

সাহেবকে জীবিত দর্শনে আতঙ্কবিহ্বল মোস্‌লেমগণের ধমনীতে আবার নূতন রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল।

এদিকে কোরেশীগণ যুদ্ধক্ষেত্র পরিষ্কার দেখিয়া উল্লাসে মাতিয়া উঠিল। পিশাচিনী হেন্দার প্রতিহিংসা পূর্ণ হওয়ায় সে আনন্দে বিভোর হইয়া, হজ্‌রত হামজা ও অন্যান্য শহীদগণের নাসিকা, কর্ণ ও হৃৎপিণ্ড ছেদন করতঃ তদ্দারা মালা প্রস্তুত করিয়া পরমানন্দে তাহা পরিধান করিয়া পৈশাচিক গান ও নৃত্য করিতে লাগিল। ইত্তিমধ্যে পয়গম্বর সাহেবের বাঁচিয়া থাকার কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। এতদ্দৃষ্টে নববলে বলীয়ান হইয়া সাহাবাগণ পূর্ণোদ্যমে কাফেরগণকে আক্রমণ করিলেন। কাফেরগণ তখন সমূহ বিপদ গণনা করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। পয়গম্বর সাহেব একটু সুস্থির হইয়া শহীদগণের সৎকারে রত হইলেন। তিনি ঐ সকল শবদেহ পৈশাচিকভাবে ছিন্ন দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন ও কহিলেন, "ভবিষ্যতে হৃদয়হীন কোরেশীর প্রতিও এইরূপ ব্যবহার করা হইবে।" এই কথা বলা মাত্রই তাঁহার প্রতি এই 'ওহী' নাযেল হয় "যদি তোমার প্রতি শত্রুগণ

অত্যাচার করে, তবে তুমিও তাহাদের সহিত সেইরূপ আচরণ করিও, কিন্তু মনে রাখিও সহিষ্ণুগণই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।"*

এই যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবা শহীদ হন। যুদ্ধের পর হজরত মুসলমানগণ সহিত মদিনায় ফিরিয়া যান।

খন্দক যুদ্ধ।
যি-কাদ, ৫ হিজরী।
৬২৬ খ্রীষ্টাব্দ।

ওহদের যুদ্ধের পর বিধর্ম্মী কোরেশ ও ইহুদী সম্প্রদায়ের সহিত মোস্‌লেমগণের আরও কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়; কিন্তু প্রত্যেক বারই শত্রুগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। বনি নযের নামক ইহুদী সম্প্রদায়কে মুসলমানগণ এই সমস্ত অনিষ্ট ষড়যন্ত্রে বিশেষভাবে লিপ্ত দেখিয়া মদিনা হইতে তাড়াইয়া দেন। তখন তাহারা খয়বর নামক স্থানের দুর্গম দুর্গে বনি কয়নকা ইত্যাদি ইহুদী সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হয়। এই ইহুদীগণ আবু সুফিয়ানের অধ্যক্ষতায়, কোরেশ এবং আরবের অন্যান্য অসভ্য সম্প্রদায়সহ দশ সহস্র সৈন্য দ্বারা এক প্রবল বাহিনী গঠিত করিয়া মদিনা আক্রমণের উদ্যোগ করিল।

* কোরাণ পাক, সুরা নহল।

পয়গম্বর সাহেব এই সংবাদ পাইয়াই ত্রিসহস্র মুহাজেরীন ও আন্‌সার সমভিব্যাহারে তাহাদের গতিরোধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি অন্যান্য মোস্‌লেমগণসহ, হজ্‌রত সলমান ফারসীর পরামর্শানুযায়ী, ছয় দিবসের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর মদিনার প্রান্তদেশে এক প্রকাণ্ড মরুচা খনন করিলেন এবং তন্মধ্যে সুরক্ষিত থাকিয়া শত্রুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। শত্রুগণ তিন পার্শ্ব হইতে মরুচা আক্রমণ করিল। মোস্‌লেমগণ এই বেষ্টিত অবস্থাতে তিন সপ্তাহাধিক কাল অন্ন কষ্ট পাইয়াও কিছুতেই সাহস হারাইলেন না। এই সময় পয়গম্বর সাহেব হজ্‌রত আলীকে তাঁহার 'যোল্‌ফোকার' নামক ইতিহাস প্রসিদ্ধ তরবারি বীরোচিত পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করেন। হজরত 'শেরে খোদা, (হজরত আলীর উপাধি বিশেষ) এই তরবারি পাইয়া এস্‌লামী 'জোসে' (উত্তেজনায়) উদ্দীপ্ত হইলেন এবং সিংহপরাক্রমে শত্রুগণকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এমন সময় প্রকৃতির রক্তিম নয়ন ঘোষণা করিয়া এক প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইয়া শত্রুশিবির উড়াইয়া লইয়া গেল।

বায়ুতাড়িত বালুকারাশি শত্রুর চক্ষু অন্ধ করিল এবং তাহারা ভীতি-বিহ্বল হইয়া পলাইয়া বাঁচিল।

খন্দক যুদ্ধের পরও প্রায় এক বৎসর কাল এইরূপ যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতে থাকে। ইতি মধ্যে অনেক বার হজ্‌রতকে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আরবের অসভ্য সম্প্রদায়গণের মধ্যে আত্মবিগ্রহ মিটাইয়া তাহাদিগকে এস্‌লামের বশ্যতায় আনিতে হইয়াছে। ক্রমে হজের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। মুহাজেরীন আজ প্রায় ৬ বৎসর কাল জন্মভূমি দর্শনে বঞ্চিত হইয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ইঁহারা পুরুষানুক্রমে পুণ্যময় হজে অভ্যস্ত। এখন হজের সময় আগত দেখিয়া তাঁহারা হজ্‌ আকাঙ্খায় আরও অধীর হইয়া উঠিলেন; কিন্তু মক্কার শত্রুগণের বিষয় চিন্তা করিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। পুরাকাল হইতে কাবাগৃহ আরবের সমগ্র সম্প্রদায়ের উপাসনার কেন্দ্রস্থল ছিল এবং বৎসরের চারি মাস—রজব, যি-কাদ, যেলহজ্‌ ও মহরম, উপাসনা ও ব্রতাদির জন্য নিরূপিত থাকিত। এই মাস চতুষ্টয় মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহাদি 'হারাম' (মহাপাতক) বলিয়া পরিগণিত ছিল। সুতরাং সেই

হদিবার সন্ধি
যি-কাদ, ৬ হিজ্‌রী।
৬২৮ খ্রীষ্টাব্দ।

সময় শত্রু মিত্র নির্ব্বিঘ্নে হজ্ব্রতাদি নির্ব্বাহ করিত। জনাব 'রেসালাৎ মাব'ও ভাবিলেন যে এই পবিত্র সময়ে শত্রুগণ হয়ত প্রতিবাদী না হইয়া অবাধে তাঁহাদিগকে হজ্ সমাধা করিতে দিবে। বিশেষতঃ শত্রুগণ উপর্য্যুপরি যুদ্ধে নিস্তেজ হইয়া পড়ায় তাঁহার এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হইয়াছিল। সুতরাং পয়গম্বর সাহেব ১৪০০ শত মোস্লেম সহ 'কোরবাণীর' উদ্দেশ্যে ৪০টী উষ্ট্র লইয়া ষষ্ঠ হিজ্রীর যি-কাদ মাসে মদিনা হইতে মক্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মোস্লেমগণের সঙ্গে আত্মরক্ষার্থে এক একটি কোষবদ্ধ অসি ব্যতীত আর কোন অস্ত্রই ছিল না। পাপাত্মা কোরেশী কাফেরগণ সমস্ত পাপ উপেক্ষা করতঃ মোসলেমগণকে এই পুণ্যকার্য্যে বাধা দিতে প্রস্তুত হইয়া, খালেদ বেন্ ওলীদ ও আক্রামা বেন্ আবু জেহেলকে সর্ব্বাগ্রে সৈন্যসহ প্রেরণ করিল। হজ্রত এই সংবাদ প্রাপ্তে এক দুর্গম উপলময় পথ দিয়া দ্রুত যাত্রা করতঃ মক্কা হইতে কিছু দূরবর্ত্তী হদিবা নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন এবং কোরেশীগণকে তাঁহার পবিত্র উদ্দেশ্য জানাইলেন। কলহপ্রিয় কাফেরগণ তাহা শুনিল না। তৎপর পয়গম্বর সাহেব স্বীয় জামাতা হজ্রত

ওস্‌মানকে প্রেরণ করিয়াও অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু হৃদয়শূন্য কাফেরগণ কিছুতেই নিরস্ত হইল না, পরন্তু হজ্‌রত যুন্নুরায়েনকে (হজরত ওস্‌মানের উপাধি বিশেষ) বন্দী করিয়া ফেলিল। এদিকে মোস্‌লেম শিবিরে হজ্‌রত 'যুন্নুরায়েনের' শত্রুহস্তে নিহত হওয়ার সংবাদ রাষ্ট্র হইল। হজ্‌রত এতৎশ্রবণে বিষাদিত হইয়া মোস্‌লেমগণকে জীবনে মরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকিবার জন্য এক কঠোর অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিয়া মক্কার দিকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। কাফেরগণ এই অবস্থা দেখিয়া শঙ্কট গণিল এবং মোস্‌লেমগণের সহিত এক সন্ধি বন্ধনে আবদ্ধ হইতে প্রস্তাব করিল। শান্তিপ্রিয় পয়গম্বর সাহেবও ইহাতে সম্মত হইলেন। সন্ধির বিধান মতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত কোরেশী ও মোস্‌লেমগণের বিগ্রহ নিবৃত্ত হইল এবং সেই বৎসরের হজ্‌ স্থগিত রহিল। পয়গম্বর সাহেব মোস্‌লেমগণসহ হদিবাতে মাত্র কোর্‌বাণী ইত্যাদি অনুষ্ঠান সমাধাপূর্ব্বক মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সন্ধির পরিণামে এস্‌লাম-মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া বহুসংখ্যক কোরেশী কাফের এস্‌লাম গ্রহণ করে।

কোরেশীদের পক্ষ হইতে সন্ধির কথোপকথন জন্য আরওয়া বেন মস্‌উদ নামক জনৈক দূত হজ্‌রত সমীপে উপস্থিত হয়। সে ফিরিয়া গিয়া কোরেশীগণকে জ্ঞাপন করে' "আমি পারস্য ও রোম রাজন্যবর্গের সভাসদগণ বেষ্টিত সমারোহপূর্ণ দরবার দেখিয়াছি, কিন্তু মোহাম্মদের (দঃ) প্রতি তাঁহার আস্‌হাববৃন্দ যে অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করে এরূপ কুত্রাপি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।"

নৃপতিবৃন্দকে এস্‌লামে দাওৎ। ৬ হিজ্‌রী। ৬২৮ খৃঃ।

জনাব রসুলে-খোদা কোরেশী শত্রুগণ হইতে আপাততঃ নিশ্চিন্ত হইয়া পরম করুণাময় 'ওহদহু লা-শরিকের' পবিত্র এস্‌লাম, সেই বিশ্ব-বিধাতার সুবিস্তৃত ভূমণ্ডলে প্রচারে ব্রতী হইয়া মিশর, হাব্‌শ, ফারেস, রুম প্রভৃতি ভূখণ্ডের প্রবল পরাক্রমশালী নৃপতি-বৃন্দকে এস্‌লাম গ্রহণের জন্য 'দাওৎ' (আহ্বান) করতঃ প্রত্যেকের দরবারে প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেন। এবিসিনি-য়ার (হাব্‌শ) নৃপতি পূর্ব্বেই এস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি দূতকে যথোপযুক্ত পারিতোষিক দিয়া জনাব রেসালাৎ মাবের জন্য তাঁহার সহিত বহুমূল্য

উপঢৌকনাদি প্রেরণ করেন। রোম-নৃপতি হারকোল' (Heracleus) এবং মিশরনৃপতি মকুকশ পরম সম্মানের সহিত জনাব পয়গম্বর সাহেবের প্রতিনিধিকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং মনোযোগ দিয়া এই নবধর্ম্মের সারতত্ত্ব শ্রবণ করিলেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে পারস্য রাজ খস্‌রু পরবেজ প্রকাশ্য দরবারে হজরতের আহ্বান পত্র শ্রবণান্তর ক্রোধে অধীর হইয়া কটিস্থ ছুরিকা দ্বারা পত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল এবং দূতকে কঠোর শাস্তি প্রদান করতঃ পয়গম্বর সাহেবকে এক অবজ্ঞাসূচক প্রতি-উত্তর পাঠাইল। কাসেদ আসিয়া পয়গম্বর সাহেব সমীপে সমস্ত নিবেদন করিলে, হজরত কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া কহিলেন, "সেই সর্ব্বশক্তিমান অচিরেই পারস্য রাজ্যের গৌরব ধূলায় মিশাইবেন।" একদিন প্রাতে মদিনাবাসিগণ হজরতের প্রমুখাৎ শুনিয়া বিস্মিত হইল যে, যে ছুরিকা দ্বারা যে দিবস খস্‌রু তাঁহার পত্রের অবমাননা করিয়াছিল, ঠিক সেই রজনীতে সেই ছুরিকা খস্‌রুর প্রিয়পুত্র শেরোয়ান, পিতার গর্ব্বিত হৃদয়ে আমূল বিদ্ধ করিয়া তাঁহার জীবনাভিনয় সাঙ্গ করিয়াছে। জনাব রেসালাৎ মাবের‍ই ভবিষ্যদ্বাণীও বর্ণে বর্ণে

ফলিল। কারণ তাঁহার ওফাতের (মৃত্যুর) অল্প কতিপয় বৎসর পরেই বিজয়ী মোস্‌লেমগণ হস্তে পারস্যরাজ্যের গৌরব ধূলিকণাবৎ উড়িয়া গেল।

উত্তরোত্তর এস্‌লামের এই দ্রুত উন্নতি দেখিয়া ইহুদীগণ ঈর্ষায় জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। মদিনা হইতে প্রায় একশত মাইল পূর্ব্বোত্তর দিকে খয়বর নামক স্থানের দুর্ভেদ্য দুর্গে বেষ্টিত হইয়া মদিনা হইতে বিতাড়িত 'বনি নযের ও বনি কয়নকা সম্প্রদায়ের ইহুদীগণ বাস করিত। তাহারা এস্‌লামের ধ্বংস কামনায় ক্রমে ক্রমে দশ সহস্র যোদ্ধা একত্রিত করিল ও আরব মরুভূমের অসভ্য বেদুইনদিগকে নিজ দলভুক্ত করতঃ মদিনা আক্রমণে উদ্যত হইল! পয়গম্বর সাহেব এই সংবাদ পাইয়া সত্বর ১৬০০ শত সাহাবা সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন এবং পরদিন অতি প্রত্যূষে 'আল্লাহো আকবর' রবে দিগন্ত ধ্বনিত করিয়া খয়বর দুর্গদ্বারে উপনীত হইলেন। ইহুদীগণ এই আকস্মিক আক্রমণে আশ্চর্য্যান্বিত হইল বটে, কিন্তু তাহারা ভাবিল এ দুর্জ্জয় দুর্গশ্রেণী মোস্‌লেমগণ কিছুতেই ভেদ করিতে পারিবে না। কিন্তু পরম কৃপাময়ের

খয়বরের যুদ্ধ। জমাদিউল আখের, ৭ হিজরী। ৬২৮ খৃঃ।

ায় মোস্‌লেমগণ অচিরেই দুই তিনটি দুর্গ জয় করিয়া অগ্রসর হইলেন। মাত্র 'হস্‌ন্‌-অল-কমুস' নামক দুর্গটি কিছুতেই অধিকার করিতে পারিলেন না। পয়গম্বর সাহেব তখন হজ্‌রত আলীকে এস্‌লাম-পতাকাধারী নিযুক্ত করিয়া এই দুষ্কর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। হজ্‌রত 'শেরে খোদা' ভীষণহুঙ্কারে আক্রমণ করিয়া মোস্‌লেমগণসহ দুর্গপ্রাচীর উল্লঙ্ঘন করতঃ তাঁহার সেই সুপ্রসিদ্ধ 'য়োলফোকার' অসি সাহায্যে শত্রুশ্রেণী ছিন্ন-ভিন্ন ও বিপর্য্যস্ত করিতে করিতে 'হস্‌ন্‌-অল-কমুস' দুর্গে মোস্‌লেম-পতাকা উড্ডীন করিলেন। বিজয়ী মোস্‌লেমগণ তথায় যথেষ্ট ধনরত্নাদি হস্তগত করিয়া হর্ষোৎফুল্ল-হৃদয়ে খোদাতালার বিজয় ঘোষণা পূর্ব্বক মদিনায় প্রত্যাগমন করিলেন। পরাজিত ইহুদীগণ তখন মোস্‌লেমগণের সহিত এক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইল।

এই যুদ্ধে হজ্‌রত আলী মোর্ত্তযার অলৌকিক বীরত্ব প্রভাব ও অসাধারণ যুদ্ধবিদ্যার পরিচয়ের কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে।

সন্ধির পর হজ্‌রত খয়বরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একদিন যয়নব নাম্নী এক ইহুদীরমণী পয়গম্বর

সাহেবকে স্বীয় ভবনে নিমন্ত্রণ করতঃ তাঁহার সম্মুখে খাদ্যসামগ্রী স্থাপন করিল। হজ্‌রত আহারে বসিয়া এক গ্রাস আহার মাত্রই হাত উঠাইয়া লইলেন। পিশাচিনী আহারে যে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহা হজ্‌রতের প্রত্যেক ধমনী ও শিরায় তাড়িতবেগে পরিচালিত হইয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু ধন্য আত্মত্যাগ! জনাব রসুলে করিম নিজ স্বার্থের জন্য এই পিশাচিনীর প্রতিশোধ লওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন না। তিনি পাপিষ্ঠাকে ক্ষমা করিলেন। দিন দিন তাঁহার শরীরে সেই বিষ ক্রিয়া করিতে লাগিল এবং পরিণামে এই বিষক্রিয়াই হজ্‌রতের অন্তিম রোগের কারণ হইল। হজ্‌রত আপাততঃ সুস্থ হইয়া মদিনায় ফিরিলেন।

হজরতের প্রতি বিষ-প্রয়োগ।

খয়বর হইতে ফিরিবার কয়েক মাস পরে পয়গম্বর সাহেব হদিবার সন্ধি অনুযায়ী প্রথম যি-কাদ তারিখে দ্বিসহস্র মোস্‌লেম সমভিব্যাহারে হজ্‌ উদ্দেশ্যে মক্কা যাত্রা করিলেন, এবং শান্তিতে মক্কা প্রবেশপূর্ব্বক যথাসময় হজ্‌ব্রতাদি সমাধা করিলেন। পয়গম্বর সাহেব যখন সন্ধিপত্রের বিধানানুযায়ী ঠিক তিন দিবস পরে

হজযাত্রা।
যি-কাদ ৭ হিজরী
৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ।

আস্‌হাববৃন্দসহ নীরবে মক্কা পরিত্যাগ করিলেন, তখন কোরেশীগণের হৃদয়ে তাঁহার অসাধারণ গুণ ও মহত্ত্বের কথা উদয় হইতে আরম্ভ করিল।

এই সময় খালেদ বেন্ ওলীদ্, ওমরু বেন্ আল্ আস এবং আরও কতিপয় কোরেশীনেতা এস্‌লাম গ্রহণ করেন। ইঁহারাই পরবর্ত্তীকালে এস্‌লামের বিজয়বৈজয়ন্তী দেশ দেশান্তরে উড্ডীন করিয়া পৃথিবীর প্রসিদ্ধ সেনাপতি ও বিজেতারূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

মূতার যুদ্ধ।
৮ হিজরী, জমাদি-উল আউওয়াল।
৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ।

রোম রাজ্যাধীন গস্‌সান সম্প্রদায়ের শাসনকর্ত্তাকে এস্‌লামে আহ্বান করিতে যে দূত প্রেরণ করা হয়, মুতা নামক স্থানে উক্ত শাসনকর্ত্তার ইঙ্গিতক্রমে সেই দূত নিহত হয়। পয়গম্বর সাহেব এই নির্দ্দোষীর হত্যাপরাধে এই শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে তিন সহস্র মোস্‌লেমকে হজরত যয়েদ বেন্ হারেসের, নেতৃত্বে প্রেরণ করেন। হজরত খালেদ বেন্ ওলীদ, হজরত জাফর তাইয়ার প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত বীরগণও এই সঙ্গে ছিলেন। শত্রুগণ প্রায় একলক্ষ সৈন্য লইয়া

যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করে। কথিত আছে স্বয়ং রোম সম্রাট হারকোল এই বিশাল সৈন্যদলের নেতা ছিলেন। রোমীয় সৈন্যগণ যেমন প্রত্যেকেই রণদুর্দ্ধর্ষ ও যুদ্ধ বিদ্যায় অদ্বিতীয় ছিল, মোস্‌লেমগণও সেইরূপ সাহস ও শৌর্য্যে অতুলনীয় ছিলেন। বীরবর হজ্‌রত যয়েদ বেন্ হারেস সর্ব্বাগ্রে বিপুল বিক্রমে শত্রুরাশিকে আক্রমণ করিয়া বহুক্ষণ যুদ্ধ করার পর শহীদ হইলেন (রজিঃ)। এতদ্দৃষ্টে হজ্‌রত জাফর তাইয়ার ক্ষিপ্রহস্তে এস্‌লাম পতাকা লইয়া শত্রুর দিকে লাফাইয়া পড়িলেন। কিয়ৎকাল যুদ্ধের পর, শত্রুর তরবারির আঘাতে তাঁহার দক্ষিণ বাহু বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ বাম হস্তে নিশান ধারণ করিয়া সৈন্য চালনা করিতে লাগিলেন। শত্রুর উপর্য্যুপরি আঘাতে তাঁহার বাম হস্তও খণ্ডিত হইয়া পড়িল। তখন তিনি এসলাম পতাকা ছিন্ন হস্ত দ্বারা বক্ষে বেষ্টন করিয়া অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরই তাঁহাকে 'শাহাদতের' স্বর্গীয় সুধা পান করিতে হইল (রজিঃ)। এমন সময় মোস্‌লেমগণের স্থির পদ স্খলিত প্রায় দেখিয়া বীরেন্দ্রকেশরী হজ্‌রত খালেদ বেন্ ওলীদ ভীষণ হুঙ্কারে শত্রুবাহিনীকে আক্রমণ করিয়া

অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি এই যুদ্ধে একটির পর একটি করিয়া নয়টী তরবারি ব্যবহার করিয়াছিলেন। সে দিবস কোন পক্ষেরই জয় পরাজয় হইল না। দিবার অবসানে যুদ্ধ স্থগিত রহিল। পরদিন প্রত্যুষে হজরত খালেদের বীরবাণীতে সৈন্যগণ নবোৎসাহে মাতিয়া উঠিল। তখন তিনি নূতন ভাবে ব্যূহ রচনা করিয়া আবার তুমুল বেগে শত্রুরাশিকে আক্রমণ করিলেন। হজরত খালেদের বীর্য্য প্রভাবে এই বিশাল শত্রুদল কিছুতেই এই মুষ্টিমেয় মোস্‌লেমগণের সম্মুখে স্থির থাকিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। মোস্‌লেমগণ সংখ্যায় অল্প বিধায় আর তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন না করিয়া মদিনায় ফিরিয়া আসিলেন। এই সংগ্রামেই সর্ব্বপ্রথম দিগ্বিজয়ী হজরত খালেদের অলৌকিক বীরত্ব কাহিনী পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয় এবং এই অসীম বীরত্বের পারিতোষিক স্বরূপ পয়গম্বর সাহেব তাঁহাকে 'সয়ফোল্লাহ্' (আল্লাহর তরবার) উপাধিতে ভূষিত করেন।

আরবের ইতিহাসবেত্তাগণ এই অসম সংগ্রামে মোস্‌লেমের বীরত্বের কথা উজ্জ্বল অক্ষরে ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় অঙ্কিত করিয়াছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিজয়

(হে মোহাম্মদ) আমি তোমাকে জাজ্বল্যমান বিজয় প্রদান করিলাম, যেন তুমি আমার এই অনুগ্রহের ধন্যবাদ স্বরূপ সত্যধর্ম্ম প্রচারে আরও অধিকতর সচেষ্ট হও……

(কোরান পাক, সুরা ফত্‌হ্‌)

……He shined forth from Mount Paran, and he came with Ten Thousands of Saints ; from his right hand went a fiery law for them.

(Deut. XXXIII-2)

এই সংগ্রামের কয়েক মাস পরেই কোরেশীগণ তাহাদের মিত্র বনু বকরের সহিত মিলিত হইয়া হুদিবার সন্ধি ভঙ্গ করতঃ মোস্‌লেম-আশ্রিত বনু খুযাকে আক্রমণ করে। বনুখুযাগণ কাবা গৃহপার্শ্বে আত্মরক্ষার্থে আশ্রয় লয়। কিন্তু কাফেরগণ ধর্ম্মবিরুদ্ধতা সত্ত্বেও কাবার সীমা মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক এই নিঃসহায়দিগকে হত্যা করে। পয়গম্বর সাহেব এই সংবাদ পাইয়া দশ সহস্র মোস্‌লেম ও সাহাবাগণ সহ সন্ধি ভঙ্গকারী এই দুর্ব্বৃত্তদের বিরুদ্ধে মক্কাভিমুখে

মক্কা-বিজয়। ৮ হিজরী। ৬২৯ খ্রীঃ।

যাত্রা করেন। পথিমধ্যে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগ্রাম হয় ও তাহাতে কয়েক জন সাহাবা নিহত হন। কিন্তু অবশেষে জনাব রেসালাৎ মাব আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব পরিবেষ্টিত হইয়া বীরদর্পে তাঁহার সেই বাল্যক্রীড়াভূমি মক্কানগরে প্রবেশ করেন। সর্ব্বনিয়ন্তা রব্বেল আলামানের কি আশ্চর্য্য মহিমা! যে ভূমি হইতে পয়গম্বর সাহেব নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হইয়া দুঃসহ যন্ত্রণায় অন্যত্র চলিয়া গিয়া অব্যাহতি পান, আজ সেই ভূমিই আবার তাঁহারই পদানত ও দয়ার প্রত্যাশী! যখন রেসালাৎমাবের সেই সুপরিচিত কণ্ঠে আবার ধ্বনিত হইল—"স্বর্গের জ্যোতিঃ আবির্ভূত হইল, মিথ্যার অন্ধকার তিরোহিত হইল—মিথ্যা নিশ্চয়ই ক্ষয়শীল";* তখন কাফেরগণ ভীতিবিহ্বলহৃদয়ে অলক্ষে হজ্রতের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। কাবাগৃহের সেই শক্তিবিরহিত জড় পুত্তলিকারাশি যেন বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে বিকট মুখব্যাদান করিয়া এ দৃশ্য দেখিতেছিল।

---

* جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا *

কোরান পাক, সূরা বনিইস্রাইল।

জনাব পয়গম্বর সাহেব ইহার পর কাবাগৃহে প্রবেশ করিয়া হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা পুতুলরাশিকে ধূলায় পরিণত করিলেন এবং হজরত বেলাল সেই বিচুর্ণ স্তূপ রাশির উপর দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে "কলেমা শাহাদৎ" ঘোষণা করিলেন। তৎপর হজরত রসুলে খোদা সমাগত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া 'খোৎবা' (বক্তৃতা) পাঠে রত হইলেন। প্রথমে তিনি 'এত্তেহাদ' (একতা) ও 'এখ্ওৎ' (ভ্রাতৃত্ব) সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন, পরে বলিলেন, "কোরেশীগণ, আমি আজ তোমাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিব, তাহা কি তোমরা অবগত আছ ?" সকলে একবাক্যে উত্তর করিল, "দয়া ও অনুগ্রহের সহিত।" তখন রসুলেখোদার গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল, তিনি মক্কাবাসিগণের পূর্ব্বকৃত নৃশংস ব্যবহার সম্পূর্ণ রূপে বিস্মৃত হইয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "ভাই, আজ আমি তোমাদিগকে তিরস্কার করিব না। আল্লাহতালা তোমাদিগকে মার্জ্জনা করুন! তিনি পরম কৃপাময় ও অনুকম্পাশীল।" হজরতের এই অসাধারণ ক্ষমা ও মহত্ত্ববাণী শ্রবণে মক্কাবাসিগণ ভক্তি-বিগলিত হইয়া একবাক্যে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মোহাম্মদর্ রসুলোল্লাহ্" রবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত

করিল,—সমগ্র আরব দেশে এস্‌লাম সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

এখন হইতে ইতিহাসের সেই অদ্বিতীয় ঘটনা আরম্ভ হইল। জনাব পয়গম্বর সাহেব সাফা গিরির উপরে উপবেশন করিলেন এবং কাফেরগণের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় দলে দলে আসিয়া হজরতের হস্তধারণ পূর্ব্বক অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়া পবিত্র এস্‌লামে দীক্ষিত হইতে লাগিল। ইস্‌লাম-প্রচার জন্য চারিদিকে 'নকীব' (ঘোষণাকারী) ছুটিল; সমস্ত নগরে শান্তি ও ক্ষমা বিঘোষিত হইল; চতুর্দ্দিকে এস্‌লামের জয় প্রচারিত হইতে লাগিল। এই সময় 'বোরকা' পরিহিতা একটি রমণী ধীরপদবিক্ষেপে পয়গম্বর সাহেবের সম্মুখে রোদন করিতে করিতে উপস্থিত হইয়া করজোড়ে প্রাণভিক্ষা চাহিল। উদারমতি পয়গম্বর সাহেব এই নারীকে ক্ষমা করিলেন। তখন রমণী তাঁহার হস্তস্থিত বস্ত্রের প্রান্ত ধারণ পূর্ব্বক শপথ করিয়া এস্‌লামের সুশীতল ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই নারীই পাঠকগণের পূর্ব্বপরিচিতা সেই হেন্দা।

ইহার কিছু দিন পর 'আবু সুফিয়ান' ও আবু জেহেলের পুত্র আক্‌রামা এস্‌লাম গ্রহণ করে।

• মক্কার প্রান্তদেশস্থিত বেদুইন সম্প্রদায় এই নবধর্ম্মের প্রসার দেখিয়া মহা উৎপাত আরম্ভ করিয়া মুসলমানদিগকে নানা প্রকারে নির্য্যাতন করিতে লাগিল। পয়গম্বর সাহেব অষ্টম হিজরীর ষষ্ঠ সওয়াল তারিখে দ্বাদশ সহস্র মোস্লেম ও অন্যান্য সম্প্রদায় সহ মক্কা হইতে দশ মাইল দূরবর্ত্তী হোনেন নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া এক সুশৃঙ্খল যুদ্ধে এই শত্রুগণকে পরাজিত করিলেন। পরাভূত শত্রুগণ তখন তায়েফ ও আওতাস স্থানদ্বয়ের সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

হোনেন যুদ্ধ। সওয়াল, ৮ হিজরী ৬৩০ খ্রীঃ।

এই যুদ্ধে বিজেতৃগণ বহুসংখ্যক বন্দী ও অগাধ ধনরাশি হস্তগত করিতে সমর্থ হন। এতদ্ব্যতীত চতুর্বিংশ সহস্র উষ্ট্র ও চত্বারিংশ সহস্র ছাগ এবং বহুল পরিমাণ স্বর্ণরৌপ্যও তাঁহাদের হস্তগত হয়। হজরত তখন তায়েফ আক্রমণ করতঃ উহা কতিপয় দিবস অবরোধ করিয়া রাখিলেন। কিন্তু বৃথা রক্তপাত অবৈধ মনে করিয়া পরে তায়েফের অবরোধ উঠাইয়া জবালা নামক স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি স্থির ভাবিলেন যে, এস্লামের পুণ্য প্রভায় আকৃষ্ট হইয়া তায়েফবাসিগণ

অচিরেই বশ্যতা স্বীকার করিবে। এই স্থানে বন্দিগণের মুক্তি প্রার্থনা লইয়া হাওয়াযেন সম্প্রদায়ের সর্দ্দারগণ রসুলোল্লাহু সমীপে উপস্থিত হইল। তাহাদের কাতর প্রার্থনায় হজরতের হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি তখনই তাঁহার আয়ত্তের বন্দিগণকে মুক্তি প্রদান করিলেন। পয়গম্বর সাহেবের এই উদার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ সকলেই তাঁহার অনুকরণ করিলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে ছয় সহস্র বন্দী মুক্তি পাইল। হজরতের এই মহত্ত্ব দর্শনে তায়েফবাসিগণ অনেকেই ভক্তি বিগলিত হইয়া ইস্‌লামের পুণ্য ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

বন্দিগণ মধ্যে হজরতের ধাত্রী বিবি হালিমার কন্যা, 'শেমা' ছিলেন। হজ্‌রত শেমার পরিচয় পাইয়া তৎক্ষণাৎ নিজ উত্তরীয় বিছাইয়া সাদরে তাঁহাকে নিকটে বসাইলেন ও হালিমার বিষয়ে নানা প্রকার জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন।

তায়েফ অবরোধের কতিপয় মাস পরে নবম হিজরীর প্রারম্ভে হজরত আলী মোর্ত্তজা দেড় শত

মোস্‌লেম সহ অগ্রসর হইয়া ইস্‌লামদ্রোহী 'তায়' সম্প্রদায়ের খৃষ্টান পৌত্তলিকগণকে এক ক্ষুদ্র যুদ্ধে পরাজিত করেন। বিশ্ববিখ্যাত দানবীর মহাত্মা হাতেমতাই এই সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। এই যুদ্ধে হাতেমের পুত্র 'আদি' তায় সম্প্রদায়ের নেতা ছিল। সে বিজয়ী মোস্‌লেমগণের নিকট পরাভূত হইয়া পলায়ন করে কিন্তু তাহার ভগিনী সুফানা স্বীয় দলসহ বন্দিনী হইয়া মদিনায় আসে।

তায় সম্প্রদায়ের বশ্যতা। ৯ হিজরী। ৬৩০ খ্রীঃ।

সুফানা পয়গম্বর সাহেবের সমীপে উপনীত হইয়া তাহার পিতার মহত্ত্ব ও সুকৃতির বিষয় হজরতকে স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহার কৃপা যাচ্ঞা করিল। হজরতের দয়াপ্রবণ হৃদয় ইহা শ্রবণে বিগলিত হইল, তিনি কহিলেন, "সুফানা! তোমার পিতা মোমেনগণের সদ্‌গুণে ভূষিত ছিলেন, আমি তোমাকে তোমার পিতার সম্মানার্থে মুক্তি দিলাম।" সুফানা উত্তর করিল, 'হজ্‌রত! আমার মহামতি পিতার শোণিত আমার শরীরে প্রবাহিত, আমি আমার সঙ্গীগণের মুক্তি ব্যতীত আপনার দয়া গ্রহণে অসমর্থ।" পয়গম্বর সাহেব

তৎক্ষণাৎ এই মহৎহৃদয়া নারীর অনুরোধ রক্ষা করিয়া তাহার দলের সমস্ত বন্দিগণকে মুক্তি দিলেন এবং সুফানাকে পাথেয় দিয়া তাহার পলায়িত ভ্রাতার নিকট প্রেরণ করিলেন। আদী বেন্ হাতেম, ভগিনীর প্রমুখাৎ হজরতের মহত্ত্ব ও গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া দ্রুত মদিনায় আসিয়া ইস্লাম গ্রহণ করিল।

ইতিমধ্যে শাম হইতে একদল বাণিজ্যযাত্রী মদিনায় আসিয়া রটাইল যে, রোমীয়গণ এক বৃহৎ সৈন্য সমাবেশ করিয়া মদিনা আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছে। সংবাদটি নিতান্ত অমূলক ছিল না; রোমরাজ মুতাযুদ্ধে পশ্চাৎপদ হইয়া ও দিন দিন ইস্লামের অসাধারণ উন্নতি দেখিয়া শঙ্কিত এবং এই নব বল ভঙ্গ করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিল। পয়গম্বর সাহেব মুসলমানগণকে শীঘ্র রোমীয়গণের গতিরোধ করিতে আদেশ করিলেন। এই বৎসর বিষম গ্রীষ্ম ও অনাবৃষ্টি হয়, সেই সমুদয় উপেক্ষা করিয়া জগৎকে আত্মোৎসর্গের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিবার জন্য মোস্লেমগণ প্রাণ বিসর্জ্জনে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে

তবুকে যুদ্ধাভিযান।
৯ হিজ্রী। ৬৩০ খ্রীঃ।

অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। হজরত ওস্‌মান যুন্‌নুরয়েন বহু অর্থ প্রদান করিলেন। অন্যান্য সাহাবা-গণও স্ব স্ব সামর্থ্যানুযায়ী এই মহাপুণ্যকার্য্যে সাহায্য করিতে লাগিলেন। আবু আকেল নামক একজন দরিদ্র সাহাবা দুই সের খোর্ম্মা আনিয়া পয়গম্বর সাহেবের সমীপে উপস্থিত করতঃ কহিলেন, "হজরত, সারা রাত তৃষ্ণার্ত্তের জল যোগাইয়া চারি সের খোর্ম্মা পারিশ্রমিক পাইয়াছি; পরিবারবর্গের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য দুই সের রাখিয়া, দুই সের জনাবের নিকট আনিয়াছি।" হজ্‌রত ওমর ফারুক তাঁহার অর্দ্ধেক ধন জনাব রেসালাৎ মাবের সমক্ষে উপস্থিত করিলেন। হজরত আবুবকর তাঁহার সমুদয় ধন রত্নাদি আনিয়া এই পুণ্যকার্য্যে উৎসর্গ করিলেন। হজরত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পারবারবর্গের জন্য কি রাখিলে আবুবকর" ? সিদ্দিকে আবুবকর উত্তর করিলেন, "আমার অক্ষয় ধন আল্লাহ ও তাঁহার রসুল" !

যথাসময়ে জনাব পয়গম্বর সাহেব হজরত আলি মোর্ত্তজাকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করিয়া ত্রিশ সহস্র মোস্‌লেম-সহ ৯ই হিজরীর রজব মাসে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা

করিলেন এবং সিরিয়ার সীমান্তে পৌঁছিয়া তবুক নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। শত্রুগণ এই প্রবল নবশক্তির অগ্রসর বার্ত্তায় ভীত হইয়া নিজ স্থানেই স্থির রহিল। পয়গম্বর সাহেব প্রায় এক মাসকাল তবুকে অবস্থান করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী খৃষ্টান সম্প্রদায়দিগকে ইস্‌লামের বশ্যতায় আনয়ন করতঃ পুনঃ সগৌরবে মোস্‌লেমগণসহ মদিনায় ফিরিয়া আসিলেন।

* * * * *

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে হজরত তায়েফের অবরোধ উঠাইয়া আনেন। ইহার কতিপয় মাস পরে তায়েফ-বাসিগণের পক্ষ হইতে ছয় জন সর্দ্দার হজরত সমীপে উপস্থিত হইয়া সন্ধি ও শান্তি প্রার্থনা করে। পয়গম্বর সাহেব তাহাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করতঃ তাহাদিগকে অভয় দেন। পরিণামে সমস্ত তায়েফবাসী ক্রমে ক্রমে পবিত্র ইস্‌লামরত্নে ভূষিত হয়। পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ আছে যে জনাব পয়গম্বর সাহেব নবুওতের প্রারম্ভে ইস্‌লাম প্রচার করিতে গিয়া এই তায়েফ নগর হইতেই রুধিরাপ্লুত কলেবরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

তায়েফের প্রতিনিধিগণের সঙ্গে হজ্‌রত হামযার

হত্যাকারী সেই হাবশী গোলামও আসিয়াছিল। সে হজরতের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। হজরত তাহাকে ক্ষমা করেন এবং ক্ষমা সম্বন্ধে কোরাণ পাকের একটী আয়েত পাঠ করতঃ তাহাকে পবিত্র ইস্‌লামের শান্তিময় আলোকে আনয়ন করেন।

এই কালে কাব বেন্ যহীর নামক আরবের এক প্রসিদ্ধ কবি তাহার ওজস্বিনী কবিতার উদ্দীপনায় সমগ্র আরব প্রদেশকে এস্‌লামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছিল। সে নিজের অপরাধে লজ্জিত হইল, কিন্তু কিছুতেই জনাব রেসালাৎ মাবের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইল না। একদা পয়গম্বর সাহেব মস্‌জিদে নববীতে 'ওয়াজ' (ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ) করিতেছিলেন। কাব ছদ্মবেশে সেই সময় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। 'ওয়াজ' সমাধা হইলে কাব অগ্রসর হইয়া বলিল, "হজরত, আমি যদি কাবকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করি ও সে ইস্‌লাম গ্রহণ করে, তবে কি আপনি তাহাকে ক্ষমা করিবেন ?" হজরত কহিলেন, "হাঁ, আমি তাহাকে ক্ষমা করিব।" তখন কাব উত্তর করিল, "হে রসুলোল্লাহ., আমিই সেই কাব বেন্ যহীর"! তখন

মুসলমানগণ রোমাঞ্চিত হইয়া তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। পয়গম্বর সাহেব বাধা দিয়া কহিলেন, "ক্ষান্ত হও আমি কাবকে অভয় দিয়াছি।" কাব তৎপর কল্‌মায়ে শাহাদৎ পাঠ করিয়া ইস্‌লাম গ্রহণ করিল। কাব হজরতের এই মহদাচরণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করতঃ তন্মুহূর্ত্তেই যে একটি মনোমুগ্ধকারী কবিতা রচনা করিয়া পাঠ করেন, তাহার পুরস্কার স্বরূপ হজরত তাহাকে তখনই স্বীয় অঙ্গাবরণ খুলিয়া পারিতোষিক দেন। পরে খলিফা মাবিয়া, কাবের বংশধরগণ হইতে এই অঙ্গাবরণ চল্লিশ সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করেন। কথিত আছে এই অঙ্গাবরণ এখনও তুরস্কের সুল্‌তানের নিকট যত্নের সহিত রক্ষিত আছে।

দূতগণের বর্ষ ১০ হিজরী। ৬৩১ খ্রীঃ।

এই বিশ্বভূমণ্ডলে এমন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি তাঁহার নিয়োজিত কার্য্যের পূর্ণ সফলতা নিজ চক্ষে দর্শন করিয়া প্রীত হইতে পারিয়াছেন। কিন্তু বোধ হয় এই অসীম আনন্দ ও নির্ম্মল সুখ খোদাতালা শুধু তাঁহার এই নিরক্ষর নবীর উপভোগের জন্যই বিশেষভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন।

পয়গম্বর সাহেব তবুক হইতে ফিরিবার পর সমগ্র আরব প্রদেশের পৌত্তলিক, ইহুদী, খৃষ্টান ইত্যাদি সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে সর্দ্দার ও দূতগণ অবিরত হজরতের সমীপে উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে বশ্যতা স্বীকার ও ইস্‌লাম গ্রহণ করিতে লাগিল। এই কারণে ইস্‌লামের ইতিহাসে এই বৎসরকে 'দূতগণের বৎসর' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

দ্বাদশ হিজরীর ২৫ যিকাদ তারিখে পয়গম্বর সাহেব এক লক্ষ চব্বিশ সহস্র মোস্‌লেমগণের সহিত মদিনা পরিত্যাগ করতঃ যথা সময় কাবা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন।

হজ্জল-বেদা। (বিদায়ের হজ্) ৯ যিলহজ ১০, হিজরী। ৭ মার্চ্চ, ৬৩২ খ্রীঃ।

শুক্রবার ৯ম যিলহজ্ তারিখে আরফাতের ময়দান মোস্‌লেম জন সমুদ্রে পরিণত হইয়া মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল সূর্য্যরশ্মিতে এক অপরূপ শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সায়াহ্নে রসুলে খোদা তাঁহার সুললিত স্বরে শ্রবণাকাঙ্ক্ষী উৎসুক জনমণ্ডলীর হৃদয়ে এক সুমহান গম্ভীর ভাবের উদ্দীপন করিয়া কহিলেন, "মোস্‌লেমগণ! মনোনিবেশ পূর্ব্বক আমার বক্তব্য শ্রবণ কর। খোদাতালা জানেন আগামীবর্ষে তোমাদের সহিত আমার

মিলন হওয়া অদৃষ্টে আছে কি না। তোমরা যেমন অদ্যকার হজের দিনকে পবিত্র মনে কর, সেই প্রকার কাহাকেও হত্যা করা ও অপরের দ্রব্য আত্মসাৎ করা মহাপাপ বলিয়া জানিও। মনে রাখিও তোমাদিগকে এক দিন খোদাতালার কাছে উপস্থিত হইতে হইবে এবং তখন সেই সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তালা তোমাদের নিকট হইতে তোমাদের সকল কর্ম্মের বিবরণী গ্রহণ করিবেন। মোস্‌লেমগণ! যেমন তোমাদের প্রতি তোমাদের স্ত্রীগণের বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য আছে, তাহাদের প্রতিও তোমাদের সেইরূপ কর্ত্তব্য আছে; তাহাদের সহিত সযত্ন ব্যবহার করিও। স্মরণ রাখিও খোদাতালা নিজ দায়ীত্বে স্ত্রী জাতিকে তোমাদের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন; অতএব তাহাদের প্রাপ্য মীমাংসা বিষয়ে খোদাতালার ভয় মনে রাখিও। এখন আমি গোলামগণের কথা বলিব। সাবধান! তুমি যেরূপ আহার কর, তাহাদিগকেও সেইরূপ আহার করাইও; তুমি নিজে যেরূপ বস্ত্র পরিধান কর, তাহাদিগকেও সেইরূপ বস্ত্র পরাইও। যদি তাহারা এমন কোনও দোষ করে যাহা তোমার ক্ষমার অতীত, সে অবস্থায় তাহাদিগকে বর্জ্জন করাই তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ;

কারণ তাহারাও খোদাতালার সৃষ্ট জীব। মোস্‌লেমবৃন্দ! আমার বক্তব্যে বিশেষরূপে কর্ণপাত কর এবং ইহা অবগত হও যে, মোস্‌লেমগণ পরস্পর ভাই ভাই;—সমগ্র মোস্‌লেম জগৎ এক ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ। তোমার ভ্রাতার দ্রব্যও তোমার জন্য নিষিদ্ধ যে পর্য্যন্ত সে তাহা তোমাকে সন্তুষ্টির সহিত না দেয়। সাবধান! অবিচারের ছায়াও স্পর্শ করিও না। আমি তোমাদিগের ভিতর এমন এক বস্তু রাখিয়া যাইতেছি, যাহা তোমরা দৃঢ়রূপে ধারণ করিলে কিছুতেই বিপথগামী হইবে না—সে বস্তু কোর্‌আন্‌। মোস্‌লেমবৃন্দ! সরলাচরণ, অপরের হিতাকাঙ্ক্ষা পোষণ এবং পরস্পর পরস্পরের সহিত একতা সূত্রে বদ্ধ হওয়া—এই তিনটী বিষয় হৃদয়কে পবিত্র ও উন্নত করে। উপস্থিত জনমণ্ডলী! তোমাদের উচিত যে আমার বক্তব্য অনুপস্থিত ব্যক্তিগণকে জ্ঞাপন কর। ইহা বিচিত্র নহে যে, অনুপস্থিত ব্যক্তিগণ তোমাদের অপেক্ষা ইহা অধিক স্মরণ রাখিতে সক্ষম হইবে।" এই খোৎবা সমাপনান্তর হজরত সকলকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মোস্‌লেমবৃন্দ! কেয়ামতের দিন (মানবের কর্ম্ম ফলের শেষ বিচারের দিন) যখন তোমাদের কাছে

জিজ্ঞাসা করা হইবে যে আমি তোমাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছি ও তোমাদের মধ্যে কিরূপে জীবন যাপন করিয়াছি, তখন তোমরা কি উত্তর দিবে ?” তখন সহস্র কণ্ঠে ধ্বনি উত্থিত হইল, “আমরা সাক্ষ্য দিব যে খোদাতালার সমস্ত আদেশই আপনি আমাদিগকে অকপটে জ্ঞাত করাইয়াছেন এবং রেসালতের প্রত্যেক কর্ত্তব্য আপনি সমাধা করিয়াছেন।” হজরত ইহা শ্রবণে অশ্রুবিগলিতনেত্রে আকাশ প্রতি তিনবার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিলেন, “হে আল্লাহ্, তুমি সাক্ষী রহিলে।”

এই ঘটনার পরই তিনি তাঁহার সৃজনকর্ত্তা প্রভুর নিকট হইতে এই অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন—“আজ আমি তোমাদের ধর্ম্মকে সম্পূর্ণ করিলাম এবং আমার অনুগ্রহ পরম্পরা দ্বারা তোমাদিগকে বিভূষিত করিয়া ইস্‌লামকে তোমাদের জীবনের লক্ষ্য রূপে নিয়োজিত করিলাম।” * সত্যই আজ হজরতের জীবন ধন্য, আজ মানবজাতি ধন্য, আজ বিশ্বচরাচর ধন্য ! এমন করিয়া কে কবে

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ط

* কোরাণ পাক, সুরা আল্‌-মায়েদ।

কোথায় তাঁহার বিশ্বনিয়ন্তার নিকট হইতে তাঁহার একাগ্রতা, তাঁহার শ্রম, তাঁহার সহিষ্ণুতা ও তাঁহার ধর্ম্ম প্রাণতার পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন? পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই!

পয়গম্বর সাহেব মক্কা হইতে হজ ব্রতাদি উদযাপন করিয়া সাহাবা সমভিব্যাহারে মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

অন্তিম রোগ ও অন্তিম কাল। সফর হইতে রবিউল আউওল, ১১ হিজরী। ৬৩২ খ্রীঃ।

তখন হিজ্‌রীর একাদশ সন-সফর মাস। এই মাসের শেষভাগ হইতে হজরত এ নশ্বর পৃথিবী পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই অবিনশ্বর জগতে মহাযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সৃষ্টিকর্ত্তার আজ্ঞানুযায়ী সমস্ত কর্ত্তব্য সাঙ্গ হইয়াছে, এখন এই ক্ষণভঙ্গুর শরীরের এ ধরাধামে আর থাকিবারইবা প্রয়োজন কি! খোদাতালা এখন তাঁহার নির্ব্বাচিতবন্ধুকে নিজ শান্তি-নিকেতনে নিতে ইচ্ছা করিলেন। এই সময় জনাব 'রেসালৎ পানাহ্‌' উৎকট জ্বরাক্রান্ত হইলেন। * পীড়া বৃদ্ধি হইতে

* ইতিমধ্যে তিনি কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য লাভ করিয়া এই সফর মাসের শেষ বুধবার দিবস (২৭ সফর) অবগাহন করেন। মোস্‌লেম জগতে এই দিনের অবগাহন ও উপাসনাদি বিশেষ পুণ্য কার্য্য বলিয়া গণনা করা হয়। সাধারণতঃ এই দিন 'আখেরী চাহার শম্বা' বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে।

দেখিয়া সাহাবাবৃন্দ বিচ্ছেদাশঙ্কায় অধীর হইয়া পড়িলেন। যতদিন উত্থান শক্তি ছিল, জনাব পয়গম্বর সাহেব প্রায়ই কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা বাক্যে বলিতেন, "ভাই, তোমরা আমার মৃত্যুর আশঙ্কায় কেন অধীর হইতেছ, কোন নবীইত চিরদিন তাঁহার 'উম্মতের, (অনুগামী জনের) সঙ্গে থাকেন নাই। সকলকেই এক দিন আল্লাহ পাকের কাছে ফিরিয়া যাইতে হইবে। দেখ, সাবধান! আমার সমাধিকে পূজা করিয়া ভ্রমান্ধ জাতিগণের ন্যায় 'গোরপরস্ত' (সমাধি উপাসক) হইও না। একে অন্যের প্রতি সদাচরণ করিও, কৃতজ্ঞ আন্‌সারদের সহিত সদ্ব্যবহার করিও এবং আমার পরিবারবর্গের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখিও। নিষ্ঠাচার অবলম্বন করিও।" হজরত রোগ-যন্ত্রণায় যখন কাতর হইয়া পড়িলেন, তখন হজ্‌রত আলী ও হজ্‌রত ফজ্‌লের স্কন্ধোপরি ভর দিয়া শেষ আর একবার মস্‌জিদে নববীতে আসিলেন। মদিনার আবাল-বৃদ্ধবণিতা হজ্‌রতের শেষবাণী শ্রবণাকাঙ্ক্ষায় মস্‌জিদে সমবেত হইল। তখনও হজ্‌রতের সেই রোগক্লিষ্ট বদনমণ্ডলে এক অপরূপ জ্যোতিঃ ও স্থিরতা বিকসিত ছিল ও তাঁহার অধরপ্রান্তে স্বাভাবিক মৃদু হাসি প্রস্ফুট ছিল।

খোদাতালার স্তুতি ও যশঃগানের পর হজরত উপস্থিত জনতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বন্ধুগণ! আমার অন্তিম সময় উপস্থিত হইতেছে। আমি যদি কখন কাহারও অনিষ্ট করিয়া থাকি, তবে এই তাহার প্রতিশোধ লওয়ার সময়। যদি কাহারও কাছে আমি কোন প্রকার দায়ী থাকি, তবে সে নিঃশঙ্কচিত্তে বলুক, আমি ধন, প্রাণ দিয়া তাহা পরিশোধ করিতে প্রস্তুত আছি।" ইহা শুনিয়া জনৈক ব্যক্তি উত্তর করিল, "হজরত, আপনার কাছে আমার তিনটি মুদ্রা প্রাপ্য আছে, যাহা আপনি নিজ নামে কোন প্রার্থীকে দিয়াছিলেন।" জনাব রেসালৎ মাব তখনই হজরত ফজলকে তাহা পরিশোধ করিতে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, "এ পৃথিবীর লজ্জা পরকালের লজ্জা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ।" তৎপর তিনি উপস্থিত জনগণের জন্য 'খোদায়ে বে-নেয়াযের' নিকট প্রার্থনা করতঃ ধীর পাদক্ষেপে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন।

এই ঘটনার তিন দিবস পরে—সোমবার ১২ রবিউল আউওল * বেলা দ্বিপ্রহরের পর হজরতের পবিত্র আত্মা

* ইহা বড়ই বিচিত্র যে হজরতের জন্ম ও মৃত্যু ঠিক একই তারিখে হইয়াছিল। মোস্‌লেম জগতে এই দিন "ফাতেহায়ে দো আজ্‌দহম" অথবা "বারে ওফাত" নামে পরিচিত।

৬২ বৎসর ১১ মাস ও কতিপয় দিবস এই অনিত্য ধরাধামে অবস্থান করিয়া সেই অমর রাজ্যে চলিয়া গেল। (৪ঠা জুন ৬৩২ খ্রীঃ)।*

'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন' (নিশ্চয়ই আল্লার নিকট হইতে আগমন এবং তাঁহারই কাছে প্রত্যাগমন।)

ওফাতের সময় অস্ফুটস্বরে তাঁহার পবিত্র কণ্ঠ হইতে এই কয়েকটি কথা বাহির হইয়াছিল ঃ—

"হা আল্লাহ—আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর—হাঁ—আমি আসিতেছি—সেই ঊর্দ্ধে—আমার বন্ধুর সমীপে—।"

জনাব রেসালৎ মাব বিবি 'আয়শার' কক্ষে তাঁহারই অঙ্কোপরি শির রাখিয়া 'ওফাত' পান এবং সেই কক্ষেই তাঁহার সমাধি হয়। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিবি ফাতেমার হস্ত তাঁহার বক্ষোপরি ছিল এবং শেষকাল পর্য্যন্ত তিনি হাস্‌নায়েন (ইমাম হাসন ও হোসাইন) কে বার বার সাদরে চুম্বন করিয়াছেন।

حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد
بوئے گل سیر ندیدیم بہار آخر شد

---

* হজ্‌রতের মৃত্যুর যথার্থ তারিখ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মত পার্থক্য আছে ; কিন্তু উপরোক্ত তারিখই অধিকতর প্রচলিত।

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ط يٰاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ٥

চরিত্র

بلغ العلى بكماله * كشف الدجى بجماله
حسنت جميع خصاله * صلوا عليه و آله

জনাব রেসালৎ পানাহের চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন দিক আমার এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকায় ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। নিরপেক্ষ পাঠকগণ যদি তাহা আলোচনা করেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, মানবচরিত্রের যাহা কিছু সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও উন্নত, যাহার অনুশীলনে আত্মা পবিত্র হয় ও মানব ভূতলেই "ফেরশ্‌তা" বলিয়া প্রতীয়মান হয়, হজরতের জীবনে তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। খোদাতালার ইচ্ছার উপর অটল বিশ্বাস, সাধুতা, সত্যবাদিতা, নিষ্ঠাচার, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অসাধারণ হৃদয়বল, সাহস, উৎসাহ, উদ্যম, ধৈর্য্য, কষ্ট-সহিষ্ণুতা, দয়া, ভক্তি, ভালবাসা, স্নেহ, বিনয়, পরদুঃখ-

কাতরতা প্রভৃতি সমস্ত সদ্‌গুণরাশি এই মহাপুরুষের জীবনে একাধারে সন্নিবেশিত ছিল।

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری
آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা মধ্যে সেই পুণ্যাত্মা মহাপুরুষের গুণ-কীর্ত্তনের চেষ্টা করাও বাতুলতা মাত্র। পাঠক! সেই অসহায় এতীম মেষপালকের অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া আজ এই আত্মোৎসর্গকারী সভাসদ্‌গণ বেষ্টিত শাহান্‌শাহের (রাজাধিরাজ) প্রতি দৃষ্টিপাত করুন! দেখুন আজ তাঁহার দরবারে পৃথিবীর কত প্রভাব-শালী গর্ব্বিত বাদশাহগণের দূতশ্রেণী নতশিরে দণ্ডায়-মান রহিয়াছে। পাঠক! মক্কা হইতে নিগৃহীত ও নির্ব্বা-সিত সেই অসহায় পথিকের কথা স্মরণ করুন আর আজ এই বিশাল মোস্‌লেমজগতের গুরুর দিকে চাহিয়া দেখুন! আবার সেই পর্ণকুটীরবাসী শতগ্রন্থিযুক্ত বস্ত্র-পরিহিত বিনয়ী 'শাহান শাহ'কে, প্রাসাদবাসী রত্নরাজি বিভূষিত, গর্ব্বিত ও বিলাসী বাদশাহদের সহিত তুলনা করুন! তিনি মানবদুর্লভ সদগুণ রাশিতে বিভূষিত ছিলেন বলিয়াই মুসলমানগণ সৃষ্টিকর্ত্তার নির্ব্বাচিত এই মহাপুরুষকে এক অতি

অসাধারণ মানব ভাবিয়া তাঁহার নামে শির নত করে ও তাঁহার আদর্শ জীবনী (মিলাদ শরীফ) পাঠ করা পুণ্য-কার্য্য মনে করে। ইস্‌লামধর্ম্মের মারাত্মক শত্রুগণ এবং অনেক ইস্‌লাম বিদ্বেষীগণও মুক্তকণ্ঠে হজ্‌রতের গুণ-রাশির ভূয়সী প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মানবজাতিকে কেবল কোরাণ পাকের অনুজ্ঞার দ্বারা নানা প্রকারের হিতোপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি নিজ গার্হস্থ্য ও প্রকাশ্য জীবনে তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য-কলাপ, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার দ্বারা প্রতি বর্ণে বর্ণে কোরাণ পাকের অনুজ্ঞাবলীর মূর্ত্তিমান আদর্শ সাজিয়া মানব-জাতিকে তাঁহার পদাঙ্কের অনুসরণ করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। কোরাণ পাকে বর্ণিত আছে ("হে মোহাম্মদ (দঃ) (মানবগণকে) বল, যদি আল্লাহ তালার প্রতি তোমাদের অনুরাগ থাকে তবে এস আমার পদাঙ্কের অনুসরণ কর।" এই পবিত্র পদাঙ্কের অনুসরণ করিয়া ইস্‌লামের নায়কগণ জগতে মানবের সভ্যতা ও অভ্যুত্থানের গৌরবময় কীর্ত্তি সমূহ রাখিয়া গিয়াছেন। এই পাদ-পদ্মাঙ্কের অনুসরণ করিয়াই হজরত

সিদ্দিকে আকবর, ফারুকে আজম, যুন্নুরয়েন, মোর্ত্তজা প্রভৃতি রাশেদীন খলিফাগণ আরবের ঘোর মুর্খতা ও কুসংস্কারের আবর্জ্জনা হইতে হঠাৎ উত্থিত হইয়া সসাগরা পৃথিবীকে ন্যায়পরায়ণতা ও সদনুষ্ঠানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দ্বারা মোহিত ও স্তম্ভিত করিয়াছেন। এই চরণ কমলাঙ্কের অনুসরণে অনুপ্রাণিত হইয়াই হজরত খালেদ বেন্ ওলীদ, ওমরু বেন্ আল্ আস, সাদ বেন্ ওক্কাস্, ওক্বা বেন্ নাফি, মুসা বেন্ নসীর প্রভৃতি ইস্লামের মশালবাহী জগৎ বিখ্যাত সেনাপতিগণ পারস্য, রোম্, মিসর, স্পেন প্রভৃতি রাজ্যের প্রবল পরাক্রমশালী সম্রাটগণের বল ও দর্প মুহূর্ত্ত মধ্যে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ইস্লামের পুণ্যপ্রভায় দিগন্ত আলোকিত করিয়াছিলেন। সে কালের কথাগুলি আজ অতীতের করালগর্ভে বিলীন হয় নাই। ইতিহাস ও হদীস শাস্ত্র যাবচ্চন্দ্র দিবাকর তাহার সাক্ষ্য দিতে থাকিবে। ইস্লামের সেই স্বর্ণ যুগের সহিত মোস্লেম-জগতের বর্ত্তমান অধঃপতনের অবস্থার তুলনা করিয়া এমন হৃদয়বান কে আছেন যিনি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন? ইহার যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করিলে প্রত্যেক সুধীজন দেখিতে পাইবেন

যে, যতদিন পর্য্যন্ত আমরা কোরাণ পাকের অনুজ্ঞার অনুশীলন করিয়াছি, যতদিন আমরা সেই নরকুলোত্তম মহাপুরুষের পদাঙ্কের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি, ততদিন আমরা উন্নতির একস্তর হইতে অন্যস্তরে অবলীলাক্রমে দ্রুত গতিতে উপস্থিত হইয়াছি। আর যে দিন হইতে আমরা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়াছি, আদেশ পালন অপেক্ষা উহা অবহেলা করিতেই অভ্যস্থ হইয়াছি, সেই দিন হইতেই আমাদের অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের এই পতনোন্মুখ গতি যে কোথায় গিয়া থামিবে তাহা কে বলিতে পারে! কোরাণপাকে বর্ণিত আছে যে "আল্লাহ্ তালা মানবের অবস্থাকে কখনও পরিবর্ত্তন করেন না, যে পর্য্যন্ত মানব নিজে নিজের অবস্থার সংস্কার না করে।" ঐ মহাগ্রন্থেরই অন্যত্র আছে "তোমার উপর যখন কোন বিপদ আসিয়া পড়ে তখন মনে করিও যে তাহা তোমার নিজ কর্ম্মফলেই আনীত হইয়াছে।"

এক ব্যক্তি হজরত আয়শা সিদ্দিকাকে হজরতের গার্হস্থ্য জীবন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি তদুত্তরে বলেন "কেন! তাঁহার আভ্যন্তরীন জীবন ত কোরাণ পাকেরই অনুরূপ। তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের

অনুসন্ধিৎসুকে কোরাণ পাকের অনুজ্ঞাবলী দেখিলেই চলে।"

আরবের ঘোর কুসংস্কার ও অজ্ঞতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া, দেশাচার অনুযায়ী হজ্‌রত আমাদের আধুনিক শিক্ষার মত কোন লেখাপড়া শিক্ষা করেন নাই; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিক্ষিত পণ্ডিতগণ তাঁহার সহিত কথোপকথনে ও তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন। কোরাণ মজিদে আল্লাহতালা হজরতকে "উম্মী" (মূর্খ) বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। কিন্তু কি অপূর্ব্ব ভাষাতেই খোদাতালা তাঁহার বাণী হজ্‌রতের যোগে প্রচার করিয়াছেন! কোরাণ পাকের সুললিত ও প্রাঞ্জল ভাষা, ইহার মনোমুগ্ধকারী অলৌকিক রচনা প্রণালী, ইহার মহান্‌ভাব-পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য্য, ইহার নিঃস্বার্থ হিতোপদেশ, সমস্ত শিক্ষিত জগৎ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন—করিতেছেন ও পৃথিবীর প্রলয় কাল পর্য্যন্ত করিতে থাকিবেন।

بلغ الله صلوتي وسلامي ابداً
لنبي عربيٍ مدنيٍ حرميٍ

আরবের খ্যাতনামা কবিচূড়ামণি লবীদ বেন্ রবিয়া

তাহার এক প্রসিদ্ধ রচনা কাবাগৃহদ্বারে ঝুলাইয়া রাখিয়া তাহার প্রত্যুত্তরে রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে। পরদিন প্রত্যুষে লবীদ আসিয়া দেখে যে, তাহার প্রত্যুত্তরে কোরাণ পাকের সুরা 'এখ্‌লাস' তাহার রচনা পার্শ্বে বিলম্বিত রহিয়াছে। লবীদ উহাঁর মাধুর্য্য ও রচনা কৌশল দৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, "নিশ্চয়ই, এ রচনা মানবের কৃত নয়।" তৎপরই লবীদ ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কোরাণ পাক খোদাতালার এক অলৌকিক সৃষ্টি।*

জনাব রেসালৎ পানাহ সর্ব্বদাই আড়ম্বর ঘৃণা করিতেন। সাহাবাগণের প্রতি তাঁহার বিশেষ আদেশ এই ছিল, যেমন তাঁহাকে দেখিয়া কেহ সম্মানার্থে উঠিয়া না দাঁড়ান। আমাদের দেশের দরিদ্র কৃষক যে কাজ করিতে অপমান মনে করে, হজ্‌রত পরম আহ্লাদের সহিত সেই সকল কার্য্য স্বহস্তে করিতেন। তিনি নিজ হস্তে দুগ্ধ দোহন করিতেন, গৃহ মার্জ্জনা করিতেন, ছিন্ন পাদুকা ও ছিন্নবস্ত্র নিজেই সংস্কার করিয়া লইতেন। তাঁহার এবং তাঁহার পরিবারবর্গের জীবিকা নির্ব্বাহার্থে

* কোরাণ পাক, সুরা বকর।

স্বোপার্জ্জিত সংস্থান ব্যতীত অপরের দান তিনি গ্রহণ করিতেন না। সভ্যতার বশবর্ত্তী হইয়া যে খাদ্য আমরা দুঃখী দরিদ্রের উপযোগী মনে করিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করি, হজ্‌রত তাহা পরম আনন্দের সহিত আহার করিতেন। খোর্ম্মা ও জল হজ্‌রতের নৈমিত্তিক আহার্য্য ছিল। দুগ্ধ ও মধু তাঁহার অতি উপাদেয় খাদ্য ছিল। ক্বচিৎ তিনি যবরুটিও আহার করিতেন। আহারের সময় প্রায়ই কোন না কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়া আহার করিতেন। তিনি অনেক সময় অনাহারে থাকিতেন; এমন কি খাদ্যাভাবে তাঁহাকে ক্রমাগত তিন চারি দিনও অনশনে থাকিতে হইয়াছে। ক্ষুধায় দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িলে তিনি নিজ উদরোপরি শিলাখণ্ড বাঁধিয়া রাখিতেন।

একদা হজরত মস্‌জিদে নববীতে বসিয়া 'নামাজ' পড়িতেছিলেন। নামাজ শেষ হইলে পর এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হজ্‌রত, আপনি বলিয়া-ছিলেন বসিয়া নামাজ পড়িলে অর্দ্ধেক পুণ্য পাওয়া যায়।" হজরত উত্তর করিলেন, "ভাই, আমি আজ তিন দিবস যাবত অনাহারে আছি, আমার দাঁড়াইয়া

নমাজ পড়িবার শক্তি নাই"। হজরত তখন উদরের আবরণ উন্মোচনপূর্ব্বক দেখাইলেন, তাহাতে এক খণ্ড প্রস্তর বাঁধা আছে। তৎপর হজ্‌রত উঠিয়া বিবি ফাতেমার কাছে গিয়া বলিলেন, "বৎসে! যদি কিছু আহার্য্য থাকে, তবে আনিয়া দাও।" বিবি ফাতেমা অশ্রুপূর্ণ-লোচনে এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "বাবা, আজ দুই দিন যাবত আমি দুগ্ধপোষ্য শিশু দুইটি (এমাম হাসন ও হোসাইন) কে লইয়া অনাহারে আছি; হাসনের পিতা (অর্থাৎ হজ্‌রতআলী) আহারান্বেষণে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হইয়াছেন"। হজরত তখন বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাইলেন, জনৈক ইহুদী কূপ হইতে জল তুলিবার জন্য একটি মজুর খুঁজিতেছে। হজ্‌রত স্বয়ং তাহার জল তুলিতে প্রস্তুত হইলেন এবং প্রতি ডোলের জন্য তিনটি খোর্ম্মা পারিশ্রমিক স্থির হইল। কয়েক ডোল জল তুলিবার পর দুর্ব্বলতা নিবন্ধন ডোল হজ্‌রতের হস্তস্খলিত হইয়া কূপে পতিত হইল। তখন ইহুদী ক্রোধান্বিত হইয়া পয়গম্বর সাহেবের গণ্ডে সবেগে করাঘাত করতঃ অকথ্যভাষায় গালি বর্ষণ করিতে লাগিল। হজ্‌রত ইহুদীর

কাছে ক্ষমা চাহিবার পর নিকটস্থ একটী বৃক্ষের সহিত রজ্জু বাঁধিয়া কূপে অবতরণপূর্ব্বক ডোল উঠাইয়া আনিলেন, এবং পারিশ্রমিক খোর্ম্মা লইয়া বিবি ফাতেমাকে দিলেন। এই ঘটনার কিয়ৎক্ষণ পরে ইহুদী জনাব রেসালৎ মাবের পরিচয় পাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা মানসে তাঁহার অনুসরণ করিল। সে গিয়া দেখে 'রহ্‌মতুল্লিল আলমীন' (নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কৃপাধার) নিবিষ্টমনে খোদাতালার কাছে প্রার্থনা করিতেছেন "প্রভো! যে আমাকে চিনিতে না পারিয়া এরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছে, তুমি তাহাকে ক্ষমা করিও।" ইহুদী হজ্‌রতের মধ্যে এইরূপ সহিষ্ণুতা, দয়াও ক্ষমা গুণ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল এবং হজ্‌রতের পদতলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনাপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ইস্‌লাম গ্রহণ করিল।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ٥

হদিবার সন্ধির সময় যখন হজ্‌রত তথায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন যয়নব নাম্নী হজ্‌রতের জ্যেষ্ঠা কন্যা অন্তঃসত্বা অবস্থায় মক্কা হইতে তাঁহার নিকট আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে এক হৃদয়হীন বেদুইন তাঁহাকে বর্শার আঘাতে আহত করিয়া ফেলে এবং কিছু

দিন পরে সেই যাতনায়ই তিনি মৃত্যুমুখে পতিতা হন। হজরত এই সংবাদে যৎপরোনাস্তি শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু মক্কা বিজয়ের সময়, সেই আততায়ী হজরত সমীপে উপনীত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলে 'রহ্‌মতুল্লিল আলমীন' তাহাকে সরল অন্তঃকরণে ক্ষমা করিয়াছিলেন।

شفیعٌ مطاعٌ نبیٌ کریم

قسیمٌ جسیمٌ بسیمٌ وسیم

পরদুঃখ দেখিলে হজরত বড়ই বিচলিত হইতেন ও তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইত। তিনি শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে সকলের সহিতই বিনয় ও সদয় ব্যবহার করিতেন। অতীব পাষাণ হৃদয়ও তাঁহার সকরুণ কণ্ঠস্বরে দ্রবীভূত হইত। হজরতের দৈনন্দিন কার্য্যাবলীর মধ্যে উৎপীড়িত ও রোগক্লিষ্টদিগকে দেখা এবং সান্ত্বনা ও সহানুভূতি বাক্যে তাহাদিগকে আশ্বস্ত করাও একটি বিশেষ কার্য্য ছিল। তিনি দীন ও দরিদ্রের পরম বান্ধব ছিলেন। অতীব দরিদ্রের আবেদনেও তিনি বিশেষ কর্ণপাত করিতেন এবং তৎক্ষণাৎ

তাহার প্রতিকারে যত্নবান হইতেন। পথিমধ্যে কোন শবদেহ লইয়া যাইতে দেখিলে, উদ্বেলিত হৃদয়ে তিনি তাহার সঙ্গী হইতেন।

بنی آدم اعضای یک دیگر ند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی بدرد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار

একদা পয়গম্বর সাহেব মস্‌জিদে বসিয়া আছেন, এমন সময় একটি বালিকা আসিয়া তাঁহার বসন প্রান্ত ধরিয়া টানিতে লাগিল। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বালিকা অপ্রতিভ হইবে ভাবিয়া হজ্‌রত বিনা বাক্য ব্যয়ে বালিকার সঙ্গী হইলেন। বালিকা তাঁহাকে টানিতে টানিতে একটি গৃহে লইয়া গেল। হজরত দেখিলেন, তথায় একটি রুগ্নব্যক্তি শয্যায় শয়ান আছে। তাঁহাকে দেখিয়া রোগী কাতরকণ্ঠে কহিল "হজরত, আমি আজ কয়েক দিন যাবত অনাহারে আছি, আমার সাহায্যার্থে আপনাকে সংবাদ দিবার জন্য এই বালিকাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম।" সেই সময় তিনি নিজেই অভাব পীড়িত ছিলেন, তথাপি তাঁহার দয়ার্দ্রহৃদয় এই দৃশ্যে

কাতর হইয়া পড়িল। তিনি তখন রোগীর গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এক যববিক্রেতার কাছে গিয়া কিছু যব ধার চাহিলেন। বিক্রেতা ধার দিতে অস্বীকার করিল। হজরত কহিলেন "ভাই, আমি তোমায় যব পেষণ করিয়া দিতেছি, অন্ততঃ আমার পারিশ্রমিক স্বরূপ কিছু যব দাও।" বিক্রেতা সম্মত হইল। হজরত যব পেষণের পারিশ্রমিক লইয়া রোগীকে দিয়া আসিলেন।

হজরত একদিন একটি দরিদ্র লৌহকারের মুমূর্ষু পীড়িত শিশুকে নিজ ক্রোড়ে লইয়া তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও শিশুটীকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন না। পরে সেই মাসুম (নিষ্পাপ) শিশুটি তাহারই শান্তিময় ক্রোড়ে চির নিদ্রায় অভিভুত হয়।

তিনি আশৈশব জানিতেন ঃ—

درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو
ورنہ طاعت کیلئے کچھ کم نہ تھے کرو بیان

যুদ্ধের লুণ্ঠিত ধন রত্নাদিতে হজরতের এক পঞ্চম অংশ থাকিত। এই পঞ্চমাংশ তাঁহার আদেশে 'বয়তুল

মালে' (সেকালের Public Treasuryতে) দীন, দরিদ্র, এতীম এবং প্রপীড়িতদের জন্য সঞ্চিত হইত। তিনি সেই ধন রত্নাদি কখনও নিজের কাজে ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার মৃত্যু সময়ে বিবি আয়শার তহ্‌বীলে বহু যত্নে সঞ্চিত পাঁচ কি দশটি মুদ্রা মাত্র ছিল। হজরত 'ওসিয়ৎ' করিয়া যান যে, তাঁহার মৃত্যু হওয়ামাত্রই ঐ গুলি দীন দরিদ্রকে যেন দান করিয়া দেওয়া হয়, তাঁহার পরিত্যজ্য বলিয়া যেন কোনও সম্পত্তি না থাকে। হজরত আয়শা বলিয়াছেন, যে দিবস হজরতের ওফাত হয়, সেই রজনীতে তৈল অভাবে তাঁহার কক্ষের প্রদীপ অতি ক্ষীণপ্রভায় জ্বলিয়াছিল।

জনাব পয়গম্বর সাহেবের ভৃত্য আনস্ বলিত, আমি দশ বৎসর পয়গম্বর সাহেবের দাসত্ব করিয়াছি, কিন্তু তিনি আমার শত অপরাধ সত্ত্বেও এক দিনের তরে 'ওফ্' (আক্ষেপ সূচক ধ্বনি) পর্য্যন্ত বলেন নাই। আমি দাস হইয়া তাঁহার যত কাজ করিতাম, তিনি প্রভু হইয়া আমার তদপেক্ষা অধিক কাজ করিতেন।

বাৎসল্যের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি স্বীয় দৌহিত্র দু'টীর (ইমামুল-মোরসলীন হজরত হাসন ও হোসাইন) সহিত

কখন কখন বাল্যোপযোগী ক্রীড়া করিতেন। শিশু দু'টীকে কখন কোলে, কখন বা গলদেশে জড়াইয়া আবার কখন বা পৃষ্ঠোপরি নিয়া কৌতুক করিতে কতই সুখানুভব করিতেন। মাসুম শিশু দুইটী তখন তাঁহার শ্মশ্রু ও কেশরাশি ক্রীড়াচ্ছলে টানিয়া ছিঁড়িত, হজরত ইহাতে আরও আমোদ পাইতেন। ইহা হইতেই বিশেষ ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি অসাধারণ সরল ছিলেন।

তিনি এই সকল মহৎ গুণরাশির অধিকারী ত ছিলেনই, ইহা ছাড়া তিনি অত্যন্ত অমায়িক ছিলেন। একদা এক বৃদ্ধা মোস্‌লেম নারী তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল, "মোহাম্মদ (দঃ)! বল দেখি আমি 'বেহেশ্‌তে যাইতে পারিব কি না।" হজরত উত্তর করিলেন "না, তোমার ন্যায় বৃদ্ধা কখনই 'বেহেশ্‌তে যাইতে পারিবে না।" সরলা বৃদ্ধা ইহা শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। হজরত তখন মৃদু হাস্যে সেই নারীকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন "বৃদ্ধা! তুমি কেন অধীর হইতেছ? বেহেস্তে সকলেই পূর্ণ যৌবনে বিকশিত হইয়া প্রবেশ করিবে, তুমি কি তখন আর বৃদ্ধা থাকিবে?" এই কথা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধার বিষণ্ণ বদন আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

باخلاق الهی متصف بودن اگر خواهی
سراپا سیرت وخوئ محمد شو محمد شو

হজরত পথ দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ থামিয়া নিকটস্থ বালক বালিকাগণকে সাদর করাঘাতে আমোদিত করিতেন। এক দিন একটি বালককে পথে দেখিয়া কৌতুকচ্ছলে কহিলেন "আবু আমের! তোমার বুলবুলিটি কি করিলে বৎস?"

জনাব সরওয়ারে কায়েনাত এক দিন পথ দিয়া যাইবার সময় দেখিলেন একটি লোক তাঁহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তিনি হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা ধীরে লোকটীকে সরাইতে চেষ্টা করিলেন। লোকটী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "মোহাম্মদ (দঃ)! তুমি আমাকে আঘাত করিলে কেন? আমাকে তোমার এবম্বিধ আচরণের প্রতিদান দাও।" হজরত তখন একটু অপ্রস্তুত হইলেন এবং তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া কহিলেন—"ভাই আমি যদি তোমাকে আঘাত করিয়া থাকি, তবে এই নাও প্রতিদান!" এই বলিয়া তিনি বক্ষের আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক তাহার সম্মুখে বক্ষ পাতিয়া দিলেন। লোকটি তখনই আবেগভরে তাঁহার বক্ষ চুম্বন করিয়া কহিল, "হজরত

অনেক দিন হইতে আপনার পবিত্র শরীর স্পর্শ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিবার আমার সাধ ছিল, আজ সে সাধ পূর্ণ হইল।”

إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ٥

পয়গম্বর সাহেব জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই। তাঁহার বয়স যখন ২০ বৎসর তখন তাঁহার সত্যবাদিতায় মুগ্ধ হইয়া মক্কাবাসিগণ তাঁহাকে ‘আল্ আমীন’ (বিশ্বাসী) উপাধিতে ভূষিত করে। তাঁহাকে পথ দিয়া চলিতে দেখিলে তৎকালে লোকে ‘ঐ আল্ আমীন যাইতেছে’ বলিয়া নির্দ্দেশ করিত এবং সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিত।

জনাব রেসালত পানাহ জীবনের একটী মুহূর্ত্তও বৃথা অতিবাহিত হইতে দেন নাই। আমার এই ক্ষুদ্র অখ্যায়িকাতে তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যবিবরণী দেওয়া সম্ভব নয়; কিন্তু পাঠকগণ যদি ইতিহাস ও হদীস অনুসন্ধান করেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে এই মহা পুরুষের জীবনের প্রায় প্রত্যেক মুহূর্ত্তের কার্য্যাবলী তাহাতে অঙ্কিত রহিয়াছে। তিনি এ নশ্বর জগৎকে মানবের কর্ম্মক্ষেত্র মনে করিতেন ও সেই অবিনশ্বর জগৎকে বিশ্রাম ও

শান্তির আলয় ভাবিতেন। তিনি বেশ বুঝিতেন যে এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী মানবের এক ক্রীড়া সামগ্রী মাত্র। তিনি নিশ্চিত জানিতেন যে সুদূর গন্তব্য স্থানে যাইতে যেমন পথিককে ক্ষণেক পান্থশালায় অবস্থান করিতে হয়, এ পৃথিবীও নিত্যধামের পথে একটী পান্থশালা বিশেষ। তিনি বেশ জ্ঞাত ছিলেন যে, এ অনিত্য জগতে যিনি যে বীজ বপন করিবেন তাহার ফল সেই অমর জগতে নিশ্চয়ই তিনি ভোগ করিবেন।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ٥

মানব সেবা, সুনীতি ও সভ্যতার বিধান ও অনুষ্ঠান এবং নিগূঢ় রাজনৈতিক কার্য্যাবলী হইতে তিনি যখনই অবসর পাইতেন, তখনই তিনি সৃষ্টিকর্ত্তার উপাসনা ও আরাধনায় নিযুক্ত হইতেন। তিনি নিশীথে সামান্য সময় ঘুমাইতেন মাত্র, অনেক সময় আদৌ ঘুমাইতেন না। তিনি ধ্যান ও উপাসনায় এমন তন্ময়চিত্ত হইয়া থাকিতেন যে, কোলাহল মুখরিত এই প্রাণী জগতের কোন সঞ্চালনই তিনি অনুভব করিতে পারিতেন না। কখন কখন এরূপও হইত যে উপাসনায় দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার

পদদ্বয় স্ফীত হইয়া শ্লীপদের আকার ধারণ করিত। তিনি আজীবন 'কওমের' (সমাজের) কল্যান কামনায় কাটাইয়াছেন। নিজ স্বার্থের জন্য বা নিজ আত্মার মঙ্গলার্থে ক্বচিত উপাসনা করিতেন। কৃপাময়ের নিকট কওমের মুক্তি প্রার্থনা করিয়া যখন হস্ত প্রসারণ করিতেন, তখন নয়নাসারে তাঁহার বক্ষঃস্থল সিক্ত হইয়া যাইত।

كريم السجايا جميل الشيم •
• نبى البرايا شفيع الامم

পয়গম্বর সাহেব শত্রুহস্তে এত অত্যাচার ও নির্য্যাতন সহ্য করা সত্ত্বেও জীবনে একদিন ব্যতীত কখনও কাহাকে অভিশাপ দেন নাই। একদা কাবাগৃহে তিনি উপাসনায় রত ছিলেন, এমন সময় তাঁহার শত্রু 'আবু জেহেল' কোন এক মৃত পশুর গলিত অন্ত্র আনিয়া হজরতের গ্রীবায় ঝুলাইয়া দেয়। হজরত তখন উপাসনায় এমন তণ্ময় চিত্ত ও বাহ্যিক জ্ঞান বিরহিত ছিলেন যে, তিনি এই সকল পৈশাচিক আচরণের বিষয় কিছুই অনুভব করিতে পারেন নাই। বিবি ফাতেমা কোনও প্রকারে এই সংবাদ পাইয়া

কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়িয়া আসিলেন এবং পিতার গলদেশ হইতে সেই দুর্গন্ধময় অন্ত্র উন্মোচন করিলেন। তখন হজরতের সংজ্ঞা হইল; তিনি ঘটনা বুঝিতে পারিয়া খোদাতালার কাছে হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক আবুজেহেলের বিচার প্রার্থনা করিলেন। পরিণামে আবুজেহেল বদরের যুদ্ধে ভীষণ অবস্থায় নিহত হয়।

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا ٥

পরিচ্ছন্নতা হজ্‌রতের স্বভাবসিদ্ধ গুণ ছিল। অন্তিম সময়ে একদা যখন তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্তপ্রায় তখন আব্দুর রহমান বেন্ আবুবকর একটি 'মেস্‌ওয়াক' (দাঁতন) হস্তে হজ্‌রতের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। হজ্‌রত তখন বিবি আয়শাকে সেই 'মেস্‌ওয়াকের' জন্য ইঙ্গিত করিলেন। বিবি আয়শা আব্দুর রহমানের (তাঁহার ভ্রাতা) নিকট হইতে মেস্‌ওয়াক লইয়া চর্ব্বণ করতঃ উহার অগ্রভাগ কোমল করিয়া হজ্‌রতের হাতে দিলেন; হজ্‌রত প্রীত হইয়া মেস্‌ওয়াক করিতে লাগিলেন।

হজরত স্বভাবতঃই অতি অল্পভাষী ছিলেন। প্রয়োজন বশতঃ সংক্ষেপে যাহা বলিতেন, বোধ হইত যেন

সেই অকপট বাক্য কয়টি তাঁহার সরল উন্মুক্ত হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতেই নির্গত হইতেছে।

بتوصیف لب لعل محمد شکر افشانم
شود شیرین دهانم گر زبان رطب اللسان پیدا

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝



অবয়ব ও মুখাকৃতি।

دو چشم نرگسینش را که مازاغ البصر خوانند
دو زلف عنبرینش را که واللیل اذا یغشی

জনাব পয়গম্বর সাহেবের অবয়ব নাতি খর্ব্ব নাতি দীর্ঘ ছিল। তাঁহার মস্তক সুবৃহৎ স্কন্ধ বিশাল, বাহুদ্বয় দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ, বক্ষঃস্থল বিস্তৃত, কেশ কৃষ্ণ ও ঈষৎ কুঞ্চিত ছিল। তাঁহার মুখমণ্ডল ডিম্বাকার, ললাট প্রশস্ত, ভ্রূ-যুগল দীর্ঘ, সুবঙ্কিম ও যুক্ত প্রায়, লোচনদ্বয় উজ্জ্বল কৃষ্ণায়ত এবং তৎপল্লবাগ্রে পক্ষ্মাবলী নিবিড় কৃষ্ণ ছিল। দীর্ঘোন্নত নাসিকা, সুডৌল গণ্ডদ্বয়, শুভ্রোজ্জ্বল ও সুবিন্যস্ত দন্তশ্রেণী, ঘন শ্মশ্রূরাজি, গাত্রচর্ম্ম কোমল ও মসৃণ, নাতি গৌর কমনীয় কান্তি বিশিষ্ট বর্ণ, কর ও করতল নম্র ও মাংসপূর্ণ এবং অঙ্গুলী সমূহ সুগঠিত ছিল। কপোত ডিম্ব সদৃশ রক্তাভ ঈষদুন্নত একটি চিহ্ন পৃষ্ঠোপরি ছিল, যাহা কেহ কেহ 'মোহ্‌রে নবুওৎ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিত।

হজরত পথে চলিবার সময় নত নেত্রে ক্ষিপ্রগতিতে, অথচ স্থির পদক্ষেপে চলিয়া যাইতেন। তখন তাঁহার বদন মণ্ডল দেখিলে বোধ হইত যেন কত গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া তিনি আপন মনে চলিয়া যাইতেছেন।

অহো! সেই বিনিদ্র রজনীর ক্রন্দনস্ফীত লোহিতাভ নয়নযুগলের ভাবাবেশ দৃষ্টি কোন দার্শনিক হৃদয়ে কতই মহতীভাব জাগাইয়া তুলিবে!

• هر کس که شد از نرگس مستانهٔ او مست
دیگر نکشد جام شراب عنبی را

فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ



দুইটি সমালোচনা।

১

স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন ঃ—আপনার "স্বর্গের জ্যোতিঃ" গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম, ইহার ভাষা ও রচনা সুন্দর হইয়াছে। বাংলা ভাষায় এরূপ গ্রন্থের অভাব ছিল, আপনি তাহা দূর করিয়াছেন।

THE MUSSULMAN WRITES :—

(**Shargir Joti**—BY MRS. SARAH TAIFOOR)

* * * * she has presented in a simple and nice style the model life of our prophet before young learners and has thus held up before them an example to be followed in every sphere of life. To the mussulman of Bengal it is a matter of special gratification that the book has been written by a moslem lady—a lady who has tried to infuse Islamic spirit into the vernacular of the Province.